উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 6 December 2023 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

পিছোল বৈঠক, ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

»আটের পাতায়

মিচাংয়ের প্রভাবে চেন্নাইয়ে মৃত বেড়ে ১২

»আটের পাতায়

বিস্মিত সলমন

আমার ঘর থেকেও ছোট বাড়িতে থাকেন দিদি!

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : 'এই পজিশনে থেকেও কীভাবে এত ছোট ঘরে থাকেন দিদি? দিদির বাড়ি আমার ঘরের থেকেও ছোট।' মঙ্গলবার ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে এসে এভাবেই তাঁর বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করলেন 'ভাইজান' সলমন খান। বাংলা ও তাঁর প্রতি দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সলমনের কাছ থেকে বাংলায় এসে শুটিং করার 'ওয়াদা' আদায় করিয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নিজের একটি ছবি সলমনকে উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে কলকাতায় এসে মমতার বাড়িতে গিয়েছিলেন সলমন। আসলে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁর থেকেও ছোট বাড়িতে মমতা থাকেন কিনা? গিয়ে দেখেন সত্যিই তাই। সেই কথা উল্লেখ করে উদ্বোধনী মঞ্চে সলমন বলেন, 'দিদিকে দেখে সত্যিই হিংসে হয়। কারণ, তিনি আমার থেকেও ছোট বাড়িতে থাকেন।' ওইসময় অনিল কাপুর , মহেশ ভাটদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর বাড়ির তুলনা করে সলমন বলেন, 'আমার বাড়ি অনেক ছোট। আসলে আমার ও দিদির মতো সরল মনের মানুষদের জীবনযাপনের জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।'

সেই অর্থে এদিন বিকাল থেকেই যেন চাঁদের হাট বসেছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী মঞ্চে বেজে উঠেছে চলচ্চিত্র উৎসবের টাইটেল সং। মুখ্যমন্ত্রীর এরপর দশের পাতায়

গানের তালে তালে। *অরিজিৎ সিং-এর থিম সংয়ের সঙ্গে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল কাপুর, সলমন খান, সোনাক্ষী সিনহা ও শত্রুঘ্ন সিনহা। মঙ্গলবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনায়। –পিটিআই*

রায়গঞ্জে দুই মাসে মৃত ১৬, জখম ৫৩

'জয়রাইডে' মত্ত বাইকবাহিনী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : গভীর রাতে শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইকবাহিনী। তীব্র গতিতে গাড়ির চাকা তুলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্টান্ট করছে যুবকরা। তাঁদের দাপটে আতঙ্কে পথচারীরা। পরিসংখ্যান বলছে, পুজোর মরসুম থেকে শুরু করে সোমবার রাত পর্যন্ত বাইক জয় রাইডের প্রবণতা বাড়ায় মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। গুরুতর জখম হয়েছে ৫৩ জন। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আরও বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আশঙ্কা শহরবাসীর।

সোমবার রাতে রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় থেকে বাইক রাইড করতে গিয়ে অশোকপল্লি মোড় সংলগ্ন মার্কেটের একটি মলের সামনে ডিভাইডারে মেরে গুরুতর জখম হন বাইকচালক সহ দু'জন। মঙ্গলবার ভাটলের এক স্বাস্থ্যকর্মী হেমতাবাদে বাড়িতে ফেরার সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা বাইক সজোরে মারলে গুরুতর জখম হন চারজন। তাঁদের মধ্যে তিনজন একটি বাইকে ছিলেন। ওই স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন অপর একটি বাইকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যুবকরা মধ্যপ অবস্থায় বাইক চালানোর জন্যই পর পর দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে।

দিনদশেক আগে রায়গঞ্জ শহরের রূপাহারে জাতীয় সড়কে বাইকের সঙ্গে সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দু'জনের। গুরুতর জখম হন একজন। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় পেট্রোল পাম্পের সামনে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক পরিচারিকার। অভিযুক্ত বাইক চালক রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়া। পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এব্যাপারে রায়গঞ্জের ট্রাফিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশকর্তা বলেন, রাতের দিকে দ্রুতগতির বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

যেখানে চিন্তা

- সোমবার অশোকপল্লি মোড় সংলগ্ন মলের সামনে দুর্ঘটনায় জখম হন বাইকচালক সহ দু'জন
- মঙ্গলবার ভাটলের এক স্বাস্থ্যকর্মীকে দ্রুতগতিতে আসা বাইক সজোরে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন চারজন
- শিলিগুড়ি মোড়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে বাইকের ধাক্কায় এক পরিচারিকার মৃত্যু
- রূপাহারে জাতীয় সড়কে বাইক–সাইকেলের সংঘর্ষে মৃত দু'জন, জখম হন একজন

একনজরে

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি, গুলি

গভীর রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ধুলিয়ানে। লাগাতার বোমাবাজিতে কেঁপে ওঠে পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ড। চলে গুলিও। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে।

»বিস্তারিত চারের পাতায়

অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও কয়েক লাখ

সাইবার জাদুর শিকার এবার ৮০ বছরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও কয়েক লক্ষ টাকা। টাকা উধাওয়ের খবরে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অশীতিপর ওই শিক্ষক। মঙ্গলবার তিনি চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

» বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ

প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর সিপিএমের জেলা সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাস। মঙ্গলবার এই খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাম কর্মী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

» বিস্তারিত দশের পাতায়

আজ বালুরঘাটে ঝাঁপ বন্ধ ১৫ বাজারের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : তহবাজার থেকে পৃথক হওয়া কৃষক বাজারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। তাই বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধের পথেই যাচ্ছেন বালুরঘাটের ব্যবসায়ীরা। শুধু তহবাজারের সবজি ব্যাবসায়ীরাই নয়, মাছ–মাংস, এমনকি স্টেশনারি দোকানও বন্ধ থাকবে। বালুরঘাট শহরের ছোট–বড় ১৫টি বাজার এই বনধে শামিল হচ্ছে। কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হবে বা কতদিন বনধ চলবে, তা বলতে পারছেন না কেউ।

খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কৃষকদের লড়াইয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ না থাকার অভিযোগেই এই বনধ বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। যা আগামীদিনে বালুরঘাটবাসীকে নাজেহাল করবে বলে আশঙ্কা। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে কীভাবে মেলবন্ধন করে বালুরঘাটকে স্বাভাবিক রাখা যায়, তার সূত্র বের করতে নাজেহাল প্রশাসনিক কর্তারা। এরই মধ্যে ব্যবসায়ীরা বনধের পথে যাওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ছে।

তহবাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা গোপাল সাহা বলেন, 'কৃষকরা আমাদের বাজারে না থাকায় আমাদের ব্যবসা অনেক কমে গিয়েছে। ওরা রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে অভিযোগ জানিয়েও এই সমস্যা মেটাতে পারিনি। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। ৬ ডিসেম্বর থেকে বালুরঘাট শহর ও আশপাশের এলাকার সমস্ত সবজি বাজার বন্ধ। তহবাজারেও সব ব্যবসা বন্ধ।'

এদিকে কৃষক সংগঠনের নেতা সঞ্জয়কুমার মণ্ডল বলেন, 'প্রতিদিন সকালে তহবাজারের ঘিঞ্জি জায়গায় আমাদের বসা সমস্যার। আমরা প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েছি। পুরসভা বিকল্প জায়গার কথাও কিছু জানায়নি। ওরা বনধ করলে আমাদের কিছু করার নেই। জোরাজুরি করলে বা আমাদের দাবি পূরণ না হলে দুধ, ডিম, সবজি সহ এরপর দশের পাতায়

কী কী বন্ধ

- বালুরঘাট শহরের তহবাজার, সাহেবকাছারি, পাওয়ার হাউস, ট্যাংকমোড় সহ ছোট–বড় ১৫টি বাজার বন্ধ থাকবে
- পোশাক, মুদির দোকানের সঙ্গে মাছ, মাংস, সবজি বাজার এমনকি স্টেশনারি দোকানও

> কৃষকরা আমাদের বাজারে না থাকায় আমাদের ব্যবসা অনেক কমে গিয়েছে। ওরা রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও সমাধান মেলেনি। তাই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।
>
> — গোপাল সাহা
> ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা

দোলনাতে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য উদ্যোগী অধ্যাপক

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মেঘা রায়, তৃথা বর্মন, শুভঙ্কর বর্মনরা আর পাঁচজন স্কুল পড়ুয়ার মতো নয়। মেঘারা সবাই বিশেষভাবে সক্ষম। কিন্তু সবাই স্কুলে আসে। পড়াশোনা করে। তবে খেলাধুলো করার ক্ষেত্রে এতদিন সেরকম মনোরঞ্জন হত না। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে মেঘাদের স্কুল। আর খেলাধুলোর পরিবেশে মেঘাদের খুশি করতে এবার এগিয়ে এলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ নাথ। মঙ্গলবার তিনি একটি দোলনা দান করেন এই স্কুলে। আর এরকম দোলনা পেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যারপরনাই খুশি। হাসি ফুটেছে অভিভাবকদের মুখেও। মুহূর্তেই যেন সেখানকার পরিবেশটাও বদলে যায়।

জানা গেল, অবসরপ্রাপ্ত এই অধ্যাপক মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুলে আসেন। স্কুলের একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি শামিল হন। এর আগে আর্থিকভাবেও এই স্কুলকে সহযোগিতা করেন। এখন সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর নানা সরঞ্জাম থাকে। প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিকের পড়ুয়াদের খেলার জন্য দোলনাও রয়েছে অনেক স্কুলে। আর পলাশবাড়িতে স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত এই স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলোর সরঞ্জাম সেই তুলনায় অনেকটাই কম। কারণ, এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোনওভাবে স্কুলটি চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি অনুদানও সবরকমের মেলে না। অথচ নানা এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানদের এই স্কুলে পড়াচ্ছেন। এরকম খামতি দেখেই স্কুল চত্বরে দোলনা বসানোর আলোচনা হয়। আর সেই আলোচনা শুনেই জ্যোতিবিকাশবাবু নিজেই সেই দোলনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এদিন সেই দোলনা, লোহার রং করা ওই দোলনা স্কুল চত্বরে বসানো হয়েছে। আর এমন দোলনা পেয়েই খেলতে শুরু করে সেই পড়ুয়ারা।

জ্যোতিবিকাশ নাথ বলেন, 'আমি মাঝেমধ্যেই পলাশবাড়ির ওই স্কুলে যাই। পাশে দাঁড়াই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা যাতে আরও একটু স্বাভাবিক হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সহযোগিতা করা।' ওই স্কুল পরিচালন সমিতির কর্ণধার তাপস বর্মন বলেন, 'সকলের সহযোগিতাতেই বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের এই স্কুল চলছে। জ্যোতিবিকাশ স্যার আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেন। এজন্য স্যারের কাছে আমরাও কৃতজ্ঞ।' পড়ুয়ারা যে কতটা খুশি তা এদিন খেলার পরিবেশে দেখেই বোঝা গেল। ধাপে ধাপে সব পড়ুয়াই দোলনায় বসে খেলতে থাকে। হাসিমুখই বলে দিচ্ছে যে, খেলার এই সরঞ্জাম পেয়ে সবাই দারুণ খুশি। ইন্দ্রজিৎ বর্মন নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার মেয়ে বিশেষভাবে সক্ষম। স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয়। তাই এই স্কুলে পড়াচ্ছি। আর এদিন দোলনা পেয়ে মেয়ে ভীষণ খুশি হয়।' মলয় বিশ্বাস নামে আরেক অভিভাবকেরও একই বক্তব্য।

রায়গঞ্জের গ্রামে এখনও বেঁচে মানবতা

বিপন্নদের আলোর পথযাত্রী সফিকুল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : এ যেন 'নতুন প্রেরণার দূত'। পেশায় মামুলি প্যান্ডেল ব্যবসায়ী। সাইকেলে চেপে এক চত্বর থেকে অন্য চত্বরে চষে বেড়ান। অসুস্থ মানুষ দেখলেই বাহন থামিয়ে শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্তও করেন। খোঁজ নেন, মানুষটির পরিবারে আর কে কে আছেন অথবা সংসার কেমন করে চলছে। খুঁটিয়ে সব জানার পর সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মঙ্গলবার এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আচমকাই দেখা রায়গঞ্জ মেডিকেল চত্বরে।

ছাব্বিশের কোঠায় বয়স। ওই যুবকের বাড়ি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিটিয়ার গ্রামে। পকেট থেকে ম্যাড়মেড়ে একটা নোটবই বের করে জানালেন, 'এখানে জেলার সব চিকিৎসকের নাম আর ফোন নম্বর লেখা রয়েছে। ভালো করে বুঝিয়ে বললে হয়তো রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়ে যায়।' নিজের রোজগারের ভাবনা সরিয়ে তিনি এভাবেই জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের মতো মানবদেহের নানা অবয়ব সম্পর্কে সবাইকে বোঝান। কীভাবে শরীরের ভিতরে জটিল রোগ তৈরি হয়, প্রতিকারের জন্য কোন চিকিৎসক উপযুক্ত, কীভাবে সরকারি হাসপাতালে যেতে হয় কিংবা রায়গঞ্জ মেডিকেলের আউটডোরে কখন, কবে, কে রোগী দেখেন, সব যেন তাঁর ঠোঁটের ডগায়। বছর দশেক ধরে

গ্রামের ভাঙা রাস্তা তৈরি করছেন সফিকুল।

এভাবেই অসহায় মানুষের সেবায় সমর্পিত সফিকুল হক।

১৫ বছর আগে বিনা চিকিৎসায় সফিকুলের বাবার মৃত্যু হয়েছিল। এখন গ্রামেই প্যান্ডেলের ব্যবসা করে খুব সামান্য আয়। শ্যামবর্ণ, পেটানো চেহারার যুবকটি চুপচাপ থাকেন। এসব নিয়ে প্রশ্ন করলে আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দেন, 'রোজগারের কথা ভাবার সময় পাইনি, তবে একটা কাজ তো করছি।' বন্ধু, আত্মীয় বা স্বজনদের ভিড়েই কেটে যায় সময়। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না? সৌম্য দর্শন যুবকটির বক্তব্য, 'যদি সাহায্য না করি তাহলে ওই মানুষগুলির কী হবে ভাবতে পারছেন! তাছাড়া আমার এই কাজ করতে ভালোই লাগে।'

সফিকুলের মনোভাবে খুশি সবাই। রায়গঞ্জের চিকিৎসক এনসি পাল জানালেন, 'বিশ্বায়িত হাওয়ায় এমন মানুষ যে এখনও আছেন তা ভাবতেও ভালো লাগে। অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে হবে। আর সেটা মানুষই পারবে।'

সফিকুলের কোনও রাজনৈতিক রং নেই। মনের নানা রং নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েন আর্তদের সেবায়। খুব অসুবিধে হলে সরকারি আধিকারিকদের শরণাপন্ন হন। প্রয়োজনে গুটি কয়েক বন্ধুকে পাশে পান। যেভাবেই হোক না কেন, সংকল্প সফলে সফিকুল হক অনড়।

গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বরেন রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত ওই যুবক। গ্রামের যে সমস্ত রাস্তা ভেঙে গিয়েছে, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি সেই রাস্তাগুলি মেরামত করেন। গ্রামের মহিলা-পুরুষদের সই (স্বাক্ষর) শেখানোর জন্য শনি ও রবিবার বাড়িতে বিনা পয়সায় স্কুল খুলেছেন। স্বাক্ষর করতে পারলে পুরস্কার বাবদ মহিলাদের শাড়ি, চুড়িদার, পুরুষদের জামা-প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি দেওয়া হয়। তিনি সবটাই করেন নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে।'

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির ভিড়। মাথাভাঙ্গা শহরে।

দেশি ধানের জমিতে মদনমোহন আইচ। মঙ্গলবার দেওয়ানহাটে।

মদনমোহনের ৩৮ দেশি ধান

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৫ ডিসেম্বর : কথায় আছে, দেশি ধান অমৃত সমান। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন দেশি ধান আজ লুপ্তপ্রায়। এখনকার সিংহভাগ কৃষকই বেশি ফলনের আশায় দেশি ধান ছেড়ে হাইব্রিড ধান চাষে ঝুঁকেছেন, যার দরুন সাধারণ মানুষও এর অতুলনীয় স্বাদ ও পুষ্টিগুণ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এরমধ্যেও ব্যতিক্রমী কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ নবাবগঞ্জ বালাসির কৃষক মদনমোহন আইচ। স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটে ২০১৩ সালে তিনি জৈব পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষ করেন। বর্তমানে ৩৮ রকম দেশি ধান তাঁর সংরক্ষণে রয়েছে। মদনমোহনবাবুর এই প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়েছে কৃষি দপ্তর।

বর্তমানে কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, হেতুমারি, বেগুনবিচি, কালো নুনিয়া, লাল বাসমতী, রাধাতিলক, তুলসীমালা, আম্বে মোহর, আদান শিল্পা সহ মোট ৩৮ রকম লুপ্তপ্রায় দেশি ধান চাষ করছেন মদনমোহনবাবু। দেশি ধান চাষে সাফল্যের ক্ষেত্রে মদনমোহনবাবুর সাফল্যের কথা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ অমূল্যকুমার মিত্র ও বর্তমানে কোচবিহার জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ) রজত চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অবদানের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'উনি আধুনিক পদ্ধতি মেনে জৈব চাষে যোগ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ধৈর্য আর নিষ্ঠা নিয়ে এতরকম ধানের বৈশিষ্ট্য বছরের পর ধরে রেখেছেন, যা সত্যিই শেখার মতো।'

ভরা বর্ষার মরশুমে বাজারে শাকসবজির জোগান একেবারেই কমে যায়। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বছর দুয়েক আগে নিজের ৮ কাঠা জমিতে পলিহাউস তৈরি করে বর্ষার সময় সেখানে ধনিয়া, পালং, মুলো, লাফা শাকের চাষ শুরু করেন। বিনা কর্ষণে বেগুন, চালকুমড়ো, ব্রোকোলি, রঙিন ফুলকপি চাষেও মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন তিনি। তবে সবটাই জৈব উপায়ে।

তাঁর কথায়, 'কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অত্যধিক প্রয়োগে পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ার পাশাপাশি জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমছে, যা ভবিষ্যতে বড় বিপত্তির কারণ হয়ে উঠবে। তাই আমি জৈব উপায়ে চাষ-আবাদ করছি।' এতে লাভের মুখ দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

ঠ্যালাতে মক্কায়

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর : হেঁটেই দশ-দশটি দেশ পার করেছেন ব্রিটেনের আদাম মহম্মদ। ২০২২ সালের ১ অগাস্ট ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি মক্কায় পৌঁছে যাত্রায় ইতি টেনেছেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল নিজের হাতে বানানো ঠ্যালাগাড়ি। আর গাড়ির সঙ্গে ছিল স্পিকার, যার মাধ্যমে শান্তি ও সাম্যের বাণী প্রচার করে চলেছিলেন।

পরিযায়ীদের কলরবে মুখরিত সুটুঙ্গা নদী

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের শুরুতেই মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীতে হাজির পরিযায়ী পাখির দল। সকাল থেকে সন্ধ্যা শহরের ওই সমস্ত এলাকা মুখরিত হচ্ছে পরিযায়ী পাখির কলরবে। নদীর জলে পরিযায়ী পাখির ঘুরে বেড়ানো ও বসে থাকার দৃশ্য উপভোগ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরিযায়ী পাখির ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে নদীর ধারে হাজির হচ্ছেন আলোকচিত্রীরাও।

তবে শুধু সুটুঙ্গা নদীই নয়, শহরের মানসাই নদী এবং শহর লাগোয়া বিভিন্ন বিল ছাড়াও ধরলা, দোলং নদীতেও দেখা মিলছে ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখির। তেকুনিয়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকাতেও আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ী পাখির দল।

এবছর কালীপুজোর পর শীতের পরশ পড়তেই মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে সুটুঙ্গা নদীতে দেখা মিলতে শুরু করে পরিযায়ী পাখির। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত সাহা, অমর দাস, শুভাশিস ধররা জানান, প্রথম দিকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম থাকলেও বর্তমানে বাড়ির সামনের নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির ভিড়ে জমজমাট গোটা এলাকা। তাঁরা বলেন, প্রথম দিকে কেউ কেউ পাখিদের উত্ত্যক্ত করলেও বর্তমানে সচেতনতা বাড়ায় কেউ আর তাদের উত্ত্যক্ত করে না। ফলে পরিযায়ী পাখিরাও এই এলাকাকে নিরাপদ মনে করায় প্রতিবছরই এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছে। গোটা শীতের মরশুম এই এলাকায় কাটিয়ে মার্চ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তারা এখান থেকে চলে যায়।

সুটুঙ্গা নদীতে পরিযায়ী পাখির সমাগমে খুশি আলোকচিত্রীরাও। মাথাভাঙ্গা ফোটোগ্রাফি ক্লাবের অন্যতম সদস্য পার্থ রায় বলেন, 'সুটুঙ্গা নদীতে মূলত লেজার হইসলিং ডাক (সরাল) প্রচুর পরিমাণে এসেছে। এছাড়াও রুডি শেল ডাকেরও (চখা) দেখা মিলছে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের অন্যতম আলোকচিত্রী সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'লেজার হইসলিং ডাক ও রুডি শেল ডাক ছাড়াও গত বছর মাথাভাঙ্গায় দেখা মিলেছে ব্ল্যাক আইভিসের (কালো দোচারা)।' শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীর মোহনায় নদীর চরে গত বছর ব্ল্যাক আইভিসের ছবি তিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মাথাভাঙ্গা শাখা সম্পাদক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, 'মাথাভাঙ্গায় সুটুঙ্গা, মানসাই সহ বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনার অন্যতম কারণ এই অঞ্চলের নদী ও বিলে এখনও তাদের খাবার রয়েছে।

তবে আগের তুলনায় পরিযায়ী পাখির প্রজাতির সংখ্যা কমেছে। ইউরোপ থেকে আসা নর্দার্ন ল্যাপউইংয়ের আগে দেখা মিললেও এখন আর দেখা মিলছে না। হয়তো অনেক পরিযায়ী পাখি এখনও আসে অথচ আমাদের চোখে পড়ে না। তবে যেভাবে জল, পরিবেশ ও শব্দ দূষণ বাড়ছে তাতে কতদিন পরিযায়ী পাখির দেখা এই অঞ্চলে মিলবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

বন বিভাগের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পাল বলেন, 'নদীসংলগ্ন এলাকায় বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগানো হয়েছে যা কি না পরিযায়ী পাখির পক্ষে আদর্শ। পরিযায়ী পাখিদের যাতে উত্ত্যক্ত না করা হয় সেজন্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়। তবে জল ও শব্দ দূষণ রোধে নাগরিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_612679_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T24666(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE, PWD, Cob. Sub Divn II. invites online e-tender (e-NIT 26), Tender Id: 2023_WBPWD_612508_1. Bid submission start date: 06.12.2023. Bid submission closing date: 13.12.2023 (9 a.m.) Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, COB. SUB DIVN II. ICA-T24649(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Executive Engineer (A-M), Balurghat (A-M) Division invites e-tender for Supply and delivery ... ICA-T24624(2)/2023

Abridged E-Tender Notice

Tender for **eNIT No.-5087/B.D.O, dated - 04/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **18/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
B.D.O

Abridged E-Tender Notice

Tender for **eNIT No.-5098/B.D.O, dated - 05/12/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **14/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
B.D.O

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W. & TD, MALDA

NOTICE INVITING e-TENDER

P.O.-CUM-D.W.O.B.C.W, & TD, MALDA, invited Percentage rate tender **e-N.I.T No. 20/ BCW (MLD) / 2023-24, Dated 05.12.2023** for Construction of 2 nos. toilet Block under Old Malda Dev. Block, Malda. **Last date of submission of Online Bid is on 14.12.2023** up **to 10:00 a.m.** Details information will be available at **http://wbtenders.gov.in. http://malda.gov.in** and at Notice Board, of the office of the undersigned.

Sd/-
P.O.-cum.-D.W.O., B.C.W. & TD, Malda

Memo No : 1102(2)/DICO/MLD. dt 05/12/2023

বিজ্ঞপ্তি

উপরের ছবিটি একটি শিশু কন্যার। শিশু কন্যাটি বর্তমানে সুনীতি গৃহে রয়েছে। শিশুটির আনুমানিক বয়স ২ বছর ৬ মাস (০৩/১২/২০২৩ তারিখ অনুসারে)। গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা – ৩ ফুট। শিশুটির ঠিকানা – জানা নেই (মালদা রেল স্টেশন থেকে পাওয়া যায়। তারিখ – ০৩/১২/২০২৩, সময় – সাড়ে ৭টায়)। পিতা ও মাতার নাম – অজ্ঞাত। শিশুটির মুখাকৃতি গোলাকার। বর্তমানে শিশুটির কোন অভিভাবক ও নিকট আত্মীয় থাকলে উপযুক্ত প্রমাণসহ যোগাযোগ করুন – জেলা শিশু সুরক্ষা কার্যালয়, রুম নং ১২, মালদা জেলা শাসকের করণ, কালেক্টরেট বিল্ডিং এবং শিশু কল্যাণ সমিতি (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি / সি.ডাবলু.সি), সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রুম নং ১০৫, বাঁধ রোড, মালদা। পিন – ৭৩২১০১, ফোন নং ০৩৫১২-২২০১৮৩ (পঃবঃ)

Memo No : 1105(2)/DICO/MLD, Date :- 05/12/2023

TENDER NOTICE

eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023
OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION,
Vide Memo No. 559\WBSRDA\DD Dated: 05.12.2023
(E-Procurement)

Details of eNIT NO: 02/WBSRDA/DD/2023-24 (2nd Call), Date : 05.12.2023 may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT ||WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION')

Sd-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)

e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/04/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612600_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-III SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. ICA-T24685(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, National Highway Division-X invites online e-Tender for One number of Civil work vide NIET No.- 05 of 2023-24 of the EE, National Highway Division-X, PW(Roads)Dte. Tender ID : 2023_NH_613377_1. Bid submission start date (online):- 04.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Bid submission closing date (online) :- 15.12.2023 at 18:00 Hrs. IST. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, National Highway Division-X, P.W.(Roads)Dte., Alipurduar. ICA-T24675(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)

e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/02/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_612377_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-I SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. ICA-T24683(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (2nd Call)

e-Tender is invited by the Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/03/SE/GTA CIRCLE/PHE DTE OF 2023-24 (2nd Call) (SL. NO. 01) and 2023_PHED_612489_1 for WATER SUPPLY SCHEME FOR DARJEELING PULBAZAR PUMPING-II SPRING WATER SUPPLY SCHEME. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 28.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, G. T. A-Circle, P.H.E. Dte. ICA-T24684(4)/2023

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender
under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-36/23-24 &
SSA-JAL/T-37/23-24
Dated- 04/12/2023
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeQ No.39-DE/SMP/2023-24

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-quotation is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful decorators for the works '6th SARAS MELA' under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid: 06.12.2023 from 11:00 am, Last date of submission of bid : 19.12.2023 upto 2:30 p.m. All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) WBMAD/MAL/AMRUT 2.0/eNIT-5/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_614967_1 & 2
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 12.00 P.M.
(ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 12.00 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Swapan Saha
Chairman
Mal Municipality

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:- **16/PS/Phd/2023-24 Date.-29/11/2023, 17/BDO/Phd/2023-24 Date-29/11/2023, 18/BDO/ Phd/2023-24 Date-05/12/2023 and 19/BDO/Phd/2023-24 Date-05/12/2023** and Last date for submission of Bids-**14/12/2023 up to 04.10 pm and 15/12/23 up to 4.40 PM.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block
& Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

ভর্তি

চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্রেণি। M-9932966039 (A/A)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

অ্যাফিডেভিট

DL No. WB7119900899865-এ আমার পিতার নাম ভুল আছে। গত 30-11-23 তারিখে E.M Court মেখলিগঞ্জে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Hari Narayan Sha করা হইল। Hari Narayan Sha এবং J. Sha একই ব্যক্তি। (C/107955)

হারানো/প্রাপ্তি

গত 28 নভেম্বর, 2023 ধূপগুড়ি বাজারে আমার মাধ্যমিকের মার্কশিট, রোল নং 501702N No 0207 এবং ডব্লিউবি নার্সিং কাউন্সিলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের মার্কশিট এবং ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট হারিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে জানাবেন 9679709848 নম্বরে। —রাকা নন্দী, ধূপগুড়ি। (C/108390)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি প্রদীপ কুমার বাহেতি, পিতা মৃত মহল চান্দ বাহেতি, ওয়ার্ড নং 13, দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার। আমার পুত্র রজত বাহেতি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার পরিবারে কোনওরকম অর্থ সাহায্য না করায় তাকে আজ 04.12.23 হইতে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। এবং আমার স্থাবর অস্থাবর থেকেও বঞ্চিত করিলাম। (A/A)

কর্মখালি

চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে আবাসিক শিক্ষক চাই। B.A, B.Sc. M-9932966039. (A/A)

সিটি সেন্টারের পাশে ১০৫০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph-9674333228/9830444403. (K)

Job Vacancy

Urgently required one Manager for Rave-up the Resto Bar'. Qualification-H.S.+Age-28+, Interview Date-07/12/23, Time-3 p.m. to 6 p.m. Contact No.-95479-22552, 98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

আলিপুরদুয়ার জং. -এ ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধারের কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০১-১২-২০২৩; নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ৬০-এপি-I-২০২৩; কাজের নাম: নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ- এডিইএন/II/ নিউ কোচবিহার -এর অধীনে নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ সেকশনে ব্যালাস্ট পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৮৯,৪৫,২৬৫/-; বায়না মূল্য : ₹ ১,৭৮,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস-২০২৩-কে-৩২, তারিখ: ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১: টেন্ডার নং.: এস-২০২৩-কে-৩২, কাজের নাম: সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি জং.-শিলিগুড়ি জং. (ইয়ার্ড লাইন)-টিটিআর (এফএসপিএস/সিএমএসসি)-৮ সেট (১:১২-৫ সেট এবং ১:৮-৩ সেট) এবং শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল)-এসইজে-৩৬ সেট -এর জন্য সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১৩,৪১,১১৪.০৬ টাকা; বায়না মূল্য: ২৬,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NITs for the project 'Carriage of Harvested 2023-24 produce' on behalf of the DM, Darjeeling Forest Corporation Division, WBFDCL as follows :

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
08/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.	06.12.2023	20.12.2023
09/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Panighata Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.		
10/DFCD/Timber Carriage/2023-24	Various felling sites of Bamanpokhari Range, Kurseong Division to Taipoo Depot.		

Details of NITs can be seen at www.wbtenders.gov.in and www.wbfdc.com

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবশেষে ৩১টি নতুন বাস এনবিএসটিসিতে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : নতুন ৩১টি বাস পেল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। চলতি মাসেই এই বাসগুলো তারা রাস্তায় নামাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে নতুন বাসের বেশিরভাগই দূরপাল্লা রুটের। প্রত্যেকটি বাসে ৫৫টি করে সিট রয়েছে। প্রত্যেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা।

সবমিলিয়ে এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, ৩১টি বাস এসেছে। সেগুলো চালানোর জন্য চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। তারসঙ্গে রেজিস্ট্রেশনও হচ্ছে।

উন্নত পরিষেবা

- প্রতিটি বাসে ৫৫টি সিট
- একেকটি বাসের মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা
- এর জন্য ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ

সবমিলিয়ে এখন এনবিএসটিসির কাছে রকেট, আইসার, এসি, জেএনএনইউআরএম, স্ট্যান্ডার্ড এই সমস্ত মিলে ৭১৬টির মতো বাস রয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০টি বাস রাস্তায় চলে। ১৫০টি বাস রিজার্ভে থাকে। ৪০টির মতো বাস চালানোর পরিস্থিতিতে নেই। সেগুলো কম সিটের হওয়ায় কোনও লোকাল রুটে চালালে ক্ষতি হয়। এই বাসগুলো শহরে চলবার জন্যই কেনা হয়েছিল। এদিকে ২০২০ সালে শেষবার এনবিএসটিসি ৬০টি ডিজেল বাস কিনেছিল। তারপর তিন বছর পর নতুন বাস কেনা হল। যে বাসগুলো নতুন এসেছে সেগুলো দূরপল্লালায় চালানো হবে। আর দূরপাল্লায় যে বাসগুলো এখন চলছে তা পুরোনো হওয়ায় লোকাল রুটে চালানো হবে। কোচবিহার ওল্ড বাসস্ট্যান্ডে এখন বাসগুলো রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, '১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলার জন্য বহু বাস বসে গিয়েছে। তাই সমস্যা চলছিল। এখন নতুন কিছু বাস আসায় তা কিছুটা মিটল। তবে আরও বাসের প্রয়োজন। বেশ কিছু সিএনজি বাস আগামী বছরের প্রথমে আসতে চলেছে।' এখন প্রতিদিন এনবিএসটিসির যাত্রীসংখ্যা রয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সেই হিসেবে মাসে ৪০ লক্ষ যাত্রী এই সংস্থার উপর নির্ভরশিল। প্রতি মাসে বর্তমানে প্রায় ১৫-১৬ কোটি টাকা উপার্জন হয়। তার পরেও নিগমের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি নিতে হয়। বেতনের ৯০ শতাংশ ভরতুকি দেয় রাজ্য। তবে আগের চাইতে আয় বেড়েছে।

প্রেমের টানে অসম থেকে শামুকতলায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৫ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব থেকেই শামুকতলার এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অসমের এক কিশোরীর। বাড়িতে বকা খেয়ে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী প্রেমের টানে অসম থেকে চলে আসে শামুকতলায়। ওই যুবক এখন কেরলে কাজ করছেন। কিশোরীর প্রেমিকের বাড়ির ঠিকানা আগে থেকেই জানা ছিল। তাঁদের বাড়িতে ওঠার পরেই যুবকের বাড়ির লোকজন সিনি এবং ভিলেজে লেভেল চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা শামুকতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ কিশোরীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় কিশোরীর বাড়িতে। তার বাবা এলেও কিশোরী বাড়িতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষপর্যন্ত তাকে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলবার।

ওই কিশোরী জানিয়েছে, তার দাদা মারধর করে নিয়মিত। বাবা-মা আদর করে না। সেই রাগে অভিমানে বাড়ি ছাড়ে কিশোরী। বাড়ি থেকে পালিয়ে গত রবিবার রাতে তার প্রেমিকের বাড়িতে চলে আসে। শামুকতলা থানার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার জগদীশ রায় বলেন, 'সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীটিকে তার দাদা মারধর করেছিল। মা-বাবাও আদর করত না। আমরা

হোমে কিশোরী

মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। আমরা ওর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করি। কোনওভাবেই মেয়েটি বাড়ি ফিরতে রাজি হয়নি। চাইল্ড হেল্প ডেস্কের পরামর্শে মেয়েটিকে কোচবিহারে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটি যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেটা দেখা হবে।'

মেয়েটির বাবা মেয়েকে মারধরের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'কাউকে না জানিয়ে মেয়ে এখানে চলে আসে। ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেও ফিরতে রাজি নয়।' কিশোরী অবশ্য বলে, 'আমি এখন বিয়ে করতে রাজি নই। আরও পড়তে চাই। বাড়ি ফিরলে মারধর করবে দাদা। তাই ফিরব না। হোম থেকে পড়াশোনা করব।' শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, মেয়েটি পড়াশোনা করতে চাইলে তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION
(A Statutory Corporation under the Government of West Bengal)
Amber, DD-27E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-64

The last date for submission of application for Scholarship under "Aikyashree" and other schemes for the session 2023-24 are revised and extended as follows :

Sl. No.	Name of the Scholarship Scheme	Date extended upto fresh renewal
1	Pre Matric	15.12.2023
2	Post Matric	15.01.2024
3	Merit-cum-Means	
4	SVMCM	
5	Post Matric Talent Support Programme (TSP)	

Sd/- OSD & EO Managing Director

Toll Free Number- 18001202130
Contact Number - 033-4004-7468/033-4004-7469
WhatsApp Number - 8017071714
ICA-N637(5)/2023

দাম বাড়াচ্ছে মারুতি

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : ভারতের বৃহত্তম যাত্রীবাহী গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানি মারুতি সুজুকির গাড়িগুলির দাম বাড়ছে। আর সেই নতুন দাম বলবৎ হবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে। কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও মারুতির গাড়িগুলির দাম বৃদ্ধির মাপকাঠি ঠিক হয়নি। জানা গিয়েছে, মডেল অনুযায়ী গাড়ির দামে বদল আসবে। কোম্পানি সূত্রে খবর, বর্তমানে অন্য সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় গাড়ির দাম বাড়াতে হয়েছে। তবে কোম্পানি চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব কমদামে বাজারে আনার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা দাম বাড়াতেই হয়েছে।

রাতভর দুই চোখের পাতা ফেলেননি ধুলিয়ানবাসী

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি, গুলি

অর্ণব চক্রবর্তী

ধুলিয়ান, ৫ ডিসেম্বর : সোমবার গভীর রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ধুলিয়ানে। লাগাতার বোমাবাজিতে কেঁপে ওঠে পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ড। চলে গুলিও। ওই ওয়ার্ডে সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া তৃণমূল কাউন্সিলার পারভেজ আলম পুতুলের বাড়ি লক্ষ্য করে মুড়িমুড়কির মতো পড়তে থাকে বোমা। গভীর রাতে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন ফরাক্কার এসডিপিও রাজপ্রীত সিং। তবুও পুলিশের সামনেই চলতে থাকে বোমাবাজি। দফায় দফায় পুলিশের টহলদারিতে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় দুষ্কৃতীদের। গভীর রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় বেশ কয়েকজনকে।

সারা রাত ধরে ধুলিয়ান পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই থমথমে পুরো এলাকা।

> **ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এই বোমাবাজি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। গ্রামে শান্তি ফেরানোর জন্য পুলিশ ব্যবস্থা নিক।**
> *– আজাদ আলি*
> *জেলা কমিটির সদস্য, সিপিএম*

ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য আজাদ আলির অভিযোগ, 'বর্তমান ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এই বোমাবাজি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। এই এলাকার মানুষজন কখনও এমন বোমাবাজি দেখেননি। আমরা চাই গ্রামে শান্তি ফেরানোর জন্য পুলিশ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বলেন, 'সকালে উঠে শুনলাম কিছু দুষ্কৃতী এলাকার কাউন্সিলার পুতুলের বাড়ি হামলা করেছে। যারা বোমাবাজি করেছে তাদের ধরেছে পুলিশ। আগামীদিনে পুলিশের এই ভূমিকা থাকলে ধুলিয়ানে বোমাবাজি বন্ধ করা সম্ভব হবে।'

এই ঘটনায় অভিযোগের তির ধুলিয়ান পুরসভার পুরপ্রধান ইনজামামুল ইসলামের দিকে। যদিও পারভেজ আলম তাঁর নাম উচ্চারণ না করে অভিযোগ করেন, 'আমি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই 'ওরা' পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা করতে চাইছিল। কাল সেটা করে দেখিয়েছে।'

ধুলিয়ান পুরসভার পুরপ্রধান ইনজামামুল ইসলামের সাফাই, 'বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে আমি শুনেছি। আমরা খতিয়ে দেখছি কে বা কারা জড়িত। প্রশাসনের ভূমিকাতে আমরা সন্তুষ্ট। ঠিক সময়ে পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ায় আমরা শান্তিতে রয়েছি।' জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায়ের দাবি, 'এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এখন পর্যন্ত পুরো ঘটনায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

সোমবার গভীর রাতে সংঘর্ষ হলেও এখনও এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। বোলাবাজিতে জখমও হয়েছেন দুই পক্ষের কয়েকজন। তৃণমূল নেতাদের ভয়ে এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে এলাকার মানুষের অনুমান, এই লড়াই তৃণমূলের দুই দাদার লড়াইয়ের ফল। সারাটা রাত বোমা বিস্ফোরণের শব্দে এলাকার মানুষ দুই চোখের পাতা এক করতে পারেননি। মঙ্গলবার সকালেও পুরো এলাকা ছিল কার্যত শুনসান। এলাকার রাস্তায় মানুষজনও ছিল কম।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার দাবি, এলাকা দখলের লড়াইয়ে প্রায়শই বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে পুরো মুর্শিদাবাদ জুড়ে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আহত হচ্ছে শিশুরাও। মুর্শিদাবাদের মানুষ যেন বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে।

বোল্লা রক্ষাকালীর ভাঙা মেলায় ভিড়। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

তৃণমূলের কনভেনশন

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল। ব্লকভিত্তিক সম্মেলন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের জননীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি জানিয়েছেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ডিসেম্বর জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর উত্তর মালদার ন'টি ব্লক ও দক্ষিণ মালদার দু'টি ব্লকে ব্লকভিত্তিক কনভেনশন হবে। ৮ ডিসেম্বর ফোয়ারা মোড় থেকে রথবাড়ি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও ১০০ দিনের কাজের টাকা বরাদ্দের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা হবে।' এদিকে, ২০ ডিসেম্বর হবিবপুরে আদিবাসী গুণীজনদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে।

প্রশ্নের মুখে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা

মাদক পাচারের করিডর গঙ্গারামপুর

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : গত ২৪ নভেম্বর গঙ্গারামপুরের নীলডাঙার একটি পেট্রোল পাম্প থেকে প্রায় তিরিশ হাজার বোতল নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার করে এসটিএফ, যার বাজার মূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গত শনিবার গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মজা পুকুর নেশার কাফ সিরাপের বোতল ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে নেশার কাফ সিরাপের বোতল। ঘটনায় চরম উদ্বেগে শহরবাসী। পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। তবে কী সীমান্তবর্তী গঙ্গারামপুর শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকা নেশার সিরাপের ব্যবসা ও পাচারের সেফ করিডর হয়ে উঠেছে? পিছনে কি প্রশাসনের পরোক্ষ মদত রয়েছে? শাসকদলের নেতারা কি এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত?

অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার জানান, 'নেশার কাফ সিরাপ উদ্ধারের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। মাদককারবারিদের দৌরাত্ম্য বাড়লে যুবসমাজ বিপথে চালিত হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শহরের অন্যত্র মাদক সেবনের নিরাপদস্থান হয়ে উঠেছে। পুলিশ প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ না করলে গঙ্গারামপুর মাদকের শহরে পরিণত হবে।'

প্রবীণ নাগরিক তথা কবি সুবোদ দে জানান, 'শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় মাঝেমধ্যে বিপুল পরিমাণে নেশার কাফ সিরাপ উদ্ধার হচ্ছে। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, শহরে একটা চক্র রীতিমতো সক্রিয়। মাদকচক্রীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে এই শহর ধ্বংসের পথে চলে যাবে।'

বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'গঙ্গারামপুর শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকা মাদক কারবারের স্বর্গরাজ্য। মাদকের পাশাপাশি চলছে আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার। শহরজুড়ে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। এই সব অসামাজিক কার্যকলাপ পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার কথা নয়। পাশে রয়েছে শাসকদলের একাংশ।'

পদ্ম শিবিরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তাঁর দাবি, বিজেপির অভিযোগ মিথ্যে। পুলিশ রীতিমতো সক্রিয়। তারা অভিযানে নামে বলেই উদ্ধার হচ্ছে গোছা গোছা নেশার কাফ সিরাপ। দলের কেউ এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত নয়। জেলা সভাপতির কথায়, 'পুলিশ প্রশাসনকে এক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যদি শাসকদলের কেউ জড়িত থাকে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলছি।'

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'নেশার কাফ সিরাপের কারবার রুখতে পুলিশ প্রশাসন নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। তাই উদ্ধার হচ্ছে গোছা গোছা কাফ সিরাপের বোতল। আগের থেকে তৎপরতা আরও বেড়েছে।'

তবে বিজেপির তোলা শাসকদলের যোগসাজশ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

১৮ বছর পায়ে বেড়ি, সামর্থ্য নেই চিকিৎসার

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : মোটা দড়ির একদিক বাঁধা বাড়ির পিলারের সঙ্গে। অপরদিকে বাঁধা এক যুবক। ওই যুবকের দুই পায়ে দড়ি বাঁধা থাকায় ঠিকভাবে নড়তে চড়তেও পারে না সে। একদিন দু'দিন নয়, টানা ১৮ বছর ধরে এই অবস্থাতেই রয়েছে সে।

কারণ, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। রাজমিস্ত্রি বাবার সামর্থ্য নেই বিপুল টাকা খরচ করে বাইরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর। তাই বাধ্য হয়েই বাবা দড়িবন্দি করে রাখেন ছেলেকে।

এমনই অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন হেমতাবাদের মাজদিয়া গ্রামের মানুষ। কারণ, দিন আনি দিন খাই পরিবারের নির্মাণ শ্রমিকের কাজে কর্মরত বাবা হাসিমুল হকের সেই সামর্থ্য কোথায়? ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন কুড়ি বছরের ছেলে মহম্মদ নসিবকে দড়িবন্দি হয়ে আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হয়।

নসিবের মা নেহার বেগম বলেন, 'ছাড়া পেলেই এদিক-ওদিক ছুটে যায়। ছেলের কষ্ট হয় জেনেও অন্তত নিজেদের চোখে চোখে রাখতে হাতে ও পায়ে দড়ি বেঁধে কখনও শিকলে আটকে রাখি। ওকে মাঝেমধ্যে রায়গঞ্জ ও বহরমপুর মানসিক রোগের চিকিৎসক দেখিয়ে চিকিৎসাও করিয়েছি। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব সেই ক্ষমতা নেই। ওর বাবা রাজমিস্ত্রির হেলপারের কাজ করে। যেটুকু রোজগার, তাতে সংসার চালাতে জেরবার হতে হয়।'

> **ওকে আটকে রেখে খাওয়াই। চিকিৎসার জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাইনি। কেউ যদি সাহায্যের হাত বাড়াতেন, তাহলে হয়তো ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। ছেলেকে এইভাবে দেখতে কোনও মায়ের কি ভালো লাগে?**
> *– নেহার বেগম, মা*

অসহায় মা আরও বলেন, 'দুই বছর বয়স থেকে ওর মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করি। তিন বছর বয়স থেকে তা আরও বাড়তে থাকে। সেই সময় ওকে বেঁধে রেখে চিকিৎসা করানো হত। কিন্তু ছেলেটা স্বাভাবিক হল না। ওকে আটকে রেখে খাওয়াই। চিকিৎসার জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাইনি। কেউ যদি ওর ভালো চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতেন হয়তো ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। ছেলেকে এইভাবে দেখতে কোনও মায়ের ভালো লাগে কি?'

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'ওই যুবককে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখিয়ে ব্যবস্থা করা যাবে। যদি স্থানীয়ভাবে চিকিৎসায় কোনও কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে ওকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যাপারে নিয়ে যেতে পারে।'

কুড়ি বছরের মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের দুপুরে দুই পায়ে ও দুই হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা, দাগ বসে গিয়েছে। পরিবারের দাবি, মাঝেমধ্যেই দড়ি কেটে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। দুই থেকে তিন দিন বছর আগে একবার দড়ি খুলে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। খুঁজে নিয়ে আসতে প্রায় কালঘাম ছুটে ছিল। হেমতাবাদের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখর রায় বলেন, 'মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবককে শেকল বেঁধে রাখার কথা জানতাম না। শীঘ্রই এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।' তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্যা মোকলেমা খাতুনের আশ্বাস, 'বিষয়টি বিডিওকে জানানো হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে শীঘ্রই।'

অ্যাকাউন্টে জমা করতেই হাওয়া দু'লক্ষ টাকা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৫ ডিসেম্বর : অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতেই মুহূর্তের মধ্যে সেই টাকা উধাও। কীভাবে কোথায় সেই টাকা উধাও হল তার কোনও খোঁজ না পেয়ে ভেঙে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবদুর রশিদ।

কুশমণ্ডি ব্লকের পানিশালা গ্রামে আবদুর রশিদের বাড়ি ও ব্যবসা। তিনি জানান, 'কয়েকদিন ধরে মোবাইলে বেশ কিছু নম্বর থেকে আমাকে নানাভাবে ডিস্টার্ব করছিল। কখনও ফোন করে জানাচ্ছিল, পোস্ট অফিসে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সংগ্রহ করে নিন। তবে একবারও কেউ কোনও ওটিপি চায়নি। আমিও দিইনি। ফেইক কল বুঝতে পেরেই দ্রুত ফোন কল কেটে দিতাম। দু'দিন আগে কুশমণ্ডিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে গিয়ে আমার অ্যাকাউন্টে এক লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জমা করি। ব্যাংক থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে পানিশালা গ্রামে বাড়ি ফিরে আসার আগেই মোবাইলে মেসেজ আসে, অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ ৯০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি দ্রুত ব্যাংকে ফিরে যাই। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এরপর ব্যাংকে লিখিত অভিযোগ জানাই। টাকা উদ্ধার করতে না পারলেও আমার টাকা কোথায় গিয়েছে, সেই তথ্য ব্যাংক দেবে বলে জানিয়েছে। তবে এর জন্য সময়ও লাগবে।'

এই ঘটনায় বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছেন রশিদ সাহেব। তবে এখনও তাঁর টাকা উদ্ধার হয়নি।

থমকে লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র তৈরির কাজ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৫ ডিসেম্বর : ২০ বছর আগে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার লোকসংস্কৃতির চর্চার পীঠস্থান হিসেবে প্রশাসন বেছে নিয়েছিল কুশমণ্ডি সংলগ্ন ঊষাহরণ গ্রামকে। স্থানীয় এক লোকশিল্পীর দান করা জমিতে স্থায়ী মঞ্চ সহ হলঘর তৈরির জন্য এগিয়ে আসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ। শুরু হয়েছিল একটি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র তৈরি করার কাজ। ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে কাজ শুরু হলেও সেই কাজ আর শেষ হয়নি । এনিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে লোকশিল্পীদের মধ্যে। সরকারি টাকা অপচয় সহ লোকশিল্পীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন অজস্র লোকশিল্পী।

দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সভাপতি খুশি সরকার বলেন, 'লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের কাজ শেষ না করার অর্থই হচ্ছে লোকশিল্পীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করা। চর্চাকেন্দ্রে অভিনয় করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করে অনেক লোকশিল্পী মারা গেলেন, অথচ কাজ শেষ হল না।' প্রবীণ লোকশিল্পী আকুলবালা সরকার আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, 'চর্চাকেন্দ্র করার যদি ইচ্ছেই না থাকে তাহলে কেন সরকার এত টাকা এখানে নষ্ট করল।' জমিদাতা লোকশিল্পী পরিমল রায় বলেন, 'জমি দিয়ে ভুল হয়েছিল। সেটা এখন বুঝতে পারছি। বাম আমলে তৈরি ওই লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের কাজ কেন এখনও শেষ হচ্ছে না এর সঠিক প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায়নি। গত ২০ বছরে অসমাপ্ত ওই চর্চাকেন্দ্র দেখতে কতবার প্রশাসনের আধিকারিকরা এসেছেন তার হিসেব করাও কঠিন।'

> **অভিনয় করার ইচ্ছে নিয়ে মৃত্যু অনেক শিল্পীরা**

লোকশিল্পীদের প্রশ্ন, বাম আমলের অসমাপ্ত কাজ তৃণমূলের আমলে যদি শেষ করতে কোথাও বাঁধা হয়ে থাকে, সেটাও কেন স্পষ্ট করছে না প্রশাসন?

তবে এর মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের বর্তমান সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার। তিনি আশ্বাস দেন, 'জেলা পরিষদ ওই চর্চাকেন্দ্রের কাজ কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ করবে। জানালা দরজা খুলে নিয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। মঞ্চের পাটাতন নেই। ছাদের অ্যাসবেস্টার দিয়ে জল পড়ে বর্ষায়। আর এখন বাসা বেঁধেছে চামচিকা। ভূতুড়ে বাড়ির উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছেন এলাকার মানুষ।'

গয়না ও নগদ টাকা চুরি

মানিকচক, ৫ ডিসেম্বর : কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি। বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা ভাঙা। আলমারি খোলা। সোনা, রূপোর গয়না, নগদ টাকা, কাঁসার বাসন ও আরও কিছু মূল্যবান জিনিস উধাও। নেই দেওয়ালের টিভিটাও। বাড়িতে যে চুরি হয়েছে বুঝতে সময় লাগেনি মালিকচকের চৌকিমিরদাদপুর অঞ্চলের চৌধুরীপাড়ার প্রদীপ চৌধুরীর। মঙ্গলবার ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চোরেদের শাস্তি ও চুরির জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশকে আবেদন জানিয়েছেন প্রদীপবাবু।

টোটো ও ট্র্যাক্টরের সংঘর্ষে আহত ৯

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : টোটোর সঙ্গে মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টরের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুই শিশু সহ ৯ জন। সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন গ্রামীণ সড়কের উপর। ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় টোটোটি। জখমেরা রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে পড়ে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। জখমদের মধ্যে দশ বছরের এক নাবালক ও চার বছরের শিশুকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছে কর্তব্যরত শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ।

জখমদের নাম মালা রায়, পিংকি দাস, মলয় দাস, দীপ রায় সহ ৯ জন। পুলিশ ঘাতক ট্র্যাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। চালক পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, ঝিটকিয়া থেকে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে গ্রামীণ সড়কের উপরে পেছন দিক থেকে একটি ট্র্যাক্টর এসে সজোরে ধাক্কা মারলে টোটোটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজে স্থানীয়রা ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

দুর্গন্ধ এড়াতে স্থায়ী সমাধান কালিয়াগঞ্জে

কালিয়াগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে দুর্গন্ধ এড়াতে মঙ্গলবার স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটল কালিয়াগঞ্জের ভেলাইয়ের একটি বেসরকারি মুরগির ডিম উৎপাদন কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ। এদিন দুপুরে অনন্তপুরের ভেলাইয়ের একটি জলপাই বাগানে কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের উপস্থিতিতে আলোচনায় বসেন ভেলাইয়ের গ্রামবাসীরা। এদিন পুলিশ প্রশাসনের তরফে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি সুবল ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সন্দীপন দে, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার প্রমুখ। কারখানার মালিক পক্ষ দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে লিখিত আশ্বাস দিলে স্থানীয়রা তা মেনে নেন।

স্থানীয় রূপা মহন্তর বক্তব্য, 'আমরাও চাই কারখানায় কর্মসংস্থান হোক। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর ধরে ফার্মের মুরগির মলের গন্ধে অতিষ্ঠ।'

কারখানার মালিক পার্থপ্রতিম চৌধুরী বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। তবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

কলেজে নবীনবরণ

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট কলেজের ইতিহাস বিভাগে নবীনবরণ উৎসব হল। এদিন প্রবীণ পড়ুয়ারা চলতি শিক্ষাবর্ষের নতুন পড়ুয়াদের বরণ করে নেন। পাশাপাশি তাঁদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবার্তা জানানো হয়।

এদিন ফিতে কেটে নবীনবরণ উৎসবের সূচনা করেন বালুরঘাটের প্রাক্তন সাংসদ তথা বালুরঘাট কলেজে পরিচালন সমিতির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ। অনুষ্ঠানে সিনিয়ার, জুনিয়ার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজ কুণ্ডু, কলেজের প্রাক্তনী তথা বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ প্রমুখ। নতুনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

গঙ্গারামপুরে বিষপানে যুবকের মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : বিষপানে মৃত্যু হল এক যুবকের। পরিবারের দাবি, মায়ের ওপর অভিমান করে বিষপান করে ওই যুবক। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম চিন্ময় মাহাতো (২৪)। বাড়ি বংশীহারী থানার বদলপুর ভাইওর গ্রামে। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমেছে।

মৃতের পরিবারের দাবি, কিছুদিন আগে হাত ভেঙে যায় চিন্ময়ের। সেই সময় তাঁকে স্থানীয় এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থও হন তিনি। এরপর সব ভালোই চলছিল। হঠাৎ একদিন আবার কবিরাজের কাছে যাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা হয় চিন্ময়ের। এরপরই গত রবিবার বিষপান করেন তিনি। বিষয়টি পরিবারের লোকজনের নজরে আসে। তারপর তড়িঘড়ি তাঁকে রসিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হয়। তারপর চান্ময়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন এদিন ওই যুবকের মৃত্যু হয়।

পদোন্নতি দাবি

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত কর্মীদের পদোন্নতির দাবিতে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের (পশ্চিমবঙ্গ) উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি। মঙ্গলবার দুপুরে সংগঠনের তরফে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুযশ মুখার্জি বলেন, 'উত্তর দিনাজপুরে অনেক ট্যাক্স সংগ্রাহক আছেন, যাঁরা পঞ্চায়েত কর্মী হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তাই তাঁদের পদোন্নতি আটকে রয়েছে। ওই ট্যাক্স সংগ্রাহকদের অনেকের বয়স ইতিমধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে। অনেকে আবার মারাও গিয়েছেন। পঞ্চায়েত কর্মীদের অনেকেরও পদোন্নতি আটকে রয়েছে। তাই আজ ডেপুটেশন দিলাম।'

কলেজের পাশে প্রাক্তনী সমিতি

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭৫ বর্ষপূর্তি পালন করছে বালুরঘাট কলেজ। ২০ ডিসেম্বর থেকে ২২ পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে। সেই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালন করতে এগিয়ে এল কলেজের প্রাক্তনী সমিতি।

মঙ্গলবার দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির সভাপতির হাতে তাঁরা ৭০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। প্রাক্তনী সমিতি কলেজের বিভিন্ন বিভাগে যন্ত্রপাতি, একাধিক মূল্যবান বই দিয়েছেন। মালঞ্চায় তারা টিউবওয়েল বসানো, সচেতনতামূলক প্রচার, স্বাস্থ্য শিবির সহ একাধিক কাজ করছে। কলেজের এক ছাত্র আইআইটি মুম্বইয়ে সুযোগ পেয়েছেন। আর্থিকভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াতে প্রাক্তনী সমিতি ৫০ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। প্রাক্তনী সমিতিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ কুণ্ডু। প্রাক্তনী সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস নন্দীর বক্তব্য, 'প্লাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুস্মিতা পাত্র আসছেন। তার সাম্মানিক বাবদ আমরা ৭০ হাজার টাকার চেক কলেজের হাতে তুলে দিয়েছি।'

দিল্লির অধিবেশনে চর্চায় চাকরিসংকট

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দিল্লিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৬৯তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে অংশ নিতে রওনা দিলেন শিক্ষার্থীরা। দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে এই অধিবেশনে চলবে ৭ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উপস্থিত থাকবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সোমবার রাতে মালদা টাউন স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৫ জন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকেই এবিভিপি প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন। ১৫০ জন কর্মী উত্তরবঙ্গ থেকে রওনা দিয়েছেন। যেখানে অনেক নেতৃত্ব মূল মঞ্চে থাকবেন। তাঁরা উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য অতনু দাস জানান, 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেও অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। নিয়োগ ক্ষেত্রে ঘুষের রমরমা। পড়ুয়ারা হতাশ হয়ে পড়ছেন। দৈনিক ১০০ টাকার সিভিক অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখা যাচ্ছে। শূন্যপদে নিয়োগ না করে একটা অচলাবস্থা তৈরি করে রাখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থীদের জ্বলন্ত সমস্যা সেখানে তুলে ধরব আমরা।'

মালদার রেশমগুটি যাবে চিনে, ঘোষণা জেলা শাসকের

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : মালদার রেশম শিল্পে বিপ্লব আনতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। জেলার পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং রেশমশিল্পীদের স্বনির্ভর করতেই এই উদ্যোগ বলে খবর।

প্রাচীন আমলের কাঠের ঘাই আর নয়, রেশম সুতো উৎপাদনের জন্য কালিয়াচকে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন। এই মেশিনের সুতো বিশ্ববাজারে অন্যান্য দেশকে টেক্কা দিতে পারে। বিশ্বের বাজার থেকে চিনের দাদাগিরি ঘোচাতে কালিয়াচকের রেশমচাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত রেশমগুটি এবার চিনের বাজারে পাঠানো হবে বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই জেলার রেশমের জিআই ট্যাগ পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। রেশম শিল্পকে চাঙ্গা করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। জেলার রেশম সুতো রপ্তানি করার জন্য কয়েকটি রপ্তানিকারক সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখানকার রেশমগুটি চিনের বাজারে পাঠানো হবে। বিদেশে রেশমগুটি রপ্তানি করা গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসবে। এই শিল্পেরও কদর বাড়বে। জেলার রেশম শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের এই তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রেশমশিল্পীরা। এই শিল্পের সঙ্গে মহিলাদেরও যুক্ত করা হচ্ছে। তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১১টি কেন্দ্রে আধুনিকমানের রেলিং মেশিনে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করা হলে তাঁরা আর্থিক স্বনির্ভরও হতে পারবেন।

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'জেলার রেশম শিল্পকে চাঙ্গা করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখানকার রেশমগুটি চিনের বাজারে রপ্তানি করার চিন্তাভাবনা চলছে। এনিয়ে কয়েকটি রপ্তানিকারক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তারা চিনের বাজারে জেলার রেশমগুটি রপ্তানি করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই উদ্দেশ্য সফল হলে জেলার রেশম শিল্প সমৃদ্ধ হবে।'

উল্লেখ্য, একসময় কালিয়াচকের প্রতিটি বাড়িতেই রেশম চাষ করা হত। রেশমগুটি থেকে সুতো উৎপাদনের রমরমা কারবারও চলত। কিন্তু ভ্রান্ত সরকারি নীতির ফলে চিন, কোরিয়া সহ বিভিন্ন দেশের রেশম সুতো ভারতের বাজারে ছেয়ে যায়। মার খায় কালিয়াচকের রেশম সুতো। মুনাফা না হওয়ায় চাষিদের অনেকেই বিভিন্ন কাজে ঝুঁকে পড়েন। ধুঁকতে থাকে জেলার রেশম শিল্প।

রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলছেন, 'জেলার রেশম শিল্পকে বাঁচাতে মধুঘাটে একটি সিল্ক পার্ক তৈরি করা হয়েছে। জেলার রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য রাজ্য সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। জেলা প্রশাসন সেই প্রক্রিয়া শুরুও করেছে। আশা করছি, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদার রেশম শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়াবে।'

'সাইবার জাদু'র শিকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

অ্যাকাউন্ট থেকে সাফ ৩ লক্ষাধিক

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৫ ডিসেম্বর : সাইবার জাদুর শিকার এবার ৮০ বছরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও কয়েক লক্ষ টাকা। টাকা উধাওয়ের খবরে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অশীতিপর ওই শিক্ষক। সদ্য স্ত্রীকে হারিয়েছেন। সেই শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েবের খবর সেই ক্ষতকে আরও গভীর করল। মঙ্গলবার তিনি চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানা থেকে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মালদা সাইবার থানার সঙ্গে যোগাযোগের।

সাইবার প্রতারণার শিকার চাঁচলের অরবিন্দপল্লির বাসিন্দা দুর্গাপ্রসাদ তরফদার। গত ২৩ নভেম্বর ওনার মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোনের ও প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে ব্যাংক কর্মীর পরিচয় দেন। বৃদ্ধ শিক্ষককে বলেন, ওনার প্যান কার্ডের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করতে হবে। তাই, এটিএম কার্ডের নম্বরের প্রয়োজন। মোবাইলে ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) গেলে সেই ওটিপি নম্বরটাও জানিয়ে দিতে হবে। বৃদ্ধ শিক্ষক সরল বিশ্বাসে ওই ব্যক্তিকে তাঁর এটিএম কার্ডের নম্বর দিয়ে দেন। কিছুক্ষণ বাদে আসে ওটিপি। ফোনের ওপ্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে তিনি ওই ওটিপি নম্বরও দিয়ে দেন। তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়েছে, সেটা বৃদ্ধ বুঝতে পারেন অনেক বাদে। মঙ্গলবার ছেলেকে নিয়ে দুর্গাপ্রসাদ তরফদার গিয়েছিলেন ব্যাংকে। পাসবই আপডেট করার পর দেখেন অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও তিন লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। কার্যত মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। পাসবইতে দেখেন ওই পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছে মোট পাঁচ দফায়। বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের আর বুঝতে বাকি ছিল না, ২৩ নভেম্বর তাঁকে যে ব্যক্তি ফোন করে প্যান–আধার লিংক করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে আসলে প্রতারক। ব্যাংক থেকে যান চাঁচল থানায়। সেখানে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রতারিত বৃদ্ধ দুর্গাপ্রসাদ তরফদার বলেন, 'কিছুদিন আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মন ভারাক্রান্ত। ফোন সম্বন্ধে অতটা বুঝি না। ভেবেছিলাম, ব্যাংকের কাজ যদি ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই হয়ে যায়, তাহলে কাজটা করতে অসুবিধে কোথায়। বুঝলাম কী সর্বনাশ হয়েছে। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়েছিলাম। পুলিশের কাছে আর্জি, আমার শ্রমের টাকা তারা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক। আমি আর কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।'

প্রশ্ন উঠছে জেলাজুড়ে যখন এত সাইবার প্রতারণা বাড়ছে তখন কেন মানুষ সচেতন হচ্ছে না? কেনই বা এই প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডাদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ? কোথা থেকে চলছে এই প্রতারণা?। এর সঙ্গে কারাই বা যুক্ত? এই প্রসঙ্গে এক ব্যাংক আধিকারিক বলেন, 'আমরা গ্রাহকদের বহুবার সচেতন করেছি। বারবার বলা হয়েছে, ব্যাংক ফোন করে কখনোই কারোর কাছে ওটিপি চায় না। ওটিপি কেউ চাইলেও যেন না দেওয়া হয়। এরপরেও কিছু মানুষ একই ভুল করছে। প্রতারকেরা টার্গেট তাদের করছে, যারা এখনও এই গোটা বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি।

> **কিছুদিন আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মন ভারাক্রান্ত। ফোন সম্বন্ধে অতটা বুঝি না। ভেবেছিলাম, ব্যাংকের কাজ যদি ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই হয়ে যায়, তাহলে কাজটা করতে অসুবিধে কোথায়। তারপর বুঝলাম কী সর্বনাশ হয়েছে।**
> দুর্গাপ্রসাদ তরফদার প্রতারিত বৃদ্ধ

তিন মাস পেনশন না পেয়ে বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : তিন মাস ধরে রায়গঞ্জ পুরসভার অবসরপ্রাপ্তরা পেনশন পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন না গ্র্যাচুইটি। ফলে পরিবার নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। পেনশন ও গ্র্যাচুইটির দাবিতে এদিন রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যাল পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা রায়গঞ্জ পুরসভা প্রাঙ্গণে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। প্রায় ৫০ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এদিন অবস্থানে বসেন। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সমরেশপ্রসাদ ঘোষ বলেন, 'আমরা ৩ মাস ধরে পেনশন পাচ্ছি না, গ্র্যাচুইটি পাচ্ছে না অনেকে। পুরসভার কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার আবেদন জানিয়েও কিছুই মিলছে না। তাই আজ অবস্থানে বসেছি।' শুধু তাই নয়, অস্থায়ী কর্মচারীরা তাদের বেতন পাচ্ছেন না। শীঘ্রই পেনশন না মিললে পরিবার নিয়ে পুরসভার সামনে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

> **পুরসভার আর্থিক অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে তাতে পেনশন দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওঁদের আন্দোলন সঠিক। আমরা চেষ্টা করছি পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার।**
> সন্দীপ বিশ্বাস পুর চেয়ারপার্সন

অন্যদিকে, পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'পুরসভার আর্থিক অবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে তাতে পেনশন দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওঁদের আন্দোলন সঠিক। আমরা চেষ্টা করছি পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার।'

তাঁর সংযোজন, 'পুর নগরোন্নয়ন দপ্তর পেনশনার্সদের মাত্র ৫৫ শতাংশ টাকা দেয় এবং পুরসভাকে দিতে হয় ৫৫ শতাংশ টাকা। ৩১ জুলাই ২০১৬ সালে আমাদের স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৭১ জন এবং পেনশনার্সদের সংখ্যা ছিল ১০৫ জন। ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত যদি দেখি তবে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৮৬ জন এবং পেনশনার্সদের সংখ্যা ১৬৭ জন। ফলে একটা চাপ এসে পড়েছে।'

শিশু উদ্যান এখন নেশারুদের ঠেক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : একে নির্বাচিত বোর্ড নেই, তার সঙ্গে যুক্ত অর্থাভাব। এই জোড়া ফলায় বিদ্ধ রায়গঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সুদর্শনপুর শিশু উদ্যানটি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশই জীর্ণ এবং শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জামগুলি বিকল হয়ে পড়েছে। সকাল হলেই শিশু উদ্যানটি স্থানীয়দের জামাকাপড় শুকনোর জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যা হলেই শিশু উদ্যানে ভিড় জমায় বহিরাগত নেশাখোর যুবকরা। ধীরে ধীরে শিশুদের খেলাধুলোর উপযুক্ত পরিবেশ হারিয়ে ফেলছে এই উদ্যান।

২০২০ সালের ১৫ অগাস্ট শিশু উদ্যানটি নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই শিশু উদ্যানটির বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। যদিও এজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু অসচেতন মানুষকে দায়ী করেছেন। অভিযোগ, শিশু উদ্যানটি আর শিশুদের নেই, যুবকরা নিজেদের মতো ব্যবহার করেন। সন্ধ্যা হলেই নেশাখোর যুবকেরা ভিড় করে পার্কে। তাদের মাতলামির জন্য দামি দামি খেলার সরঞ্জামগুলি বিকল হয়ে পড়েছে। এদিকে পার্কের খেলনাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রণি, গণেশ, রানি, কার্তিকের মতো ছোট ছোট শিশুদের মন ভালো নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল রায়ের দাবি, 'পুরসভা যদি ঠিকমতো দেখভাল করত তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত পার্কটি এত তাড়াতাড়ি এমন হত না। সকাল হলেই পার্কটি চলে যাচ্ছে জামাকাপড়ের দখলে। আর সন্ধ্যা হলেই চলে যায় বহিরাগত যুবকদের দখলে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।' লক্ষ্মী বর্মন নামে আরেক বাসিন্দা জানান, 'শিশুদের জন্যে এই এলাকায় সুন্দর একটি উদ্যান তৈরি হওয়ায় খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখন শিশু উদ্যানটি শিশুদের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

ইউনিট পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য জেলায় ইভিএম মেশিনের জন্য ১ হাজার কন্ট্রোল ইউনিট হায়দরাবাদ থেকে এসেছে। মঙ্গলবার থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেগুলির চেকআপ চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন গোডাউনের চারিদিকে পুলিশ ও দমকলকর্মীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, এর আগে একবার চেকআপ হয়েছে। সেই সময় দেখা গিয়েছে অনেক সিইউ খারাপ। তাই এক হাজার নতুন সিইউ এসেছে। সেগুলো চেকআপ এদিন থেকে শুরু করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর কমিশনিং হবে, সেই সময় ব্লকভিত্তিক চেকআপ হবে।

অপহরণ ধৃত

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : এক নাবালিকাকে অপহরণ করে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ওই যুবকের বাড়ি বালুরঘাটের অযোধ্যায়। সোমবার পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

e-TENDER NOTICE

e-Tender are hereby invited by the Prodhan of Boroi Gram Panchayat for execution of **40 (Forty) Nos. of Schemes under 15th FC & BEUP vide. NIT No. MLD / HCPUR-1/BGP/14/2023, Dated - 05.12.2023 to MLD / HCPUR-1/BGP/16/2023, Dated - 05.12.2023.** Details are available in the office of the undersigned & log on to of website **www.wbtenders.gov.in**

Last date of online dropping : upto 19.12.2023 (up to 5:00 PM)

Sd/-
Prodhan
Boroi Gram Panchayat
Harishchandrapur –I P.S, Malda

TENDER NOTICE

E-NIeT No -: NIET-04(e)/ EO/Chl-II/P.S of 2023-2024, Dated - 30/11/2023,

Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement web site **www.wbtenders.gov.in** . Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity
Malatipur, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১, তারিখ ২৮.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেল, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্ন-লিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫১। কাজের নাম ঃ** মালদা টাউন–কোচিং ট্রেনগুলির জন্য স্টেবলিংয়ের সুবিধা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,২৯,৬৬,৩১৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/জি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-93/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩, তারিখ ২৯.১১.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৩। কাজের নাম ঃ** এডিইই/টিআরডি/জামালপুর-এর অধিক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের জামালপুর–কিউল শাখায় ধরহরা–মাসুদান স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭২.৩৮৬তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ২০; মাসুদান–অভয়পুর স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭৯.১৮৩তে ২৪; কাজরা–ইউএক্সএন স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯১.২০৭তে ৩১; ইউএক্সএন–ধনৌরি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৯৭.৬০৪তে ৩৩; এবং মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত ভাগলপুর–দুমকা শাখায় বরাহাট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪৪.৬৯২তে লেভেল ক্রসিং গেট নং ৩০; বরাহাট–বাঙ্কা স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০৬.৪১৪ ও ১০৬.৯৮৩তে ৪১ ও ৪২; গোনুধাম হল্ট–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১০.৮৭৫তে ৭; টিকানি–হাটপুরাইনি হল্ট স্টেশনের মধ্যে কিমি ১৩.৫৯৮তে ৯-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬৪,৪৮,১৬১.২০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-95/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৫৫, তারিখ ০২.১২.২০২৩-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২ ১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি থাকা নামী সংস্থা/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-০৫৫। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে টিআরআর, সিটিআর এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ট্র্যাক নবীকরণ সংক্রান্ত কাজে টিআর-ডি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৬৩,৪২২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৩ থেকে ২৬.১২.২০২৩-এ বিকাল ৪টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। উক্ত ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-97/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ছাতরা ও মুরারই-এর মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য হাওড়া ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট শাখায় ছাতরা - মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনের জন্য প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ- ● **বাতিলঃ আপ অভিমুখেঃ হাওড়া থেকেঃ** (১) **১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস,** (২) **১৩০৩১ হাওড়া - জয়নগর এক্সপ্রেস,** (৩) **১৩০২৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ হাওড়া - গয়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩) এবং **শিয়ালদহ থেকেঃ** (৫) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার জং. কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩)। **ডাউন অভিমুখেঃ হাওড়ার দিকে ঃ** (১) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস,** (২) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস,** (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** এবং (৪) **১৩০২৩ গয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস** (সবক্ষেত্রে যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। এবং **শিয়ালদহের দিকে ঃ** (৫) **১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩)। ● **পথ পরিবর্তনঃ আপ অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) ও **১২৩৪৫ হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৭৫ শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১৩১৭৩ শিয়ালদহ - আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১৩১৪৭ শিয়ালদহ - বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৪৩ শিয়ালদহ - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত), **১২৩৬৩ কলকাতা - হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২, ১৪, ১৬, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৬১ কলকাতা - বালুরঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১.১২.২০২৩), **১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১, ১৩, ১৫, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩), **১২৩৭৭ শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৩) এবং **১৩১৮১ কলকাতা - শিলঘাট কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গীপুর রোডে স্টপেজসহ নৈহাটী লিংক কেবিন - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - গুয়াহাটি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০, ১৫, ১৬ এবং ১৭.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে) এবং **১৫২২৭ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস** (১৫.১২.২০২৩ তারিখে আন্দুল থেকে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৪) **১২৫০৭ ত্রিবান্দ্রাম - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০৩ বিবেক এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৩ সেকেন্দ্রাবাদ - গুয়াহাটি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৫টা ৫১ মিনিটে ছাড়বে), **১২৫১৫ কোয়েম্বাটুর - শিলচর এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১২.১২.২০২৩ ও ১৯.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে ছাড়বে), **২২৫০১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ছাড়বে) এবং **২২৫১১ লোকমান্য তিলক (টি) - কামাখ্যা করমভূমি এক্সপ্রেস** (আন্দুল থেকে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ছাড়বে) হাওড়া - ব্যান্ডেল - নবদ্বীপ ধাম - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ - জঙ্গিপুর রোডে স্টপেজসহ আন্দুল - হাওড়া - ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **ডাউন অভিমুখেঃ** (১) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩ তারিখ পৌঃ সকাল ০৯টা ০৫মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ-ব্যান্ডেল-কাটোয়া হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (মালদা টাউন থেকে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে), **১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৭৪ আগরতলা - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ বেলা ১২টা ২৫ মিনিটে), **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সকাল ৮টায়), **১৩১৪৮ বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ রাত ১০ টা ২০ মিনিটে), **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে), **১৩১৬০ যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১২, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ রাত ৮টা ০৫ মিনিটে), **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ রাত ১২টা ৪০ মিনিটে) এবং **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৫, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে) এবং **১৩১৮২ শিলঘাট - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ ও ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সকাল ৬টা ২০ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপধাম - ব্যান্ডেলে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিঙ্ক কেবিন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১২৫১৪ গুয়াহাটি - সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৪.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে), **১২৫০৮ শিলচর - ত্রিবান্দ্রম অরোনাই এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১২৫০৪ আগরতলা - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১৩, ১৭ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে), **২২৫১২ কামাখ্যা - লোকমান্য তিলক (টি) করমভূমি এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০.১২.২০২৩ ও ১৭.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সকাল ০৭টা ৩৫ মিনিটে), **১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮ এবং ১৯.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে), **১৫২২৮ মুজাফফরপুর - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১১.১২.২০২৩ এবং ১৮.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টা ০৫ মিনিটে), **১২৫১৬ শিলচর - কোয়েম্বাটুর এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৩.১২.২০২৩ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) এবং **২২৫০২ নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (মালদা টাউনে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে) জঙ্গিপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়াতে স্টপেজসহ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - নবদ্বীপ ধাম - ব্যান্ডেল - হাওড়া - আন্দুল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ● **পুনঃনির্ধারণঃ** (১) **১৩৪১৭ আপ দীঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** দীঘা থেকে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে ১৫.১২.২০২৩ তারিখে ভোর ০৩টা ৩০ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। (২) **১৩৪২৫ ডাউন মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** মালদা টাউন থেকে ১৬.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১২ টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/ শেষ/বাতিলঃ** (১) **০৫৪০৬ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে এবং **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। **০৫৪০৭ রামপুরহাট - গয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) **০৫৪০৮ জামালপুর - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল** ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জ থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত বাতিল থাকবে ও **০৫৪০৫ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৩) **০৩০৮৪ রামপুরহাট - কাটোয়া এক্সপ্রেস স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে (০৩০৮৪ আজিমগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত চলবে)। (৪) **০৩০৯৩ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৫) **০৩০৮৮ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৬) **০৩০৮৭ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৭) **০৩০৯৪ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৮) **০৩০৬৮ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** আজিমগঞ্জ এবং কাটোয়ার মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (৯) **০৩০৬৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** কাটোয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১০) **০৩৪০৭ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং সাহেবগঞ্জের মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১১) **০৩৪০৮ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** সাহেবগঞ্জ এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১২) **০৩৪১১ রামপুরহাট - বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** রামপুরহাট এবং বারহারওয়ার মধ্যে ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। (১৩) **০৩৪১২ বারহারওয়া - রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার স্পেশাল** বারহারওয়া এবং রামপুরহাটের মধ্যে ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

১৯৫৬ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন সংবিধানের অন্যতম রূপকার বিআর আম্বেদকর।

বিশিষ্ট অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ২০২০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বুধবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

ঝোপ বুঝে কোপ

কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে, এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে বিরল। সেরকম ঘটনার সাক্ষী হল সংসদ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিতই বললেন না, সরকারের শীর্ষস্থানীয়রা জেলে যেতে পারেন বলেও আভাস দিলেন। বাংলার বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী যে ভাষায় তৃণমূল সরকারকে, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর বলে, ধর্মেন্দ্র প্রধান কার্যত তাতে সিলমোহর দিলেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে।

সংসদে কোনও রাজ্য সরকার সম্পর্কে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সমালোচনা নিঃসন্দেহে বেনজির। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মেন্দ্রর উক্তিকে 'কদর্য রাজনীতি' ও 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন' বলে উড়িয়ে দেওয়া ও তাচ্ছিল্য করতে চেয়েছেন বটে। তাতে সমালোচনার ধার ও অভিঘাত বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং জনমনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সংসদে সরব হতে গিয়েছিলেন সুদীপ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জবাবে যা বলেছেন, তাকে বাংলায় বলা যায়, 'থোঁতা মুখ ভোঁতা করা।'

বঞ্চনার অভিযোগকে আমল না দিয়ে উলটে তিনি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বণ্টনে তোলাবাজি, কাটমানি, পার্টিবাজি ইত্যাদি অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে। বাংলার সরকারের চরিত্র বোঝাতে রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীর জেলযাত্রার উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সরকারের নেতৃত্বও জেলে যেতে পারে। সেই ভয়ে সুদীপরা এসব বলে লোকসভার সময় নষ্ট করছেন বলেও মন্তব্য করেছেন ধর্মেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই পদক্ষেপ বাংলার বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাবে সন্দেহ নেই। অন্য কোনও বিষয়ে হাওয়া তুলতে তেমন সফল না হয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগকে এখন বাংলায় মূল হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমনকি বিধানসভাতেও সরকার চোর, মন্ত্রীরা চোর স্লোগানই বিজেপি বিধায়কদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছেন না তাঁরা। 'মমতা চোর' লেখা পোশাক পরে রাস্তায় নেমে প্রচার করছেন শুভেন্দুরা।

এ ধরনের প্রচারের শালীনতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন নিঃসন্দেহে উঠছে। কিন্তু সংসদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের অভিযোগটি তাতে খাটো হয়ে যাচ্ছে না। তথ্য দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মিড-ডে মিল খাতে কেন্দ্র চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও তা উপভোক্তা অর্থাৎ স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছায়নি বাংলার শাসকের তোলাবাজি, পার্টিবাজি, কাটমানি ইত্যাদি দুষ্কর্মের কারণে। অভিযোগটি ঠিক না ভুল, তা তদন্তসাপেক্ষ।

কিন্তু তৃণমূল অস্বীকার করলেও অভিযোগটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। সেই প্রতিক্রিয়া আটকানোর মতো কোনও অস্ত্র তৃণমূলের হাতে দেখা যাচ্ছে না। গত লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটমানি ফেরাও অভিযান তাঁর দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে মান্যতা দিয়েছিল। আবার একটি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সেরকম অভিযোগ হাওয়া তুললে সেটা তৃণমূলের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে।

যদিও পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে উজ্জীবিত বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এবার বঙ্গে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে বলে যে হুমকি দিয়েছেন, ধর্মেন্দ্রর পদক্ষেপ সেই লক্ষ্যের অঙ্গ হতেই পারে। ইডি-সিবিআইয়ের তৎপরতা আরও বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কথাতে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে ঘায়েল করার পিছনেও অনেকটা ভূমিকা আছে দুর্নীতি অস্ত্রের। বাংলায় সেই অস্ত্রে শান দেওয়ার কৌশল হতেই পারে ধর্মেন্দ্র-শুভেন্দুদের বয়ান।

কিন্তু একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত মিড-ডে মিলের প্রভাব থাকায় বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে অভিযোগটি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারবে না রাজ্যের শাসক শিবির। তারা উড়িয়ে দিলেও মানুষ উড়িয়ে দেবে না অতি সহজে। দুই পক্ষ বিষয়টির রাজনীতিকরণ করবে ঠিকই। কিন্তু মানুষের মনে দাগ কাটবে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ।

অমৃতধারা

ছাত্রজীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য চরিত্রগঠন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠন চাই। তাহা না হইলে কোনো কিছুই হইবে না। জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যই জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। ভগবানের নামই অন্তরের সমস্ত পাপ তাপ, জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া মহাশান্তি, শক্তি ও আনন্দ দান করে — ভিতরে পূর্ণ পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে।

– শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৮

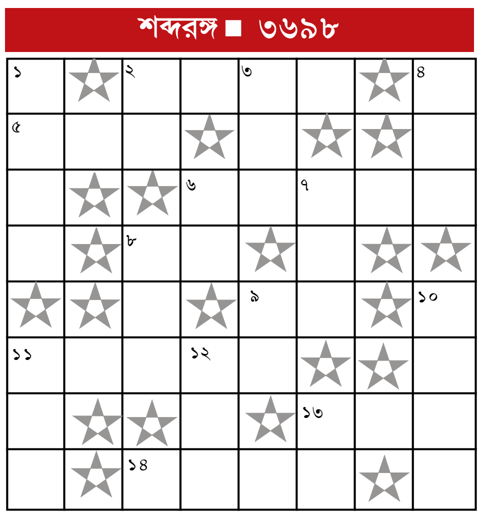

পাশাপাশি : ২। উত্তরবঙ্গের একটা নদী ৫। দেওয়ালে জিনিস রাখার ছোট্ট খুপরি ৬। পায়রার ডাক ৮। এক প্রকার ধান ৯। প্রহার করা ১১। গলায় গলায় বন্ধু ১৩। একটি বাদ্যযন্ত্র ১৪। মিহি বা সূক্ষ্ম।

উপর-নীচ : ১। দুর্ঘটনার জায়গা ২। একটি ফলের নাম ৩। পথ অথবা রাস্তা ৪। মালিশ করার ওষুধ ৬। বয়স হলে শরীরের চামড়া কুঁচকে যাওয়া ৭। কাপড়ের প্রস্থ ৮। একটি পাখির নাম ৯। ভাত হয়ে গেলে যে জলীয় ভাগ ফেলে দেওয়া হয় ১০। গাছের নতুন পাতা ১১। ক্ষমা অথবা দলাই মলাই ১২। সরবরাহ করা ১৩। এক ধরনের কচু।

সমাধান ■ ৩৬৯৭

পাশাপাশি : ১। পরিষেবা ৩। বেফাঁস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নরম ৭। তামস ৯। মাদার টেরেজা ১২। চমক ১৩। তীর্থাংকর।

উপর-নীচ : ১। পঞ্চানন ২। বাদাড় ৩। বেগার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আম ৭। তাসা ৮। সরোবর ৯। মারীচ ১০। রজক ১১। রেবতী।

মধুপর্ণী, হিতেন নাগ এবং এক জাদু ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ

ভগীরথ মিশ্র

আমার অক্ষরকর্মী হয়ে ওঠার আঁতুড়টি ছিল উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহর। এবং প্রধান ভূমিকাটি পালন করেছিলেন 'মধুপর্ণী' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অজিতেশ ভট্টাচার্য। বাস্তবিক, অজিতেশবাবু বিশেষভাবে উদ্যোগ না নিলে আমি কিছুতেই লেখালেখির দুনিয়ায় আসতেই পারতাম না।

কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে অল্পস্বল্প লেখালেখি করলেও, আমি যে লেখালেখির জগতে পাকাপাকিভাবে শিকড় ছড়াব, এমনটা কখনোই ভাবিনি। ১৯৭৪ সালে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে গেলাম বালুরঘাট শহরে। ত্রাণ বিলি করা, রাস্তাঘাট বানানো, ভোটার তালিকা বানানো, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলানো, এইসব ছিল আমার কাজ। ওইসব কাজ-অকাজ নিয়ে আকণ্ঠ ডুবেছিলাম।

কিন্তু আমার জীবনে অত সুখ সইল না।

একদিন কীভাবে যেন অজিতেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হল আমার। এবং ঠিক তার পরের রোববার বেলা দশটা নাগাদ আমার বাসায় কড়া খটখটালেন তিনি। ওইদিন আমার বাসায় চা পান করতে করতে তিনি আমার হাঁড়ির খবর নিয়ে তবে ছাড়লেন। পরিশেষে শুধোলেন সেই প্রশ্নটি, আপনি লেখালেখি করেন না?

ব্যাস, সেই শুরু। তারপর কীভাবে যে ওঁর ফাঁদে পা দিয়ে ফেললাম, এবং পরবর্তী বছরটা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে কেমন করে যে তিনি আমাকে দিয়ে গল্প লেখালেন, এতকাল বাদে সবটাই স্বপ্ন বলে মনে হয়।

মূলত অজিতেশবাবুর অবিরাম তাড়নাতেই, লিখে ফেললাম একটা গল্প। নাম, 'কদমডালির সাধু'। সেই গল্প বেরোল মধুপর্ণীর ১৯৭৮ সালের পুজোসংখ্যায়। গল্পটি বেরোনোর পর চারপাশে এমনই হইচই শুরু হল যে... এবং গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে গল্পের জন্য এমনই তাড়া লাগাতে লাগলেন সম্পাদকেরা, আমার পক্ষে আর নিয়মিতভাবে না লিখে উপায় রইল না।

তখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল একটি সাক্ষাৎ সোনার খনি। মালদা থেকে নিয়মিত বেরোচ্ছে জোয়ার, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়তলি, বালাসন, গদ্য-পদ্য এবং, যুদ্ধ, ধূপগুড়ি থেকে লালনক্ষত্র, শব্দ, জলপাইগুড়ি থেকে উত্তরদেশ, কোচবিহার থেকে ত্রিবৃত্ত, তমসুক, বীরপাড়া থেকে বনভূমি, আলিপুরদুয়ার থেকে নোনাই এবং আরও বেশ কিছু উচ্চমানের পত্রিকা। ওই সময়কালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলছেন কবি ব্রততী ঘোষ রায়, প্রাবন্ধিক দিলীপ ঘোষ রায়, নীরদ রায়, তপন রায়, ডঃ বৃন্দাবন বাগচী, কবি ও প্রাবন্ধিক পুষ্পজিৎ রায়, প্রাবন্ধিক ও লোকসংস্কৃতির গবেষক অধ্যাপক হরেন ঘোষ, কথাকার চোমংলামা, কথাকার বিপুল দাস, কথাকার অসীম রেজ, অধ্যাপক বিমলেন্দু দাম, সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাস, সম্পাদক মানবেন্দ্র সাহা, কবি ষষ্ঠী বাগচী, কথাকার সুরজিৎ বসু, কবি স্মরজিৎ বাগচী, প্রাবন্ধিক বিমলেন্দু মজুমদার, কবি বিজয় দে, কবি জগন্নাথ ঘোষ, কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, সম্পাদক রণজিৎ দেব, প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, কথাকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, কবি বেণু দত্ত রায়, কবি বেণু সরকার, কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার।

বস্তুতপক্ষে, বালুরঘাটে অবস্থানকালীন (১৯৭৪ থেকে ১৯৮১) সময়কালে মধুপর্ণী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের আকাশটিতে অবাধ বিচরণ ঘটেছে আমার। আর, সেই সুবাদে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কত স্মৃতি যে জমে রয়েছে!

সেই অফুরন্ত স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একটি ঘটনা নিবেদন করি।

১৯৮০ সাল। উত্তরবঙ্গের সুসন্তান সুখবিলাস বর্মা তখন অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা শাসক, আর আমি ওই জেলারই একটি প্রশাসনিক পদে চাকরি করছি। শ্রীযুক্ত বর্মার উদ্যোগে জেলা সদর বালুরঘাটে দশদিনের একটি মেলা হবে। 'উত্তরবঙ্গ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মেলা'। সেই সূত্রে, বর্মাসাহেবের নির্দেশে, আমাকে একহপ্তা ধরে গোটা উত্তরবঙ্গ চষে বেড়াতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য, সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের রথী-মহারথীদের আমন্ত্রণ জানানোর কাজ সাঙ্গ করে আমি সেদিন সকাল ন'টা নাগাদ পা রেখেছি আলিপুরদুয়ার শহরে। উদ্দেশ্য, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অর্ণব সেন, প্রখ্যাত গল্পকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, প্রতিষ্ঠিত কবি বেণু দত্ত রায় সহ আলিপুরদুয়ারের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানো।

সবে পা রেখেছি প্রাবন্ধিক অর্ণব সেনের বাড়িতে। অকস্মাৎ ঘটে গেল এমনকিছু, যাকে আমি চিরকালই আখ্যা দিয়েছি, উত্তরবঙ্গের ম্যাজিক।

ম্যাজিকটা হল, টেলিফোনে খবর পেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে একে-একে হাজির হলেন জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, বেণু দত্ত রায় এবং কবি বেণু সরকার। এবং আমার তাবৎ আপত্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নেন্দু আমায় মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

অগত্যা রাজি হতেই হল। কিন্তু তখনও বিস্ময়ের কিছু অবশিষ্ট ছিল।

মধ্যাহ্নভোজ তখন সবে সাঙ্গ হয়েছে, একে একে উপস্থিত হতে লাগলেন গল্পকার তুষার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার প্রদীপ দে সহ শহরের কবি-সাহিত্যিকের দল। কিছুক্ষণ বাদে বীরপাড়া থেকে পৌঁছে গেলেন কবি তুষার চট্টোপাধ্যায়। এমনকি, ধূপগুড়ি থেকে কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তও। কী ব্যাপার? অবেলায় এমন কবি-গল্পকার সমাবেশের কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, বালুরঘাটের একজন অখ্যাত গল্পকারের আগমন উপলক্ষ্যে একটি 'চটজলদি সাহিত্যসভা'র আয়োজন। কী আর বলি, সেই সাহিত্যসভা চলল রাত ন'টা অবধি। অবশেষে, অধ্যাপক অর্ণব সেনের বাড়িতে নৈশভোজ সেরে গেস্টহাউসে রাত্রিবাস।

অবাক হইনি। কারণ ততদিনে উত্তরবঙ্গকে চিনে ফেলেছি। বিগত ক'বছর ধরে বুক ভরে নিয়ে চলেছি ওই ভূখণ্ডের হৃদয়ের উত্তাপ!

আমার ওই সফর প্রায় শেষের মুখে। আর কেবল একটি জায়গায় যেতে হবে। দিনহাটা। দিনহাটা তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব হিতেন নাগকে আমন্ত্রণ জানিয়েই ফিরে যাব কোচবিহার, ওখান থেকে বালুরঘাট।

হিতেন নাগ। ১৯৭৪ সালে বালুরঘাটে পা রাখবার দিনকতকের মধ্যেই নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। তারও বছর তিনেক বাদে আলাপ হয়েছে শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রে। প্রখ্যাত গল্পকার অসীম রেজ তখন শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর। তাঁরই আমন্ত্রণে গিয়েছি রেডিওতে গল্প পড়তে। ওখানে অসীমবাবু আমার সঙ্গে হিতেনবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন বেশ ঘটা করে। এবং সেই আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং অবশেষে মুগ্ধতায় পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সর্বজনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'মধুপর্ণী'র উদ্যোগে ১৯৮০ সালের ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা বাংলা ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। ওই উৎসবে হিতেনবাবু এসেছিলেন। আর, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনই একপ্রস্থ ভাষণ দিয়েছিলেন, শোনামাত্রই আমি যারপরনাই আপ্লুত হয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে হিতেনবাবু আমায় অনেকবারই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দিনহাটায়, কিন্তু সময়ের অভাবে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। এতদিনে সময় হয়েছে। কর্তব্যের খাতিরেই সময় করতে হয়েছে। কারণ, সুখবিলাস বর্মার মতে, হিতেন নাগ অনুপস্থিত থাকলে উত্তরবঙ্গ কৃষি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মেলা অপূর্ণ থেকে যাবে। ততদিনে হিতেন নাগ মানুষটিকে যা-যতটুকু চিনেছি, তাতে করে বর্মাসাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

খবর দিয়ে যাইনি, কিন্তু তার জন্যে তিলমাত্র দুর্ভাবনা পোষণ করিনি মনে।

যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল, দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাগত জানালেন। তারপর শুরু হল দুই অসম বয়সের বন্ধুর মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনের পালা। সেই স্মৃতিরোমন্থন পর্ব এমনই দীর্ঘতর হল, ওইদিন দুপুরের মধ্যে কোচবিহারে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হিতেনবাবুর কবল থেকে ছাড়া পেতে পেতে পরের দিন বিকেল।

এই হল উত্তরবঙ্গ।

বাস্তবিক, এত বছর বাদেও স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার-আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়-সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

হিতেন নাগ। একাধারে প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সমাজসচেতন, সুচিন্তক এই মানুষটির আচরণেও ছিল আগাগোড়া সংস্কৃতির ছাপ। পাশাপাশি, হৃদয়ে সর্বদা ধারণ ও বহন করেন উত্তরবঙ্গীয় উষ্ণতা ও আন্তরিকতা। আমার চেয়ে পাক্কা দশ বছরের বড়, কিন্তু সারাক্ষণ এমন নম্র, সবিনয়, মনে হয় আমিই যেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্র হিসেবে আগাগোড়া ছিলেন সোনার টুকরো। আইএ পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অধ্যাপনা করতেন দিনহাটা কলেজে। আজীবনকাল বড়ই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রমহলে বড়ই সুনাম ছিল তাঁর।

স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা নেই, একই রাজ্যে অবস্থিত হয়েও, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, মানুষজনের আচার-আচরণে, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায় এবং হৃদয়-সম্পদে উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাদু ভূখণ্ড, যার শরীরে অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অর্ণব সেন, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, হিতেন নাগ, বেণু দত্ত রায়, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়দের মতো মণিমুক্তোরা প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনন্তকাল!

আলোচিত

দিদি আপনাকে হিংসে করি। সবাই জানে আমার ঘর খুব ছোট। কিন্তু দিদির ঘর তো আমার থেকে ছোট। এমন উচ্চতায় থাকা মানুষ, এভাবে থাকতে পারে? কুণ্ঠা হল। আসলে সাধারণ মানুষের বেশি চাহিদা থাকে না।

–সলমন খান

আজ

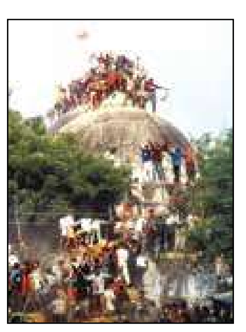
১৯৯২ সালে আজকের দিনে অযোধ্যার চারশো বছরের পুরোনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল করসেবকরা। সেই সময় দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসায় দু'হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। উত্তরপ্রদেশে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে লালকৃষ্ণ আদবানি সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিন্দু বিসর্গ

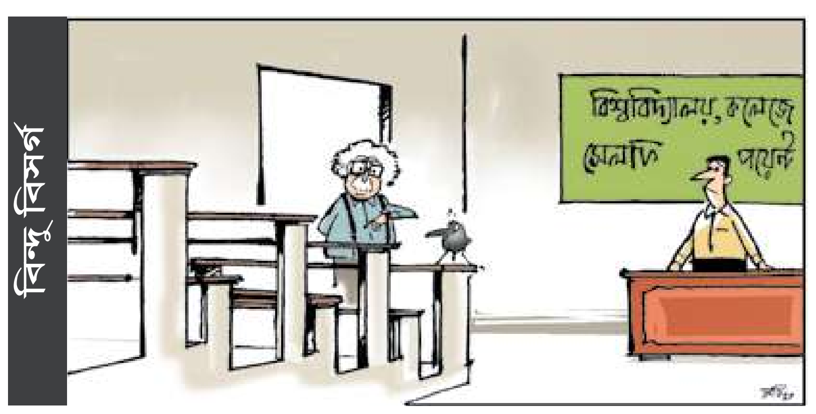

জনমত

পশুদের প্রতি হিংসাত্মক হওয়ার আগে ভাবুন

১১টি কুকুর শাবক এবং দুই শাবক সহ মা হাতির মৃত্যু আবারও প্রমাণ করে দিল, মানুষ অন্য প্রাণীদের, এই পৃথিবীর জন্য এবং সর্বোপরি নিজেদের জন্যও কত বড় বিপদ। প্রাণীকুলের মধ্যে আমরাই একমাত্র জীব যারা শুধু বেঁচে থাকা বা খাবারের জন্য নয়, বরং কখনও নিজের উন্নতির স্বার্থে, কখনও প্রতিশোধে, কখনও ভিত্তিহীন ভয়ে বা আশঙ্কায়, কখনও বা এমনি শুধুমাত্র শখের জন্য অন্য প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠি।

আমাদের দৈনন্দিন আধুনিক জীবন নানাভাবে এই সুন্দর গ্রহের অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে। আমাদের সভ্যতার রেলগাড়ি কখনও হাতিদের জঙ্গলের বুক চিরে, কখনও বা হস্তীশাবকের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা ও অবলুপ্তির জন্য দায়ী আমরা। সত্যিই এই পৃথিবীর জন্য কী ভালো করেছি মনে প্রশ্ন জাগে।

মানুষের জন্য হারিয়ে যাওয়া মরিশাসের ডোডো পাখি কিংবা গত একশো বছরে বিলুপ্ত হওয়া ইয়াংজি রিভার ডলফিন (চিন), ক্যারিবিয়ান সন্ন্যাসী সিল ইত্যাদির মতো অনেক প্রাণীকে আমরা হয়তো আর চাইলেও ফিরিয়ে আনতে পারব না। এখন মানুষই মানুষের হাত থেকে অন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে আর এভাবেই আমরা পরিবেশপ্রেমী হয়ে উঠছি।

আসলে আমরা যতই মোমবাতি মিছিল করি আর লেখালেখি করি, তাতে হয়তো সাময়িক সচেতনতা একটু বাড়বে। কিন্তু পরিবেশের ওপর আধুনিক প্রযুক্তিজনিত ক্ষতিকে আটকানো হয়তো প্রায় অসম্ভব। কান্তারার মতো চলচ্চিত্র বা রাসকিন বন্ডের মতো লেখকের বহু গল্পে বন্যপ্রাণী ও মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে তা কিন্তু কয়েক দশক আগেও বাস্তবে ছিল। শুধু প্রয়োজন আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিংসা বা জিঘাংসাকে একটু কমিয়ে এনে আরও সহনশীল হওয়া। প্রয়োজন অনাবিল নিষ্পাপ নিঃশর্ত ভালোবাসার– অন্য প্রাণীদের প্রতি তো বটেই, আশপাশের মানুষের প্রতিও।

নির্মাল্য দাস, জোড়পাকুড়ি, সাহুডাঙ্গি হাট, জলপাইগুড়ি।

নাড়া পোড়ানোর বিপদ

এসে গিয়েছে ফসল ঘরে তোলার মরশুম। এই হেমন্তে যেমন ধান ঘরে তোলা হবে, তেমনি কিছুদিন বাদেই গম জমি থেকে ওঠানো হবে। এই ফসল তোলার মরশুম শেষ হতেই অনেক চাষিকেই দেখা যায়, জমিতে ধান বা গম গাছের শেষাংশ বা নাড়া জমিতেই পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এই প্রবণতা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান। কম্বাইন্ড হারস্টের বা ফসল কাটার মেশিন ব্যবহারের পর জমিতে নাড়া বা ধান কিংবা গম গাছের টুকরো পড়ে থাকে। অনেকের ধারণা এই জিনিসগুলি পুড়িয়ে দিলে এই ছাই জমিতে সারের কাজ করবে।

কিন্তু বাস্তব হচ্ছে ওই সব জিনিসের দহনের ফলে মাটির মধ্যে থাকা উপকারী জীবাণু, কেঁচো এবং পোকারা মারা যায়। মাটির উপরের স্তর পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে চাষের কাজে সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে অসুবিধা হচ্ছে। এই খড় বা নাড়া কুচিয়ে এবং পচিয়ে সার তৈরি করা যেতে পারে। জমি ও পরিবেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জমিতে খড় বা নাড়া না পুড়িয়ে সেগুলি থেকে সার তৈরি করার দিকে সকলের নজর দেওয়া উচিত।

জয়ন্ত আচার্য
ব্লকপাড়া, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মাঠে শুধু খেলাই হোক

৩ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম, মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন সভার জন্য শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলা স্থগিত রাখা হচ্ছে। এমনিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কোনও বড় খেলার আসর বসে না বহুদিন। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাঠ ও স্টেডিয়ামের অবস্থা ভালো নয়। অবিলম্বে মাঠের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হোক এবং একজন ক্রীড়াপ্রেমিক হিসেবে চাই, মাঠে শুধু খেলাই হোক, অন্য কিছু নয়।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

হাটখোলায় নজর নেই

দেখুন কী অসাধারণ বৈপরীত্য, যে হাটে পাওয়ায় যায় পবিত্র ছটপুজোর উপকরণ সেই হাটেই মেলে মদের খালি বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস– এটা হল আলিপুরদুয়ার শহরের অভিভাবকহীন হাটখোলা হাটের বাস্তব চিত্র। যে পিঠের ব্যাগে থাকার কথা বইখাতা, সেখানে থাকছে মদের বোতল, ভাঙা লোহার টুকরো। হাটখোলার হাট অবারিত দ্বার। এখানে থাকার জন্য কোনও প্রকার চিন্তা করতে হয় না। প্রশস্ত পাকা ঘর, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা সবই আছে। স্কুলছুট বাচ্চারা এই সব সংগ্রহ করে, বিক্রি করে গুটখা মুখে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

এখানে আছে অনেক নেতা, বুদ্ধিজীবী কিন্তু কে শোনে কার কথা! সবই চলছে, গতানুগতিকভাবে দিনের পর দিন। এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

সমীরকুমার সাহা
হাটখোলা, আলিপুরদুয়ার।

১৬৯টি কলেজের পরীক্ষা কবে, প্রশ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সিন্ডিকেটে বৈঠকের অনুমতি না মেলায় প্রশ্নের মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১৬৯টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উদ্বেগে রয়েছেন। বারবার রাজ্য সরকারের অনুমতি চেয়েও বৈঠকের অনুমতি মেলেনি বলে দাবি করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত(দে)।

সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে সিমেস্টার সংক্রান্ত পরীক্ষাবিধির নির্দেশিকা দেওয়া যাবে না। অথচ আগামী দু'মাসের মধ্যে সিমেস্টার পরীক্ষা শেষ করানোর কথা। পরীক্ষাবিধি নির্ধারিত না হলে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সিমেস্টার পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সর্বভারতীয় স্তরে পিছিয়ে পড়বে ছেলেমেয়েরা। এই নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন উপাচার্যও। তিনি বলেন, 'চিন্তা হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। জাতীয় শিক্ষানীতির সমস্ত পর্ব পেরিয়ে এসে পরীক্ষানীতি নির্ধারণের প্রশ্নে সমস্যা হয়েছে। আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করে কী করব জানি না।' তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার তাঁকে বলেছিলেন অস্থায়ী উপাচার্যকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু তিনি বার ছয়েক অনুমতি চেয়েও সেই অনুমতি পাননি।

> আমাদের অধীনে ১৬৯টি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়ে গিয়েছে। কলেজগুলি পরীক্ষাবিধি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছে। কিন্তু সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকতে না পারলে কী করে কী করব জানি না।
> – **শান্তা দত্ত(দে)** অস্থায়ী উপাচার্য

গোটা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর রাজ্যের তরফেও একটি শিক্ষানীতি চালু করা হয়। সেই শিক্ষানীতিতে জাতীয় শিক্ষানীতির বিশেষ কোনও বদল করা হয়নি। তাই পরীক্ষাবিধির ক্ষেত্রেও খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করে রাজ্যের শিক্ষামহল। তা সত্ত্বেও কেন সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকার অনুমতি পাচ্ছেন না উপাচার্য? রাজ্যপাল নিযুক্ত বলেই কি তাঁকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের শিক্ষামহলে। নিখিলবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র মাইতি বলেন, 'যদি নতুন পরীক্ষাবিধি না আসে, তাহলে আমরা পুরোনো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেব। কিন্তু কোনওভাবেই ছেলেমেয়েদের ক্ষতি করা যাবে না। তবে আমার মনে হয়, হয়তো সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক'টি অভিন্ন পরীক্ষাবিধি চালু করতে চায়। তাই একটু দেরি হচ্ছে।' সিন্ডিকেটের বৈঠক প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সিন্ডিকেটের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

প্রেমের টানে করাচির জাভেরিয়া কলকাতায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মায়ের ফোন ঘাঁটতে গিয়ে একঝলক দেখে ফেলেছিলেন পাক তরুণী জাভেরিয়ার ছবি। সেই থেকে সেই ছবি হৃদয়ে বসিয়ে নিয়েছিলেন কলকাতার সামির খান। সবে জার্মানিতে পড়াশোনা করে ফিরেছেন বাড়ি। সময়টা ২০১৮ সালের মে মাস। মনে তখন বসন্তের হাওয়া দোলা দিচ্ছে সামিরের। কিন্তু কিন্তু করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে ফেললেন মনের কথা, 'জাভেরিয়া খানমকেই আমি বিয়ে করতে চাই।'

ভালোবাসা কি কাঁটাতারের বাধা মানে? তৎক্ষণাৎ জাভেরিয়াও কবুল করে ফেলেছেন বিয়ের প্রস্তাব। তারপর থেকে আসতে থাকে নানা বাধা। কোভিড মহামারি গ্রাস করল গোটা বিশ্বকে। হাল ছাড়লেন না জাভেরিয়া। বারবার ভিসার আবেদন করে চলেন। দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনেও অটুট থাকে দুটি মনের টান। তাই দু'বার ভিসার আবেদন ফিরিয়ে দিলেও তৃতীয়বার ভিসা পেয়ে গেলেন জাভেরিয়া। মঙ্গলবার ওয়াঘা–আটারি

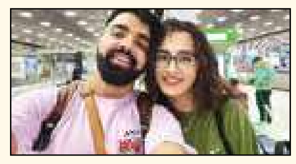

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যখন তিনি ভারতে এলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি ছিল ঢোল–সহরত।

পাক্কা পাঁচ বছরের অপেক্ষা শেষে খানুম পেয়েছেন ৪৫ দিনের ভিসা। খানুম বলেন, 'সবুরে অবশেষে মেওয়া ফলল। ভাবতেই পারছি না, সত্যিই আমি ভারতের মাটি ছুঁতে পেরেছি। এখানে আসা মাত্রই সবার আদরে–আহ্লাদে ভেসে গিয়েছি। পাঁচ বছর পরে এভাবে ভিসা পাব আমি ভাবতে পারিনি। ভারত সরকারের কাছে আমি এইজন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ।' আনন্দে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন সামির খানও। ইতিমধ্যেই জার্মানির পাশাপাশি আফ্রিকা, স্পেন, আমেরিকা সহ নানা দেশের বন্ধুদের জানিয়েছেন বিয়ের কথা। এক গাল হাসি নিয়ে জানালেন, 'তাঁরা সবাই এই বিয়েতে আসবেন। আমার মা অত্যন্ত খুশি এই বিয়েতে। সামনের জানুয়ারিতেই বিয়ে করছি আমরা।'

ভয় দেখালেও মমতাকে ছেড়ে যাব না : ববি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি দিয়ে হাজার চাপ দেওয়ালেও রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে যাবেন না। মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ববি মঙ্গলবার বিধানসভায় এই কথা জানিয়ে দেন। দল ভাঙানোর জন্য এজেন্সির বাড়াবাড়ির উল্লেখ করে ববি বলেন, 'কী ভাবছেন? ভয় দেখালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাব? মৃত্যু পর্যন্ত মমতার সঙ্গে থাকব। যতই ইডি আসুক, সিবিআই আসুক, আমাকে নড়াতে পারবে না। আমার বাড়িতেও তো এসেছিল, কী পেয়েছে?'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বদলের অভিযোগ এনে তিনি বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। তবে কয়েকটা নাম বদলে দিয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না। মোগলসরাই স্টেশনের নাম বদলে দিলেই ইতিহাস পালটে যায় না। দেশের ইতিহাস থেকে মোগল আমলকে মুছে দেওয়া যাবে না।'

নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : খ্যাতনামা আবাসন নির্মাণকারী সংস্থা 'জৈন গ্রুপ'–এর নতুন প্রয়াস 'ড্রিম গুরুকুল'। যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন ধারাকে আধুনিকতার মোড়কে নতুন রূপ দিতে চলেছে তারা। মঙ্গলবার কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন, নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে মধ্যমগ্রামে প্রায় সাড়ে ৪ একর জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে আবাসন প্রকল্পটি। এক ছাদের নীচে এখানে বিভিন্ন সুবিধা ছাড়াও থাকবে সংগীত, নৃত্য, কলা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের অধীনে মিলবে এই প্রশিক্ষণ।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঋষি জৈন বলেন, 'আমরা শুধু ইট–কাঠ–পাথরের বাড়ি বিক্রি করি না। সেখানে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের কথাও ভাবি। শিশুদের ভবিষ্যতের বিকাশের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকছে এই আবাসন প্রকল্পটিতে। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অধীনে থাকবে নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এক ছাদের নীচে এত সব সুবিধা অন্য কোনও সংস্থার প্রকল্পে পাওয়া যাবে না।'

মেলার দাবিতে আন্দোলনে পৌষমেলা বাঁচাও কমিটি। মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

পৌষমেলার দাবিতে গেট ভেঙে বিক্ষোভ

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর : পৌষমেলা করার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হল বিশ্বভারতী। এদিন পৌষমেলা বাঁচাও কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তিতে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়াল বিশ্বভারতী চত্বরে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বলাকা গেট বন্ধ রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কার্যত বাধা দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই অসহযোগিতা ও প্রতিরোধের মধ্যে রবি ঠাকুরের পুরোনো কর্তার ভূতকে দেখছেন আন্দোলনকারীদের অনেকেই।

এদিন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের বলাকা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে চলে বিক্ষোভ। যদিও কার্যালয়ে ছিলেন না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ কর্মসচিব। কবিগুরু মার্কেটের ব্যবসায়ী আমিনুল হোদার বক্তব্য, 'বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে অসহযোগিতা করল। ডেপুটেশন জমা দিতে দেবে না বলেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে–বাইরে সর্বত্র তালা মেরে রেখেছিল।'

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যৌথভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল এবারও হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ব্যবসায়ী আমিনুল বলেন, 'বিশ্বভারতী শুধুমাত্র

উত্তাল বিশ্বভারতী

পূর্বপল্লির মাঠটা দিত। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট রাজ্য সরকারের সাহায্যে মেলা ঠিকই হত। আমরা আশাবাদী। হাতে এখনও সময় আছে। বিশ্বভারতী শুধু মাঠটা দিক।'

২০১৯ সালে শেষবার শান্তিনিকেতনে হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। ২০২০ সালে কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল মেলা। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০২১ ও '২২ সালে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পৌষমেলা বন্ধ করে দেন, যা নিয়ে বিক্ষোভ হয় শান্তিনিকেতনজুড়ে।

বিদ্যুৎবাবুর মেয়াদ শেষের পর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়কুমার মল্লিক। বোলপুর–শান্তিনিকেতনবাসী কিন্তু এবার পৌষমেলা বসবে বলে আশা করেছিলেন। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, 'পাঁচদিন আগেও জানানো হল ওরা ছোট করে মেলা করবে। ছোট ব্যবসায়ীরা সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখন মেলা করবে না বললে কেন মানা হবে? আমরা এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা এখানকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় না। আমরা গণ অবস্থান করব।'

এদিন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, এসএসডিএ এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন ব্যবসায়ী সমিতির সুনীল সিং, আলাপিনী সমিতির সদস্য মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিগজাউম'–এর প্রভাবে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়া প্রভাবিত হলেও চাষবাসে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন না কৃষিবিজ্ঞানীরা।

তামিলনাডু সহ দক্ষিণ ভারতে এই ঘূর্ণিঝড় প্রভূত ক্ষতি বয়ে এনেছে। সেদিক থেকে এখনও এই ব্যাপারে মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। তবে বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লে মাঠে আলু ও সর্ষে চাষের কিছু ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে একমাত্র মাঠে জল জমলেই ক্ষতি হতে পারে। জমা জল বের করে দিতে পারলে ক্ষতির তেমন আশঙ্কা থাকবে না বলে মঙ্গলবার দাবি করলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত

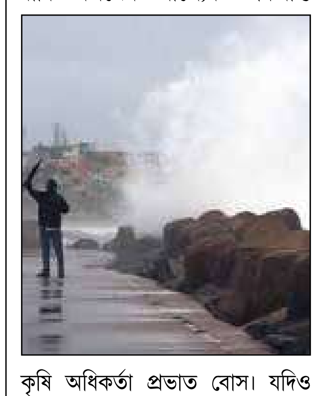

কৃষি অধিকর্তা প্রভাত বোস। যদিও আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে এখনই আমন ধান জমি থেকে কেটে ঘরে তোলার জন্য রাজ্যের কৃষকদের জরুরি নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কৃষি দপ্তর।

কৃষি অধিকর্তা জানান, এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আমন ধান কাটার মরশুম প্রায় শেষ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে আমন চাষ সামান্য দেরিতে হওয়ায় ওই দুই জেলায় স্বল্প পরিমাণ আমন ধান মাঠে থেকে গিয়েছে। ওই ধান অনিলম্বে কেটে ঘরে তুলে ফেলতে হবে। কৃষি অধিকর্তার দাবি, ধান কাটার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরকার থেকে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আকাশ মেঘলা থেকেছে। কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টি হয়নি। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস এ ব্যাপারে কৃষক সহ সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে।

দিনভর ঘেরাও কল্যাণীর উপাচার্য

কল্যাণী, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুর থেকে একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষাকর্মী মিলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া এবং অন্য শিক্ষাকর্মীদের ঘেরাও করে রাখেন রাত পর্যন্ত। তাঁদের দাবি, সমাবর্তন উৎসব করা চলবে না। উপাচার্য বলেন, 'আমাদের দুপুর ২টো থেকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আমরা অসহায় অবস্থায় রয়েছি। তবে সমাবর্তন উৎসব করতে না দেওয়া হলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাছে মোটেও ভালো বার্তা যাবে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থিত এক শিক্ষক তাঁর কিছু অনুগামীদের নিয়ে এই ভাবে ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছেন দিনভর। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল এই অস্থায়ী উপাচার্যকে নিয়োগ করেছেন। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা। অন্যদিকে তৃণমূল সমর্থিত কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা কয়েকটি দাবি নিয়ে অবস্থান আন্দোলন চালাচ্ছেন। অবস্থানরত শিক্ষক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ইনি অস্থায়ী উপাচার্য। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটে ইনি স্বাক্ষর করলে তার বৈধতা থাকবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুপ্রিম কোর্টে এই অস্থায়ী উপাচার্যের বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রায় বেরোবে বলে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে রায় বেরোনোর পর স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হলে, তখন সমাবর্তন উৎসব হওয়া উচিত।'

টুকরো খবর

মমতা লৌহমানবী, বললেন শত্রুঘ্ন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভালো লোকেদের রাজনীতিতে আসতে হবে। তা না হলে খারাপ লোক তৈরি হয়ে আছে রাজনীতিতে আসার জন্য। মঙ্গলবার ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এসে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ তথা প্রখ্যাত অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। এজন্য তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ ধন্যবাদও জানান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মমতাকে ভরসা দেন তিনি। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' মমতাকে 'লৌহমানবী' বলে উল্লেখ করে শত্রুঘ্নর মন্তব্য, 'লড়াই করার জন্য সবসময় তৈরি থাকবেন।' এই নিয়ে একটি শায়েরিও শোনান।

প্রশ্নের মুখে পদ্ম

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দলের কিছু নেতা–কর্মীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। তাঁর বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে হামলা চালানোয় খয়রাশোল থানায় অভিযোগ করেছিলেন অনুপমের অনুগামীরা। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ওই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তবে এদিন গোষ্ঠীকলহ নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ে বিজেপি।

মানিকের আর্জি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিজের আংটি, পৈতা, মাদুলি সহ ব্যক্তিগত জিনিস ইডির কাছে চেয়েও মেলেনি বলে আদালতে অভিযোগ করলেন মানিক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়েছিল। তখনই ইডি তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসগুলি দিচ্ছে না বলে আদালতে অভিযোগ করেন তিনি।

সব শুনে বিচারপতি মানিককে নির্দিষ্ট ফোরামে আবার আবেদন জানাতে বলেন। আবেদন জানালে ইডিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন বলে জানান বিচারপতি।

হাসপাতালে মদন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। বেশ কিছুদিন ধরেই শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার রাতে তাঁকে এসএসকেএমের উডবার্ন ব্লকে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

শা'র প্রাপ্তিস্বীকার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা–র কাছেই শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১ ডিসেম্বর শা সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। মঙ্গলবার শা'র চিঠির ছবি দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল জানিয়েছেন, 'শা ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। সিবিআই সূত্র থেকে জানলাম, চিঠি পৌঁছেছে। সারদা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে অবিলম্বে শিশিরবাবুকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করতে হবে।' সিবিআই সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বাধা না দিলে এই ব্যাপারে তদন্ত কেউ আটকাতে পারবে না।'

বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : লোকসভায় এনডিএ সরকারের আনা তিনটি বিলের বিরোধিতা করে মঙ্গলবার রাজ্যের শাসক দল প্রস্তাব আনল। রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, 'এই বিলগুলিতে বেশকিছু ধারা আছে, যেগুলি জনগণ বিরোধী। লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। তাই সরকারের উচিত এখনই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তা নয়া সরকার ও নতুন আসা লোকসভার সদস্যদের ওপর ছেড়ে দেওয়া।' রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'নয়া বিলগুলিতে হিন্দি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিলগুলির অধিকাংশই পুরোনো আইন থেকে টোকা। আসলে এগুলিকে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বলা চলে।'

রোজগার মেলা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য আয়োজিত হচ্ছে রোজগার মেলা। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই মেলা হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই রোজগার মেলাগুলি কোচবিহার জেলার সরকারি আইটিআই কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার টালিগঞ্জ আইটিআই ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আইটিআই কলেজে প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহীদের রোজগার সেবা পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

এসএসসি'র থেকে হলফনামা তলব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিয়োগ মামলার শুনানিতে দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে প্রথমদিনই প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশন। মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতিদের প্রশ্ন, একই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কেন এসএসসি ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে? এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গা, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপ প্রসাদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। এই মামলায় আগেও হাইকোর্টে শুনানি হয়েছিল। তখন কমিশন জানিয়েছিল, তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করেছে। আবার একই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের চাপে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গলবার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, কেন কমিশনের এই ভিন্ন অবস্থান? কেন চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এদিন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করা হয় তবে অনেক যোগ্য প্রার্থী বেশ কয়েকবছর চাকরি করার পর কাজ হারাবেন। কমিশন আদালতে জানায়, যারা মামলাকারী তারাই প্রথমে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে মামলা করছেন। তার ভিত্তিতে বিচারপতি বলেন, 'একজন দুর্নীতির চেষ্টা করেছে বলে কি আপনারাও দুর্নীতির ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন?'

প্রতারিত খেতমজুর প্রৌঢ়

বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর : কোনও বেসরকারি ব্যাংক নয়, দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সঞ্চয়ের টাকা গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হলেন প্রৌঢ় খেতমজুর। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ঘটেছে। অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রৌঢ় তারক মণ্ডল ব্যাংকে অভিযোগ জানালেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এরপরই এদিন তিনি জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রোদে রেশম গুটি শুকোনোর ব্যস্ততা। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসেও হতাশায় ১১ যুবক

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়ার পরেও রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র চিল্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির দেখভালের কাজে নিযুক্ত ১১ জন যুবকের চরম হতাশায় দিন কাটছে। ডমন সিং, রাজেশ বারিক, শুকদেব রানা, দীপেন রানা, সৌমেন সিংহ দেব, অরূপ জিৎ, স্বপন খামরুই, মানস জানা, তারকেশ্বর খামারুই, সুখেন রানা ও বুবাই সিং নামে ১১ জন যুবক বিগত চার বছর ধরে মন্দির দেখভালের পাশাপাশি মন্দির চত্বর ও সংরক্ষিত ঔষধি জঙ্গল এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্নাতক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ রয়েছেন। মন্দির উন্নয়ন কমিটির তরফে তাঁদের সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করা হলেও সেটাও নিয়মিত নয়।

২০২০ সালের ৭ অক্টোবর ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকেলে ওই মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তখনই ওই ১১ জন যুবক মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, মন্দির কমিটির দেওয়া সামান্য সাম্মানিকে তাঁদের সংসার চলে না। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী জেলা পুলিশকর্তাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন। এরপর ওই যুবকরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের মতো সরকার স্বীকৃত কোনও পদে তাঁদের নিয়োগের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান। ওই সময় প্রশাসন তাঁদের বিষয়ে সব তথ্যও সংগ্রহ করে। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে।

চিল্কি গড়ের কনক দুর্গা মন্দির।

সম্প্রতি তাঁরা সিভিক ভলান্টিয়ার পদের জন্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই যুবকদের কোন পদে নেওয়া হবে সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে এখনও কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বর্তমানে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।

ওই যুবকদের মধ্যে একজন বললেন, 'যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তাই আমরা সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি এবং নিয়মিত আর্জি জানিয়ে আসছি।' চিল্কিগড়ে ডুলুং নদীর তীরে ঔষধি জঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত ৩০০ বছরের পুরোনো কনকদুর্গা মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট। অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসাবেও রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে চিল্কিগড়। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ২০০৮ সালে এখানে ২০টি হনুমান ছেড়ে দেয় পর্যটন দপ্তর। সেই সংখ্যাটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০–তে। ফলে তাদের খাদ্যের জোগান দেওয়াও এখন ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুরু হয়েছে মন্দির চত্বর সংস্কারের কাজ। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সহ সভাপতি তেজেশচন্দ্র দেও ধবলদেব জানান, করোনার সময় থেকে এই পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধ রয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রের চত্বরে থাকা দেবীদহে বন্ধ হয়েছে নৌকাবিহার। ফলে গাড়ি পার্কিং ছাড়া কমিটির আয় বলতে আর তেমন কিছু নেই। তাই ওই ১১ জন কর্মীকে সামান্য সাম্মানিকটুকুও দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এই অবস্থায় জেলায় সিভিক ভলান্টিয়ারের পদ শূন্য হলে শীর্ষ মহলের নির্দেশমতো পূরণ করা হবে বলে জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা জানিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অচেনা ব্যক্তির দ্বারা আজ অপমানিত হতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধু আজ উপহার পাঠাতে পারেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। কর্কট : বাবার সঙ্গে কাছাকাছি ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। প্রেমে সমস্যা। সিংহ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। কন্যা : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মিটবে। কর্মক্ষেত্রে আজ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মতভেদ। বৃশ্চিক : কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা কমবে। ধনু : বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ। আজ খুব পরিশ্রমে সারাদিন কাটবে। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে যাবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে সমস্যা কাটবে। মীন : খেলোয়াড় ও অভিনেতারা আজ নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৯ মাগশীর্ষ বদি, ২১ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, নবমী রাত্রি ১।৫। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।২৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ১১।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে– সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৩৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে– দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।২৮ গতে। ৫।২৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী– পূর্বে, রাত্রি ১।৫ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১০।৮ মধ্যে ও ১১।২৮ গতে ১২। ৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি– ২।৪৮ গতে ৪।২৮ মধ্যে। যাত্রা– নাই। শুভকর্ম– নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।৫ গতে মাসদগ্ধা। ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ– দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২। ৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ– দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

জব কার্ড বাতিলে শীর্ষে যোগী রাজ্য

ধর্মেন্দ্রর 'ব্যাটন' সাধ্বীর হাতে ■ বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : সোমবারের পর মঙ্গলবার। রাজ্যের বকেয়া দাবিদাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার অব্যাহত শীতকালীন অধিবেশনে। সংসদের ভিতরে-বাইরে ১০০ দিনের কাজে জবকার্ড বাতিল ইস্যুতেও সম্মুখ সমরে নামল বিজেপি-তৃণমূল। এদিন কোন রাজ্যে কত ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে তা জানতে চান তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। সেই প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। কেন্দ্রের তরফে গত ২টি অর্থবর্ষের যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি ভুয়ো জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে। আর তারপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে তৃণমূল।

বাংলার শাসক দলের অভিযোগ, এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, 'অবিলম্বে কুৎসা বন্ধ হোক।' সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১-'২২ এবং ২০২২-'২৩-এ গোটা দেশে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি জবকার্ড বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জবকার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটা ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১। ওড়িশায় বাতিল হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৬৫টি জবকার্ড। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারেও সংখ্যাটা একলক্ষের বেশি ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দু'বছরে বাতিল জবকার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫ হাজার ৬৫১।

> তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম।
>
> – সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি
> *কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী।*

সোমবার অধিবেশনের প্রথমদিনে মনরেগায় ১০০ দিনের কাজে বকেয়ার দাবিতে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা আক্রমণ শানান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রাজ্যে মিড-ডে মিলে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির ব্যাখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জেলে ভরার হুমকি দেন তিনি। সেই টানাপোড়েনের জের কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার বকেয়ার দাবিদাওয়া নিয়ে আরও একবার সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হল তৃণমূল এবং বিজেপি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ব্যাটন এদিন স্বহস্তে ধারণ করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। বকেয়ার দাবিতে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিনিধিরা।

এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং'কে দেখে উঠে দাঁড়ান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হালকা চালে বলেন, 'গিরিরাজজি-কে দেখলেই আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।' এরপর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষিভবন অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি আপনার সঙ্গে। আপনার প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কিন্তু আমাদের আড়াই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়, মন্ত্রী পালিয়ে যান।' সুদীপের বক্তব্য, 'আমরা দীর্ঘদিন ১০০ দিনের কাজে বকেয়া মেটানোর দাবি জানাচ্ছি। যদি কোনও একটি গ্রামে সমস্যা হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। গোটা রাজ্যকে কেন বঞ্চিত করছেন?'

পালটা সুর চড়ান সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। তিনি বলেন, 'আমার নামে এরা ইচ্ছা করে মিথ্যা অভিযোগ আনছেন। এদের লজ্জা হওয়া উচিত।' জ্যোতি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে আমি আড়াই ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, তৃণমূলের ৫ জন প্রতিনিধি দেখা করবেন। আমি রাজি হই। তারপর বলা হল ১০ জন দেখা করবেন, তাতেও সায় দিই। এরপর বলা হয়, সমস্ত প্রতিনিধিরা আসবেন কৃষিভবনে। আমি তাতেও রাজি হই। এরপর বলা হয় যারা ভুক্তভোগী তারাও আসবেন। কিন্তু তাঁরা কেউ আসেননি। আমি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসি।'

সাধ্বীর কথায় উত্তাল হয় তৃণমূল বেঞ্চ। সমস্ত সাংসদরা উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা অন্যায়। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বয়ান জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর ডেপুটির নয়। কালও একই জিনিস হয়েছিল। আপনারা সমস্যা চিহ্নিত না করে গোটা রাজ্যের টাকা আটকে রেখেছেন, এটা প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।' এরপর সাধ্বীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সভা থেকে ওয়াকআউট করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা।

পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরল চন্দ্রযানের মডিউল

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : ইসরোর সাফল্যের স্বাদ পেল ইসরো। তারা দেখাল, ভারত শুধু চাঁদে মহাকাশযান পাঠাতেই পারে না, তাকে ফের ফিরিয়েও আনতে পারে পৃথিবীতে।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রোপালশন মডিউলকে সোমবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে ইসরো। এতদিন মডিউলটি চাঁদের কক্ষপথে ঘুরছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি ইসরোর বড় সাফল্য। কারণ, মহাকাশে কিছু পাঠিয়ে তাকে আবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার এই ঘটনা প্রমাণ করল, চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বেশ অনেকটাই এগিয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর লক্ষ্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

এই প্রোপালশন মডিউলে চেপেই চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান-৩। এটির সঙ্গে যুক্ত ছিল বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রমকে নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার পর প্রোপালশন মডিউল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মহাকাশেই। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চাঁদের কক্ষপথ থেকে প্রোপালশন মডিউলকে ফিরিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি আনলেন বিজ্ঞানীরা। তবে প্রোপালশন মডিউলকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সিএসসি রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : রাজনৈতিকগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। মঙ্গলবার লোকসভায় জিরো আওয়ারে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, রাজনৈতিক কারণের জন্য জনগণকে বঞ্চিত করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০২০ সালে কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল। অথচ এই কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সুযোগসুবিধা, আধার পরিষেবা এবং নানা প্রকল্পের সাহায্য পান সাধারণ মানুষ। এই কমন সার্ভিস সেন্টার বন্ধের কারণে ৪০ হাজার যুবককে পঞ্চায়েত স্তরে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। হুমকি দেওয়া হয় এখানে সিএসসি চালানো যাবে না।

বালুরঘাট সাংসদ অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যের জনগণের কথা শোনে না। কিন্তু সেই তৃণমূলই আবার সংসদে এসে রাজ্যের জনগণের জন্য লোক দেখানো কুম্ভীরাশ্রু মোচন করছেন। সুকান্ত মজুমদারের আরও অভিযোগ, তৃণমূল সরকার রাজ্যে অর্থনীতি ভিত্তিক গণনা হবে না বলে জানিয়েছে। যদি তা না হয় তাহলে কী করে জানা যাবে রাজ্যে কতজন গরিব এবং ধনী রয়েছেন? আর যদি এই গণনা না হয়, তবে গরিবদের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প কীভাবে করবেন তাঁরা?

সুকান্ত জানিয়েছেন, এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে বিজেপি, যার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের বক্তব্য আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে দায়ের করার জন্য। অথচ রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও হলফনামা এখনও আদালতে জমা দিতে পারেনি বলেও দাবি করেন সুকান্ত।

রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে দ্রৌপদী মুর্মু ও নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার।

কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের অবদান নিয়ে তর্কাতর্কি

সংসদে বাগযুদ্ধে শা-সৌগত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : গোবলয়ের তিন রাজ্যে অভাবনীয় জয়ের আবহের মধ্যেই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে তরজায় জড়ালেন অমিত শা, পীযূষ গোয়েল এবং অনুরাগ ঠাকুররা। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দমদমের তৃণমূল সাংসদ জম্মু ও কাশ্মীর রিজার্ভেশন সংশোধনী বিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন সংশোধনী বিলে আলোচনার সময় বলেন, 'আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান রাজনৈতিক স্লোগান।'

এরপরই তাঁর মন্তব্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান অমিত শা। তিনি বলেন, 'উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর। এক দেশে এক নিশান, এক প্রধান এবং এক সংবিধান এটা রাজনৈতিক মন্তব্য বলেছেন উনি। আমার মনে হয় দাদা, আপনার বয়স হয়ে গিয়েছে।' তীব্র ভাষায় শা বলতে থাকেন, 'একটি দেশে দু'জন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন। দুটি সংবিধান কীভাবে হয়। একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে।'

সৌগত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি। শা বলেন, 'যাঁরা ওই কাজ করেছিলেন তাঁরা ভুল করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কাজটি শুধরে

> আমি যে কলেজে পড়াতাম সেটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। ওঁর যে স্লোগান ছিল, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান, তা রাজনৈতিক স্লোগান। –সৌগত রায়

> একটি দেশে দুজন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে থাকবেন? দুটি সংবিধান কীভাবে হয়? একটি দেশের দুটি পতাকা কীভাবে হতে পারে?
> –অমিত শা

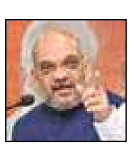

দিয়েছেন। আপনার সম্মতি বা অসম্মতিতে কী এসে যায়। সারাদেশ এটা চেয়েছিল। আর এটা নির্বাচনি স্লোগান ছিল না। আমরা ১৯৫০ সাল থেকে বলে আসছি। এক দেশে এক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান হওয়া দরকার। দুটি চলবে না। আর আমরা সেটা করেও দেখিয়েছি।'

শা'র আক্রমণের জবাবে সৌগত বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র হাতে নিক কাশ্মীরিরাই। ফারুক আবদুল্লার মতো বর্ষীয়ান নেতা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হন। কাশ্মীরিয়ৎ একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি, তা সকলের বোধগম্য হবে না। বিশেষ করে গুজরাটের কোনও নেতা বা দিল্লির কোনও রাজ্যপাল যেন কাশ্মীরে গিয়ে অহেতুক ছড়ি না ঘোরান।'

স্পিকার ওম বিড়লার নির্দেশে মাইক বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও সৌগত সাধ্যমতো তা প্রতিহত করেন। বিল নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌগত বলেন, 'এই বিলে আমার আপত্তি নেই। শুধু জানতে চাই কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে কী পেলেন মোদিজি? আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্য গঠন হত, মোদিজি কাশ্মীর ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে দিলেন। এখনও উপত্যকায় নাশকতা ঠেকাতে ব্যর্থ সরকার। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ?'

সম্প্রতি জঙ্গিহানায় শহিদ হয়েছেন সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ ৫ জন সেনা। ৩৭০ রোধের পরেও আজও সেখানে জঙ্গি দৌরাত্ম্য, নিরীহ মানুষের রক্তপাত নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। সেখানেও দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, জীবিকাহীনতা। অথচ কেন্দ্র সরকার শুধু লালচৌকে তেরঙ্গা উত্তোলন করেই খুশি। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা কবে বুঝবে সরকারপক্ষ, তা নিয়ে এদিন সংসদে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়।

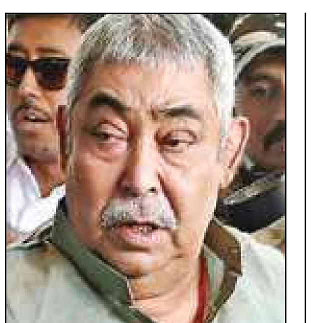

ফের পিছিয়ে গেল অনুব্রত মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৩-এর বাকি দিনগুলো জেলেই কাটাতে হবে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডলকে। বর্ষবরণও হবে তিহারেই। গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে হয় সেই আবেদনের শুনানি। দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ জানুয়ারি করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিন আদালতে অনুব্রতর আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, গরুপাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত এনামূল হক ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। অপর অভিযুক্ত সতীশ কুমারও জামিনে মুক্ত। অন্যদিকে, গ্রেপ্তারির পর ১৭ মাস কেটে গেলেও অনুব্রত এখনও জেলে। তাই বাকিদের মতো তাঁকেও জামিন দেওয়া হোক বলে যুক্তি দেন রোহতগি। জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু। তাঁর বক্তব্য, শাসক দলের নেতা হিসাবে বীরভূমে বিপুল প্রভাব রয়েছে অনুব্রতর। মামলার একাধিক সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন তিনি সিবিআইয়ের ডাকে হাজির হননি। অনুব্রতর অঙ্গুলি হেলনে জেলার পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। তাঁর দাবি, অনুব্রতর মামলা চলাকালীন বিশেষ আদালতের বিচারককে ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অনুব্রতর আইনজীবী পালটা অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকমাস কেটে গেলেও তদন্তকারী সংস্থার তরফে তাঁরা কোনও চার্জশিটের কপি হাতে পাননি। সিবিআই জানায়, মামলায় ৫টি চার্জশিট জমা পড়লেও এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি। শীর্ষ আদালত তখন তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়, একসপ্তাহের মধ্যে চার্জশিটের কপি অনুব্রত মন্ডলকে দিতে হবে। তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে সেই ব্যাপারে আদালতকে অবগত করতে বলা হয়েছে তদন্তকারীদের। চার্জ গঠনের পর অনুব্রতর জামিনের আবেদনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে বলে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে।

২০২২-এর অগাস্টে গরু পাচার মামলায় অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তাঁকে প্রাথমিকভাবে আসানসোল জেলে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে হেপাজতে নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত।

শস্যভর্তি বস্তার স্তূপে চাপা পড়ে মৃত ৭ শ্রমিক

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : শস্যের বস্তার স্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। গুরুতর জখম হন ৬ জন। দুর্ঘটনার জেরে ১০-১১ জন শ্রমিক চাপা পড়েছিলেন স্তূপাকার বস্তার নীচে। কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। আহতদের ভর্তি করা হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সোমবার সন্ধ্যায় কর্ণাটকের বিজয়পুরার নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় রাজগুরু পরমাদা সংস্থার একটি ভুট্টা প্যাকেট করার বেসরকারি গুদামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। গুদামের অন্যান্য কর্মী এবং দমকলকর্মীরা একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালান।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন রাজেশ মুখিয়া (২৫), রামরেজ মুখিয়া (২৯), শম্ভু মুখিয়া (২৬), রাম বালক (৫২), ধুরালচাঁদ মুখিয়া (৪৬), লুকো যাদব (৪৫) এবং কৃষ্ণ। নিহতেরা সকলেই বিহারের সমষ্টিপুর জেলার বাসিন্দা।

ইতিমধ্যে সংস্থার তরফে পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য করার কথা বলা হয়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী এমবি পাতিল জানান, দুর্ঘটনায় নিতদের পরিবারকে ৭ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে গুদামের মালিক সংস্থা দেবে ৫ লক্ষ এবং রাজ্য সরকার দেবে ২ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিজয়পুরার কাছে আলিয়াবাদের ওই গুদামটিতে খাদ্যশস্য প্যাকেট করার কাজ করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করছিলেন। গুদামে সারিবদ্ধভাবে শস্যভর্তি বস্তাগুলি রাখা ছিল। আচমকাই চারটি সারিতে ধস নামে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শস্যের স্তূপের নীচে ১০-১১ জন কর্মী চাপা পড়ে যান। প্রতিটি সারিতে প্রায় ১২০ টন করে শস্য রাখা ছিল। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : আগামী ২০৩০-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। সাম্প্রতিক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি।

২০২২-এ ভারত ব্রিটেনকে টপকে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হয়েছিল। ভারতের সামনে রয়েছে জার্মানি, জাপান, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এস অ্যান্ড পির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের জিডিপি গিয়ে দাঁড়াবে ৭.৩ লক্ষ কোটি ডলারে। ওই সময়ের মধ্যে জাপান এবং জার্মানি ওই অঙ্কে পৌঁছোতে পারবে না। সম্প্রতি একই কথা জানিয়েছিল আর এক আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকস।

এস অ্যান্ড পির গ্লোবাল ক্রেডিট আউটলুক ২০২৪-এ বলা হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের ওপরে থাকবে। পরের তিন অর্থবর্ষে এই হার হতে পারে যথাক্রমে ৬.৪ শতাংশ, ৬.৯ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ। এস অ্যান্ড পি আরও জানিয়েছে, ভারত এখন বিশ্বের বড় বৈশ্বিক উৎপাদনকেন্দ্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশের তালিকায় উঠে আসবে ভারত। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এই কাজে সাহায্য করবে ভারতকে। আগামী দিনে দেশের কর্মসংস্থানের হার আরও বাড়বে বলেও দাবি করেছে এই রেটিং সংস্থা।

সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার গীতিকা

সিয়াচেনে সতীর্থদের সঙ্গে গীতিকা কল।

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর : ইতিহাস তৈরি করলেন গীতিকা কল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের স্নো লেপার্ড ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন গীতিকা বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে প্রথম মহিলা মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত সিয়াচেন কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুর দিক থেকেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সিয়াচেনের মতো জায়গায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। এজন্য কঠোর প্রশিক্ষণ লাগে। তাতে সফল হয়েছেন ক্যাপ্টেন কল। সাফল্যের মাইলফলকটি পেতে গীতিকাকে সিয়াচেন ব্যাটল স্কুলে শারীরিক, মানসিক ও সহনশীলতার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। অতি উচ্চতায় অক্সিজেন কম থাকে। সেখানকার আবহাওয়া সমতলের মতো নয়। এমন কঠিন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল আয়ত্ত করে অন্যের চিকিৎসায় নিজেকে কাজে লাগানোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন গীতিকা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি কর্পস-এর পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে ক্যাপ্টেন গীতিকা কলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছে।

ধনীর তালিকায় প্রথম কুড়িতে গৌতম আদানি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : গত ৭ দিনে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সম্পদ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এই উত্থানের জেরে ফের বিশ্বের ধনীদের তালিকায় প্রথম ২০ জনে ফিরলেন এই শিল্পপতি। ব্লুমবার্গ বিলিয়েনার ইন্ডেক্স অনুযায়ী তিনি এখন ১৬তম স্থানে।

শ্রীলঙ্কায় একটি কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে ৫৫৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (ডিএফসি)। এই ঋণ মঞ্জুর করে ডিএফসির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোলা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অভিযোগ তদন্ত করার পর তা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণিত হয়েছে। ঋণের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হলেও তদন্ত আরও চলবে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে। তারপর থেকে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার দরে বড় পতন দেখা যায়। ওই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর গৌতম আদানির সম্পদ ১২০ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। ডিএফসির ক্লিনচিটে ফের সম্পদ বাড়ছে গৌতম আদানির। ধনীদের তালিকায় ১৩ তম স্থানে রয়েছেন আর এক ভারতীয় শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৯০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গুলিতে ঝাঁঝরা করণি সেনা প্রধান

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর : বলিউডের বিভিন্ন ছবির মুক্তির বিরোধিতা করে বার বার খবরের শিরোনামে এসেছে করনি সেনা। তাদের বিরোধিতার মুখে পড়েছে আশুতোষ গোয়ারিকরের ছবি 'যোধা আকবর' ও সঞ্জয়লীলা বনশালির 'পদ্মাবত'। এহেন শক্তিশালী শ্রী রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার সভাপতি সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার খুন হলেন।

রাজস্থানের জয়পুরে শ্যামনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি করে মেরেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সুখদেবের নিরাপত্তারক্ষী নরেন্দ্রকেও গুলি করা হয়। সুখদেব মারা গিয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর দেহরক্ষী সহ আরও এক ব্যক্তি। আততায়ীরা পালিয়েছে।

রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতা দখলের দুদিনের মধ্যে সুখদেব সিং গোগামেডির ওপর হামলা তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সূত্র জানিয়েছে, মরুরাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই খুনোখুনি শুরু হয়েছে। সুখদেব ছিলেন রাজপুত করণি সেনার নরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতা। জয়পুর পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন গোগামেডি। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে খুনের দায় স্বীকার করেছেন লরেন্স বিষ্ণয় ও

করণি সেনা প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি নিজের বাড়িতে খুন হলেন।

গোল্ডি ব্রার গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত রোহিত গোদারা। রোহিত সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'আমি গোল্ডি ব্রার-এর ভাই রোহিত গোদারা কাপুরসারি। সুখদেব সিং আমাদের শত্রুদের মদত দিচ্ছিল।' রোহিত বিকানীরের লুনাকরণের বাসিন্দা হলেও মূলত কানাডায় থাকে বলেই সকলের ধারণা। দেশের বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা রয়েছে। র‍্যাপার সিধু মুসাওয়ালা খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত রোহিত।

গোগামেডির এক নিরাপত্তাকর্মী জানিয়েছেন, আততায়ীরা ঢোকার সময় চা খাচ্ছিলেন সুখদেব। হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলেও গোগামেডিকে বাঁচানো যায়নি। আততায়ীরা বন্দুক দেখিয়ে রাজপুত নেতার বাড়ি থেকেই মোটর সাইকেল চুরি করে পালিয়েছে।

রাজস্থান রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্র জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গোগামেডির ঘরে চারজন ঢুকেছিল। তারা গোগামেডিকে গুলি করে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মিচাংয়ের জেরে জলমগ্ন চেন্নাই। নিজের পোষ্যকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলেছেন এক নাগরিক। ডানদিকে, শহরের কলাপক্কম থেকে অভিনেতা আমির খানকে উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

আসছেন না মমতারা, বৈঠক পিছোল কংগ্রেস

ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যে পরাজিত হওয়ার পর ইন্ডিয়া জোট শরিকরা কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল। বিপদ টের পেয়ে তাই তড়িঘড়ি বুধবার জোটের একটি বৈঠকও ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ কুমার, অখিলেশ যাদবরা তো বটেই, তামিলনাড়ুর দুর্যোগের কারণে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আসতে পারবেন না ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও। এই অবস্থায় বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কংগ্রেস। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেই বৈঠক হতে পারে।

বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্য থেকে উঠে আসছে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের অশান্তির আঁচ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল, সপা, আপের মতো শরিক দলগুলির ঠোকাঠুকি যে হারে বাড়ছে, তাতে ইন্ডিয়া জোটের সামনে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসও যে প্রয়োজনে জোটের রাস্তা ছেড়ে একলা চলার পথে হাঁটার তোড়জোড় শুরু করে দিতে পারে সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

তৃণমূল যেভাবে গোবলয়ের তিন রাজ্যের ফলাফল নিয়ে কংগ্রেসকে দুষেছে তার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'তৃণমূলের এসব কথাবার্তায় বিজেপি খুশি হবে। পাঁচরাজ্যের নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে মমতা কোনও বার্তা দেননি। কংগ্রেস লড়ে হেরেছে। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হল। মমতা চুপ করে কাকে সমর্থন করলেন?' অধীরের মন্তব্যের জবাবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে অধীর বলছে বামেদের সঙ্গে চলবে। কংগ্রেসের দাদাগিরির অভ্যাস আছে। কংগ্রেসের দোষে বিজেপি এই জায়গায় এসেছে।'

সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিন রাজ্যের ভোটে মানুষ হারেনি। পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। অখিলেশ যাদব নাম না করলেও পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবার কংগ্রেসের অহংকার শেষ হবে। মমতা, অখিলেশরা এখনই জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন এমন কথা বলেননি। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে তাঁরা যে ইন্ডিয়া জোটে থাকবেন না সেটা তাঁদের কথাবার্তায় পরিষ্কার। এরইমধ্যে বিজেপি সম্পর্কে হৃদয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের তরফে। দলের সীতামারির সাংসদ সুনীলকুমার পিন্টু বলেছেন, তিন রাজ্যের ভোটের ফল দেখিয়ে দিয়েছে, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় এই কথা শুনে জেডিইউয়ের মুখপাত্র নীরজ কুমার অবশ্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন, 'পিন্টু যদি এতই মোদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তাহলে ওঁর লোকসভা ভোটের আগেই সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়া উচিত।' অন্যদিকে বিজেপি অবশ্য পিন্টুর কথায় উৎসাহিত। পাটনার রাজনীতিতে গুঞ্জন, ইন্ডিয়া জোটে যদি থরহরিকম্প চলতেই থাকে তাহলে বিহারে মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নীতীশ কুমার। ২০২৫ সালে বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগেই তিনি ফের এনডিএ-তে ফিরে যেতে পারেন। তবে জেডিইউ এমন সম্ভাবনা আগাগোড়া খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বও নীতীশকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। কিন্তু জোট শরিকরা নিজেদের মতো অঙ্ক কষা শুরু করায় ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ ক্রমশ বিশবাঁও জলের দিকে এগোচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে পরাজয়ের পর তৃণমূল, সপার মতো দলগুলি ইন্ডিয়া জোটে আর কংগ্রেসকে খোলা মাঠ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। মমতা সোমবার বলেছিলেন, তিনি বুধবারের বৈঠক সম্পর্কে কিছু জানতেন না। জবাবে জয়রাম রমেশ জানান, বুধবারেরটা ছিল ঘরোয়া বৈঠক। আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক বসবে ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর। কংগ্রেসের তরফে যে শতাংশের হিসেব সামনে আনা হয়েছে সেটিই এখন হাত শিবিরের সবথেকে বড় অস্ত্র। তারা প্রাপ্ত ভোটের হিসেব দেখিয়ে এখনও জোটের রাশ নিজেদের হাতে টেনে রাখতে সক্রিয়। কিন্তু তাতে খুব একটা আশার আলো দেখছেন না শরিক দলগুলির নেতৃত্ব। সপা সভাপতি বলেছেন, 'আমরা যেখানে আলোচনা শেষ করেছিলাম সেখান থেকে ফের কথা শুরু হবে। যে দল যেখানে শক্তিশালী সেখানে বাকিদের ওই দলকে সমর্থন করা উচিত।'

একনজরে

- বুধবারের বৈঠক পিছিয়ে দিল কংগ্রেস
- বৈঠকে থাকছেন না মমতা, নীতীশ, অখিলেশ, স্ট্যালিন
- কংগ্রেসের দাদাগিরি মানতে নারাজ তৃণমূল, সপা
- মমতার বক্তব্যে বিজেপি খুশি হবে, খোঁচা অধীরের

বিআরএস-বধের নায়ক রেবন্তেই আস্থা রাহুলের

বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : পুরো নাম অনুমুলা রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানার কংগ্রেস প্রধান। তাঁকেই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হতে পারে। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন খোদ রাহুল গান্ধি। এদিন দিল্লিতে রাহুল বলেন, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।' রেবন্ত রেড্ডি কি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইতিবাচক ইঙ্গিত করেন রাহুল। কংগ্রেস সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বাছতে সোমবারই সদ্যজয়ী কংগ্রেস বিধায়কদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে। অধিকাংশ বিধায়ক রেবন্তকে সমর্থন করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে দেওয়া হয়। সেইমতো খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল সহ শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাহুল। সেখানেই ৫৬ বছর বয়সি রেবন্ত রেড্ডির নাম চূড়ান্ত হয়।

রেবন্তের পাশাপাশি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উত্তমকুমার রেড্ডি, বিরোধী দলনেতা ভাট্টি বিক্রমাঙ্ক মাল্লু ও বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রভাবশালী নেতা কে রাজাগোপাল রেড্ডির নামও বৈঠকে উঠেছিল বলে সূত্রটির দাবি। শেষপর্যন্ত অবশ্য রেবন্ত রেড্ডির নামেই সিলমোহর পড়েছে। সদ্য শেষ হওয়া ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে একমাত্র তেলেঙ্গানায় জয় পেয়েছে কংগ্রেস। স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের পর প্রথমবার সেখানে সরকার গড়তে চলেছে তারা। রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের প্রধান কারিগর ধরা হচ্ছে রেবন্ত রেড্ডিকে।

গত বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল কংগ্রেস। দলের অধিকাংশ বিধায়ক কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএসে যোগ দিয়েছিলেন। হায়দরাবাদ পুরভোটে কংগ্রেসের চেয়ে অনেক ভালো ফল করেছিল বিজেপি। ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকে ধরে নিয়েছিলেন বিধানসভা ভোটেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিতে চলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। '২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, বিজেপি ও মিমের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবেন কেসিআর। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারের পারদ যত চড়তে থাকে ততই বিজেপি-মিমকে পিছনে ফেলে বিআরএসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসতে থাকে কংগ্রেস। বিআরএস, বিজেপি দু'দল থেকে বহু নেতা কংগ্রেসে যোগ দেন। এই দলবদল পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মালকাজগিরির সাংসদ রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর হাত ধরেই রাজ্যে ঘুরে দাঁড়ায় কংগ্রেস। শেষপর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে অনেক শক্তিশালী বিআরএসকে পিছনে ফেলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে খাড়গে-রাহুলের দল।

১১৯ আসনের বিধানসভায় তাদের বিধায়ক ৬৪। সহযোগী সিপিআইয়ের বিধায়ক এক। ৩৯ আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিআরএস। অনেক পিছনে বিজেপি (৮) ও মিম (৭)। তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রেবন্তের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার তেলেঙ্গানার হবু মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা জনগণের রায়। আমাদের এই বিপুল সমর্থনের কারণ খোঁজার দরকার নেই। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। জনগণই কেসিআরকে হারিয়ে দিয়েছে।'

ঘূর্ণিঝড় : বৃষ্টি অন্ধ্র-তামিলনাড়ুতে মৃত বেড়ে ১২

চেন্নাই ও হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের বাপতালা জেলার স্থলভাগে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মিচাং। তিন ঘণ্টা ধরে চলল এই আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া। মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিম বর্ধমান ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘূর্ণিঝড় মিচাং স্থলভূমিতে প্রবেশ করে। ৯০ থেকে ১১০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে থাকে। সমুদ্রের জলে বড় ঢেউ দেখা যায়। অন্ধ্রের উপকূল পেরোতে এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সময় লাগে দু'ঘণ্টা। এরপর ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঝড়ে পরিণত হয়। এর প্রভাবে আগামী দু'দিন বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে। বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুতেও। প্রশাসনিক কর্তাদের আশঙ্কা, ঝড়-বৃষ্টির ফলে শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

মঙ্গলবার বলিউড অভিনেতা আমির খানকে চেন্নাইয়ের কলাপক্কম থেকে উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গতকাল চেন্নাইয়ে জলবন্দি হয়ে পড়েছিল একটি কুমির। আজ আমির। গত অক্টোবরে তিনি চেন্নাই এসেছিলেন তাঁর অসুস্থ মা'কে দেখতে। তারপর সেখানেই থেকে যান। বৃষ্টিতে তিনিও জলবন্দি হয়ে পড়েছিলেন। শেষমেশ মাছ ধরার নৌকা নিয়ে উদ্ধার করা হয় বলিউড তারকাকে। আমিরের সঙ্গে একই নৌকায় ছিলেন তামিল তারকা বিষ্ণু বিশাল। তিনি আমিরের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমের পাতায়। সঙ্গে লেখেন, 'বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করার জন্য উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই চেন্নাইতে সোমবার ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি থামলেও এখনও শহরজুড়ে রাস্তায় জল জমে আছে। হাসপাতালের ভিতরে জল ঢুকে গিয়েছে। নীচু এলাকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শহরের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ নেই। পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শহর থেকে জল বেরোতে পারছে না। প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল-রাস্তা ভেঙে পড়েছে, গাড়ি ভেসে গিয়েছে, প্রচুর বাড়িতে জল ঢুকেছে। ঝড়-বৃষ্টিতে সবমিলিয়ে চেন্নাইয়ে মৃত বেড়ে হয়েছে ১২ জন। আহত ১১।

শহরের নীচু এলাকা থেকে প্রচুর মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবার বোট, ট্র্যাক্টর এমনকি মাছ ধরার নৌকা নিয়েও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, বন্যাদুর্গত ৯ টি জেলায় প্রায় ৬২ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। এর সঙ্গে ১১ লক্ষ খাবার ও ১ লক্ষ দুধের প্যাকেট বিলি করা হয়েছে।

ফের ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন

ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের ভোটের ফলের পর মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, বাজারে এমন চিপ রয়েছে যার সাহায্যে যে-কোনও যন্ত্র হ্যাক করা সম্ভব। শুধু কংগ্রেস নয়, ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাও।

কংগ্রেসের অপর নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ অবশ্য সরাসরি ইভিএমকে দোষারোপ করেননি। যদিও বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে তিনিও একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কিছু প্রাক্তন বিধায়ক এবার নিজেদের গ্রামে ৫০টিও ভোট পাননি। কমলের মতে, 'কোনওরকম আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমি রাজি নই। আমি সবার সঙ্গে কথা বলব। মানুষ কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।'

বিজেপি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে ১৬৩টিতে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে ৬৬টি আসন। অথচ ভোটের আগের দিনও কংগ্রেস দাবি করেছিল, তারাই এবার মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় আসছে।

> "আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?
> –দিগ্বিজয় সিং

এই অবস্থায় শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে বিজেপির বিপুল জয় নিয়ে তাই প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস শিবিরের একাংশ। তবে দিগ্বিজয় যেভাবে ইভিএমের বিরোধিতা করেছেন তাতে তাঁর সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে। হিমাচলপ্রদেশ এবং কর্ণাটকেও জিতেছে। ভোটে হারলেই কংগ্রেস দোষারোপ শুরু করে দেয়। এটা ইন্ডিয়া জোট নয় ঘমন্ডিয়া জোট। এই জোটের পতন অনিবার্য।' দিগ্বিজয় বলেন, 'আমি ২০০৩ সাল থেকে ইভিএমের বিরোধিতা করছি। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে কি আমরা পার্সোনাল হ্যাকারের হাতে তুলে দিতে পারি?' তাঁর প্রশ্ন, 'নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্ট কি আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে?' এদিকে হারের পর এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কমল নাথ। হারের কারণ এবং আগামী দিনের কৌশল নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

নিহতদের পরিবার সহ গোটা গ্রাম ভিড় জমিয়েছে। মঙ্গলবার ইম্ফলে।

১৩ পিএলএ ক্যাডারের দেহ আনা হল ইম্ফলে

ইম্ফল, ৫ ডিসেম্বর : মায়ানমার সীমান্তবর্তী টেংনুপাল গ্রামের কাছে এক সংঘর্ষে ১৩ জনের মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে মণিপুর প্রশাসন। মৃতরা সকলে নিষিদ্ধ ঘোষিত মেইতেই জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য ইম্ফলে আনা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে চলছে ময়নাতদন্তের কাজ। সংঘর্ষের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে ২ জন কিশোর। সম্ভবত মায়ানমারে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের ওপর হামলা চালায়। পিএলএ-র বেশ কয়েকজন সদস্য পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এদিন বিকাল পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি প্রশাসন। টেংনুপাল ও তার আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সোমবার যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে সেটি মেইতেই-কুকি সংঘর্ষপ্রবণ অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত। টেংনুপাল সংলগ্ন লেইথু পাহাড় দিয়ে মণিপুরের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা মায়ানমার যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মঙ্গলবারের সংঘর্ষে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

'গোমূত্র রাজ্যেই জেতে বিজেপি'

বিতর্কে ডিএমকে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ফের সনাতন বিতর্কে জড়াল ডিএমকে। তাও আবার এমন একটি সময়ে যখন গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে গেরুয়া শিবিরের বিজয় রথ তরতরিয়ে ছুটছে। তার জেরে আরও একবার বিজেপির ক্ষোভের মুখে পড়ল ডিএমকের জোটসঙ্গী কংগ্রেস। আর এর সঙ্গে দ্রাবিড়ভূমের জাত্যাভিমানের প্রসঙ্গটিও সামনে চলে এসেছে। মঙ্গলবার ডিএমকের সাংসদ ডিএনভি সেন্থিলকুমার হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিকে গোমূত্র রাজ্য বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দি বলয়ের রাজ্য যেগুলিকে আমরা গোমূত্র রাজ্য বলে থাকি, শুধুমাত্র সেখানেই জেতার ক্ষমতা রয়েছে বিজেপির। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।' কেরল, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে বিজেপির নির্বাচনি ফলের দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি। সেন্থিলকুমার বলেন, 'আপনারা দক্ষিণ ভারতে আসতে পারবেন না। তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের ফলের দিকে দেখুন। আমরা ওখানে অত্যন্ত শক্তিশালী। আপনারা যদি এই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে সেখানে ঘুরপথে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন তাহলেও আমরা আশ্চর্য হব না। কারণ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে আপনারা স্বপ্নেও পা রাখার কথা ভাবতে পারবেন না।'

স্ট্যালিনের দলের সাংসদের এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তিনি বলেন, 'উত্তর ভারতীয় বন্ধুদের ফুচকা বিক্রেতা, শৌচাগার মিস্ত্রী বলার পর ইন্ডিয়া জোটের ডিএমকে সাংসদ এবার গোমূত্র কটাক্ষ করেছেন। এই ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেন, 'এমন মন্তব্য আমাদের সনাতনি ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান। ডিএমকে খুব শীঘ্রই গোমূত্রের উপকারিতা জানতে পারবে। কেউ যদি দেশের মানুষের আবেগ নিয়ে খেলার চেষ্টা করে তাহলে জনতা তাদের উচিত জবাব দেয়।' কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী সিটি রবি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের নেতা রাহুল গান্ধি কি এমন মন্তব্যকে সমর্থন করেন। কংগ্রেস ও তাদের শরিকরা আর কতদিন ভারতীয়দের অপমান করবে।' লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি অবশ্য ডিএমকে সাংসদের মন্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, 'সংসদের ভিতর কে কী বললেন তাতে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা গোমাতাকে সম্মান করি।' তাঁর দলের সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডিএমকে সাংসদের উচিত, নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।'

বাড়ছে দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা

হিসাব শতাংশে

পেশা	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
দিনমজুর	২২.৪	২৩.৪	২৪.৬	২৫.৬	২৬.৪
গৃহিণী	১৭.১	১৫.৪	১৪.৬	১৪.১	১৪.৮
স্বনির্ভর	৯.৮	১১.৬	১১.৩	১২.৩	১১.৪
বেকার	৯.৬	১০.১	১০.২	৯.৭	৯.৬
চাকরিজীবী	৮.৯	৯.১	৯.৭	৮.৪	৯.২
পড়ুয়া	৭.৬	৭.৪	৮.২	৮.০	৭.৬
কৃষক	৭.৭	৭.৪	৭.০	৬.৬	৬.৬
অবসরপ্রাপ্ত	০.৮	০.৯	১	০.৯	০.৮
অন্যান্য	১৬.২	১৪.৭	১৩.৪	১৪.৪	১৩.৫
মোট আত্মহত্যা	১,৩৪,৫১৬	১,৩৯,১২৩	১,৫৩,০৫২	১,৬৪,০৩৩	১,৭০,৯২১

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ভারতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে আত্মহননের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ২০২২ সালে দেশে প্রতিদিন গড়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪৬৮ জন, যাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই দিনমজুর, খেতমজুর ও কৃষক।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র যে সমীক্ষা কেন্দ্রের কাছে গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে সারা দেশে আত্মঘাতীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তথ্য বলছে, দিনমজুরদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি (২৬ শতাংশ)। এই হার গত পাঁচ বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। গত বছর সারা দেশে আত্মঘাতী হন মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষ, যা ২০২১-এর তুলনায় ৪.২ শতাংশ বেশি। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যার সংখ্যা ২৭ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় আত্মহত্যার সংখ্যা পাঁচ বছর আগে (২০১৮ সালে) ছিল ১০.২ শতাংশ, গত বছর (২০২২) তা বেড়ে হয়েছে ১২.৪ শতাংশ। গত বছর আত্মঘাতীদের মধ্যে ১১.৪ শতাংশ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষজন ছিলেন। কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় সবার আগে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তারপর রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশ। দিনমজুরদের আত্মহত্যার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে তামিলনাড়ুতে (৭,৮৭৬)। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (৬,২৭৫) এবং মধ্যপ্রদেশ (৫,৩৭১)।

কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, দিল্লি (৩,৩৬৭), বেঙ্গালুরু (২,৩১৩), চেন্নাই (১,৫৮১) ও মুম্বই (১,৫০১)-এর মতো দেশের অত্যাধুনিক শহরগুলিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি এবং এই সংখ্যা ফি বছর বাড়ছে। এ ব্যাপারে রাজধানী দিল্লি সবচেয়ে এগিয়ে। সেখানে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২-এ আত্মহত্যা ২২ শতাংশ বেড়েছে।

আত্মহত্যার মূল কারণ হিসাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যা এবং অসুস্থতাকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে। ৯.৩ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যার জেরে। এছাড়া ধার-দেনা ও আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার চাপ থেকে আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে ৪.১ শতাংশ ক্ষেত্রে।

গত বছর সংখ্যার নিরিখে আত্মহত্যার শীর্ষে ছিল মহারাষ্ট্র (২২,৭৪৬)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল তামিলনাড়ু (১৯,৮৩৪) এবং মধ্যপ্রদেশ (১৫,৩৮৬)। সরকারি রিপোর্টে গত বছর ১৫০টি গণ-আত্মহত্যা বা পরিবারসুদ্ধ আত্মহত্যার ঘটনার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এই ধরনের আত্মহননের ঘটনায় জড়িতদের সংখ্যা ৩২৫।

তপনে অকাল হোলি

তিন রাজ্যে জয় পাওয়ায় মঙ্গলবার অকাল হোলিতে মাতলেন তপনের মালঞ্চার বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি এদিন পথচলতি মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। উপস্থিত ছিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের কর্মবিরতির ডাক

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : জেলার প্রতিটি গ্রামে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সোশ্যাল অডিটের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী বা ভিআরপি। অভিযোগ, চলতি বছরে সোশ্যাল অডিটের জন্য তাঁদের অতি অল্প সময় দেওয়া হয়েছে ও যথেষ্ট কর্মী নিযুক্ত করা হয়নি। যার জেরে জেলার আটটি ব্লকেই তাঁরা কর্মবিরতির ডাক দিলেন। সোমবার দুপুরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক কর্মী এসে জমায়েত হন। এরপর একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের দপ্তরে সোশ্যাল অডিটে বিরত থাকার আবেদনপত্র জমা করে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

বালুরঘাট ব্লকের ভিআরপি আবদুল মান্নান সরকার জানান, '১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পিএম পোষণের সোশ্যাল অডিটের কাজে আমরা বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছি। আগে যেখানে আটজন করে কর্মী নিযুক্ত হত, সেখানে এবারে একজন দেওয়া হয়েছে এবং একদিনে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। আমরা যার বিরোধিতা করছি। ২০টিরও বেশি প্রকল্পে ফিল্ড ভিজিট, ফাইল ভেরিফিকেশন সহ একাধিক জটিল কাজ করতে হয়। যা একজনের পক্ষে পঞ্চায়েতের সমস্ত সংসদ ঘুরে কাজ করা সম্ভব নয়।'

গাজোলে সিটুর বিক্ষোভ

গাজোল, ৫ ডিসেম্বর : সিটু অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির তরফে সোমবার ১২ দফা দাবি নিয়ে সিডিপিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। এদিন দুপুরে সংগঠনের কর্মীরা মিছিল করে আসেন সিডিপিও অফিসের সামনে। দপ্তরের সামনে কর্মীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে সংগঠনের তরফে নেতারা বক্তব্য পেশ করেন। দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ চলাকালীন কয়েকজন প্রতিনিধি দাবিপত্র নিয়ে সিডিপিও খোকন বৈদ্যর সাথে কথা বলেন। তুলে দেওয়া হয় দাবিপত্র।

সংগঠনের নেত্রী আলো বিশ্বাস বলেন, '১২ দফা দাবি ভিত্তিতে আমরা এইদিন ডেপুটেশন দিলাম। যার মধ্যে প্রধান দাবি, সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে প্রোমোশন দিতে হবে।

এইদিন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সিটু নেতা মোশারফ হোসেন।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ডেপুটেশন

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : বেতন বৃদ্ধি সহ ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির অভিযোগ তুলে রিজিওনাল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দিল পশ্চিমবঙ্গ এসএসকে এমএসকে অ্যান্ড টিচার্স ঐক্য মুক্তমঞ্চের মালদা জেলা শাখা। সোমবার সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে সারাশহর পরিক্রমা করে স্মারকলিপি তুলে দেন।

সংগঠনের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু এখনও তাঁদের সেই দাবি মানা হয়নি। এদিকে, ম্যানেজমেন্টের গাফিলতিতে তাঁরা সময়মতো বেতন পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ। বাধ্য হয়ে সংগঠনের সদস্যরা আজ নিজেদের দাবি নিয়ে রিজিওনাল ম্যানেজারের হাতে ডেপুটেশন দিচ্ছেন।

প্রতিবাদে পথে এসইউসিআই

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : দলীয় কর্মীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত আচরণের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাস্তায় নামল এসইউসিআই। এদিন সন্ধ্যায় সংগঠনের তরফে

বালুরঘাটজুড়ে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড সহযোগে মিছিলে শামিল হন দলীয় নেতৃত্ব।

সংগঠনের নেতা বীরেন মোহন্ত জানান, 'সোমবার কলকাতায় বিধানসভার সামনে রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিল। সেখানে পুলিশি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বর্বরতা দেখানো হয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে মিছিল করছি। তার সঙ্গে স্মার্ট মিটারেরও বিরোধিতা করছি।'

স্বেচ্ছাসেবক দিবসে আলোচনা

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভায় মিলিত হলেন রায়গঞ্জের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত সংগঠন। এদিন রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে কেক কেটে দিনটি পালিত হয়। রায়গঞ্জ ও সন্নিহিত এলাকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত হন। বিভিন্ন সেবামূলক কাজে আরও গতি আনতে এদিনের আলোচনা সভা বলে জানিয়েছেন উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকরা।

শরীর কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে ঝলসে কাঠ

পেট্রোল পাম্পে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত্যু ১ জনের

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : পেট্রোল পাম্পে বিকট শব্দে ফাটল অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সিলিন্ডার। ঘটনায় প্রাণ হারালেন একজন। মৃতের নাম শ্যামল দে (৫৬)।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ডেনডুপ শেরপা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, বংশীহারী থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ অন্যান্য পুলিশকর্তা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটে সোমবার সাড়ে সাতটায় বংশীহারী দৌলতপুর এলাকায় ৫১ জাতীয় সড়কের ধারে একটি পেট্রোল পাম্পে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্যামল দে (মৃত) পেশায় ভ্রাম্যমাণ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের গ্যাস রিফিলার। দক্ষিণবঙ্গ সহ উত্তরবঙ্গের পাম্পগুলিতে গ্যাস সরবরাহ করেন।

গত ৩০ নভেম্বর পণ্যবাহী ছোট লরি করে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেন। মালদা, দক্ষিণ, উত্তর দিনাজপুর হয়ে শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে যাওয়ার কথা ছিল।

সোমবার সন্ধ্যায় দৌলতপুর পেট্রোল পাম্পে আসেন। পাম্প মালিকের সঙ্গে কথা বলে দুটি খালি অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রে গ্যাস রিফিলের কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয় সিলিন্ডার রিফিল করতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। বিকট শব্দে ফাটে সিলিন্ডার। শ্যামল দে'র শরীর কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে ছিটকে পড়ে মাটিতে। শরীরের প্রায় ৯৫ শতাংশ আগুনে ঝলসে গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শ্যামল দে'কে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ বর্ধমানে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মঙ্গলবার ভোরে মৃতের ছেলে শুভ দে -সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য বংশীহারী থানায় পৌঁছান।

ছেলে শুভ জানিয়েছেন, 'বাবা ৩৫ বছর ধরে এই ব্যবসা করে আসছেন। যতটুকু খবর আমরা পেয়েছি, তার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, নিম্নমানের পুরোনো সিলিন্ডার ব্যবহারের ফলেই এই দুর্ঘটনা। প্রেসার সহ্য করতে না পারায় সেটি ফেটে যায়।'

এই ঘটনায় ওই এলাকার পাম্পগুলোর অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সিলিন্ডারের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কী বছরের পর বছর মেয়াদ শেষ হওয়া পুরোনো সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিল করে মেয়াদ উত্তীর্ণের পুরোনো লেবেল তুলে নতুন লেবেল সেঁটে কাজ চালানো হচ্ছে।'

জানা গেছে, যে সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিলিং চলছিল, তার গায়ে থাকা লেভেলে লেখা ছিল বিকাশ সরকারের 'বেঙ্গল স্টার ফায়ার সেফটি ডিভিশন'-এর নাম। এছাড়াও সিলিন্ডারের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ১৯/০৬/২৫। সম্প্রতি আইওসি কর্তারা পাম্প পরিদর্শনের সময় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের মক টেস্ট করেন। যে কারণে সিলিন্ডার দুটি খালি হয় যা রিফিল করতে গিয়েছিলেন শ্যামল দে।

পাম্প মালিক জাকির হোসেন বলেন 'সিলিন্ডার রিফিল করার কোনও ইচ্ছে ছিল না। একরকম জোর করে শ্যামলবাবু সিলিন্ডার রিফিল করেন। একটি সিলিন্ডারের রিফিলিংয়ের কাজ ঠিকঠাক হলেও দ্বিতীয় সিলিন্ডারের রিফিলিংয়ের কাজ করতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি।'

উৎসবে ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের দাম কমল

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : উৎসবের মহলে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড, টেকনো এবার তাদের ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের নতুন দাম ঘোষণা করল। আগে এই ফোল্ডেবল ফোনটির দাম ছিল ৮৮,৮৮৮ টাকা। উৎসবের জন্য দাম কমে হয়েছে ৬৯, ৯৯৯ টাকা। অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের উপস্থিতিতে এই ঘোষণাটি হয় কলকাতার বিখ্যাত টেক রিটেলার, দ্য প্রাইম মোবাইল অ্যান্ড গ্যাজেট স্টোরের একটি অনুষ্ঠানে। টেকনো মোবাইল ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, 'টেকনোর 'স্টপ অ্যাট নাথিং'-এর মূল লক্ষ্য ভারতের প্রত্যেক কোনায় থাকা আমাদের ক্রেতাদের হাতে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ডিভাইস তুলে দেওয়া। সেইসঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাজার টানতে এদিন ফ্যান্টম ভি ফোল্ডের স্পেশাল দাম ঘোষণার পাশাপাশি অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের সঙ্গে স্পার্ক গো ২০২৪ উন্মোচন হয়।' জানা গিয়েছে, স্পার্ক গো ২০২৪ হল একটি ৯০ হার্টজ ডট-ইন ডিসপ্লে উইথ ডায়নামিক পোর্টযুক্ত উচ্চমানের স্মার্টফোন। যার দাম শুরু হচ্ছে ৬,৬৯৯ টাকায়। এই নতুন স্মার্টফোনটি যে কোনও মোবাইলের দোকান ও অ্যামাজনে পাওয়া যাবে ৭ ডিসেম্বর থেকে।

মেডিটেশন শিবির

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সকালে ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় শাখা উকিলপাড়া লিচুতলা বিকে সেন্টারে রাজযোগ মেডিটেশন শিবির হল। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার একটি বিশেষ ক্লাস নেন অজন্তা মাতা। সেন্টার ইনচার্জ বিকে ঊষা বলেন, 'সংস্থার গাইডলাইন মেনে মেডিটেশনের পর ভোগের আয়োজন করা হয়।' পাশাপাশি এদিন রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড়ে অবস্থিত ব্রহ্মাকুমারী'স মেইন সেন্টারেও মহা ভোগের আয়োজন করা হয়।

মালদায় সিল বেআইনি ল্যাব

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : দুটি প্যাথলজি ল্যাবরেটরি এবং একটি ইউএসজি সেন্টার সিল করল জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, ফলস চেক আপ, চিকিৎসক ছাড়া রিপোর্ট তৈরি সহ একাধিক অভিযোগে মঙ্গলবার কালিয়াচক-১ ব্লকে ওই দুটি ল্যাব ও ইউএসজি সেন্টার সিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়া ওই সেন্টারগুলি চালানো হচ্ছিল। তাছাড়া চিকিৎসক ছাড়াই বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরি হচ্ছিল। সিল করা ইউএসজি সেন্টারের নার্সিংহোমে অপারেশনের আগে ভুয়ো প্রি অ্যানাস্থেটিক চেক আপ করা হত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

লোনের কিস্তি নিয়ে বিবাদ, শাশুড়িকে ছুরির কোপ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : লোনের কিস্তি দেওয়া নিয়ে জামাই ও শাশুড়ির মধ্যে বিবাদ। আর এই বিবাদের জেরে শাশুড়ির পেটে ছুরি মারল গুণধর জামাই। আহত শাশুড়ির নাম নুরেসা বিবি(৪৭), তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের ডাঙা ইমদাদুল উলুমের পাশে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়।

নুরেসার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম কুদ্দুস শেখ, মেয়ের নাম তুহিনা খাতুন। তুহিনার বিয়ে হয়েছে জালালপুর পঞ্চায়েতের ফতেখানি এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। তুহিনার স্বামী আবুল কালাম আজাদকে তাঁর শাশুড়ি ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার টাকা লোন তুলে দিয়েছিলেন। কথা হয়েছিল কিস্তিগুলো তাঁর জামাই ঠিকমতো মিটিয়ে দেবে। কিন্তু কয়েকটা কিস্তি বেরিয়ে যাওয়ার পরেও আজাদ টাকা দেইনি। ফলে ব্যাংক থেকে তাগাদা শুরু করে। এই অবস্থায় নুরেশা জামাইয়ের কাছে টাকা চাইতে যান। এই সময়েই উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক বেঁধে যায়। টাকা দিতে অস্বীকার করায় জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়। অভিযোগ, এরপরেই আজাদ ছুরি বের করে শাশুড়ির পেটে ঢুকিয়ে দেয়। এর পরেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন নুরেসা বিবি। নুরেসার অভিযোগ, 'টাকা নিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিস্তির টাকা দিচ্ছিল না জামাই। টাকা তাগাদা করতে গেলে আমার উপর চড়াও হয়। আমাকে ছুরি মারে।'

নুরেসার মেয়ে তুহিনা খাতুনের কথায়, স্বামীকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, 'টাকা দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে টাকা না দেওয়ার কারণে ব্যাংক থেকে মাকে তাগাদা দেওয়া হয়। টাকা চাইতে গেলে হামলা চালায়। আমার মা মেডিকেলে ভর্তি রয়েছে।'

নুরেসার ছেলে কুদ্দুস শেখ জানান, 'আমরা কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেললাইনে যুবকের দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল হরিশ্চন্দ্রপুরে। এদিন বিকেল হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মিলনগড় রেলওয়ে স্টেশনের মাঝখানে কানখোল নদীর ওপর ব্রিজের কাছে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। পুলিশ এসে ওই যুবকের দেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। মৃতের নাম শেখ আপেল বয়স (২৩)। বাড়ি রেললাইন লাগোয়া সোনাকুল এলাকায়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রতিবাদ মিছিল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ ডিসেম্বর : সীমাহীন দুর্নীতি, বেকারি, সারের কালোবাজারি, স্মার্ট মিটার, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে ও দু'শোর বেশি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিলের প্রতিবাদে বিধানসভায় এসইউসিআই-এর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়ে রাজ্য সরকারের কালো সার্কুলার পুড়িয়ে প্রতিবাদ দিবস পালন হয় মঙ্গলবার।

আজ বালুরঘাটে ঝাঁপ বন্ধ

প্রথম পাতার পর

কৃষকরা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হব।' এনিয়ে বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র জানান, 'আমরা দু'পক্ষের সঙ্গেই কথা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি, সমাধান সূত্র বের হবে।' এদিকে, জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা পুরসভাকে বিষয়টি দেখার জন্য জানিয়েছি। পুরো ঘটনার উপর আমরা নজর রাখছি।'

মুথরাপুরে রোগমুক্তির প্রার্থনা রক্ষাকালী পুজোয়

আজাদ

মানিকচক, ৫ ডিসেম্বর : রোগ, ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরু হয়েছিল রক্ষাকালীর পুজো। স্বপ্নাদেশে শুরু হওয়া প্রায় দেড়শো বছরের এই পুজো ঘিরে মথুরাপুরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় জমান। রক্ষাকালীর পুজো ঘিরে রয়েছে বিবিধ নিয়মকানুন। সূর্য ওঠার পর থেকে শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। আর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই পুজো করে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হয়। কাঁচা মাটির প্রতিমায় পূজিতা হন রক্ষাকালী। পুজোকে ঘিরে বলি প্রথার রীতি আজও অটুট, বসেছে মেলাও।

স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মায়ের কাঁচা মাটির প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব পান বসাক পরিবারে। এদিন বসাক বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী জীতেন বসাক মায়ের প্রতিমা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত। জীতেন বসাক কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। শুধুমাত্র মায়ের প্রতিমা বানাতে প্রতি বছর পুজোর মথুরাপুরের বাড়িতে চলে আসেন। জীতেনবাবু জানান, 'আমার বাবা চন্দ্রমোহন বসাক স্বপ্নাদেশে মায়ের প্রতিমা বানাতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সেই দায়িত্ব আমি পেয়েছি। এখন বয়স হয়েছে আমার। এখন আমাকে সাহায্য করে আমার ছোট ছেলে পিন্টু ও প্রতিবেশী সুভাষ। পুজোর সময় আসলে আমি মায়ের স্বপ্নাদেশ পাই। যেন মা আমাকে ডাকছেন। তাই হাজার কাজ থাকলেও এই দিন আমি গ্রামের বাড়ি চলে আসি।' পুজো উদ্যোক্তা সন্তোষ মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, অনেক বছর আগে মথুরাপুরে কলেরা, ওলাওঠা রোগ ব্যাপকভাবে থাবা বসায়। রোগের কবলে পরে অনেকের মৃত্যু হয়। দাহ না করে গঙ্গার পাড়ে দেহ ফেলে পালাত পরিজনরা। চরম বিপদে হাজির হন এক সাধু বাবা। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে সেই সাধু বাবার দ্বারস্থ হন গ্রামবাসী। রোগের হাত থেকে বাঁচতে রক্ষাকালীর পুজো করার নিদান দেন তিনি। তিনি গ্রামের বাইরে একটি বটগাছের গায়ে লোহার পেরেক মেরে বলেন, টানা ১২ বছর এই স্থানে মা রক্ষাকালীর পুজো করতেন।

> সূর্য ওঠার পর গঙ্গায় স্নান সেরে গঙ্গাপাড়ের মাটি নিয়ে এসে সারাদিন উপোস থেকে মায়ের প্রতিমা বানাই।
>
> জীতেন বসাক

উদ্বিগ্ন প্রশাসন

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। রবিবার রাতের ঘটনা নিয়ে তদন্তে নামতে চলেছে জেলা প্রশাসনের একটি দল। ফাইনাল খেলার রাতে মাঠে কী ধরনের আয়োজন করা হয়েছিল? মাঠে কত দর্শকের জায়গা ছিল? কত পাস বিলি করা হয়েছিল? সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখতে চলেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার ক্রিসমাস কার্নিভালের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। আগামীতে বৃন্দাবনী ময়দানে কোনও সেলিব্রিটি নিয়ে অনুষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে ধন্দে প্রশাসনিক কর্তারা।

নারায়ণ বিশ্বাস (রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)।- ফাইল চিত্র

না ফেরার দেশে নারায়ণ বিশ্বাস

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সাতসকালেই গঙ্গারামপুরে এসে পৌঁছাল দুঃসংবাদ। আর নেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর সিপিএমের জেলা সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাস।

নারায়ণবাবুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকস্তব্ধ গোটা জেলার বামকর্মী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে নারায়ণবাবু লিভার সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন। ২৪ নভেম্বর ভোরে গঙ্গারামপুর বসাকপাড়ার বাড়িতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দলীয় কর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২৭ নভেম্বর নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছটায় তিনি চলে যান 'না ফেরার দেশে'।

মৃত্যুর পর এসএসকেএম হাসপাতালে নারায়ণবাবুর চক্ষুদান করা হয়। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিপিএমের রাজ্য দপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। সেখানে প্রয়াত নেতাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র প্রমুখ।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য চক্রবর্তী বলেন, 'নারায়ণদা ছাত্র আন্দোলন থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এক সময় তাঁত শ্রমিক ছিলেন। সেসময় তিনি তাঁত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে শুরু করে সহকারী সভাধিপতি, ডিপিএসসির চেয়ারম্যান এবং দুইবার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি আমাদের পার্টির জেলা সম্পাদক ছিলেন। আমরা পার্টির অভিভাবক হারালাম। তবে নারায়ণদার যে কাজ করতে চেয়েছিলেন সেই কাজ আমরা করব।'

সাতের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন নারায়ণ বিশ্বাস। সেই সময়েই পার্টির সদস্য পদ পান। আটের দশকে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। নয়ের দশকে নারায়ণবাবু পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়িয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি হয়েছিলেন। ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। ২০০১ সালে গঙ্গারামপুর বিধানসভার আসনে দাঁড়িয়ে জয়ী হন। প্রথমবার বিধানসভা ভোটে দিতে পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে বিধানসভায় জেতার পর ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। পরবর্তীতে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীও হন। ২০১১ সালে হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের কাছে হেরে যান। ২০১৫ সালে রাজ্য কমিটির সদস্য হন।

এদিন সাতসকালে জেলা সম্পাদকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শহর ও বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার দলীয় কর্মীরা গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির কার্যালয়ে ভিড় জমাতে শুরু করেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন নারায়ণবাবুর ঘনিষ্টরা।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তাঁর কথায়, 'আমি ভীষণ ভাবে শোকাহত। আমাদের জেলার এবং পশ্চিমবাংলার একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন তিনি। আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিকগতভাবে বিরোধীতা ছিল। কিন্তু তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন।' জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'নারায়ণ বিশ্বাসের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। সিপিআই নেতা সুভাষ ঘোষের দাবি, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে নারায়ণবাবুর ভীষণ প্রয়োজন ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শুধু সিপিএম নয়, বামফ্রন্টেরও অপূরণীয় ক্ষতি হল।' আরএসপির রাজ্য কমিটির নেতা মৃন্ময় চ্যাটার্জি শোক প্রকাশ করে বলেন, 'নারায়ণের মতো একজন বামপন্থী নেতাকে হারিয়ে আমরা বাকরুদ্ধ। বাম আন্দোলনের ক্ষতি হল।' বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর দাবি, 'অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মিল না থাকলেও ওঁনার অবদান অনস্বীকার্য।' গঙ্গারামপুর ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক কমলেশ ফৌজদার বলেন, 'আমি আমার এক বাল্যবন্ধুকে হারালাম।'

মায়াপুরে দেহ উদ্ধারে ধৃত বিহারের বাসিন্দা

চাঁচল, ৫ ডিসেম্বর : বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মায়াপুরে এক মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বিহার যোগ স্পষ্ট। মৃত মহিলার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার গভীর রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের অনুমান, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই রহস্যের জট খুলবে এবং অনেক তথ্য সামনে আসবে। যদিও তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনই প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না।

চাঁচলের মহানন্দপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মায়াপুরের মরা মহানন্দা থেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলার শ্বশুরবাড়ি সূত্রে উঠে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সমগ্র ঘটনায় বিহার যোগের ইঙ্গিত মেলে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি যে অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে, সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। ওই ঘটনারই ঠিক একমাস আগে দুর্গাপুজোর মুখে পার্শ্ববর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নশরপুর চোচপাড়া বাঁধরোড এলাকা থেকে আরেক মহিলার অ্যাসিডদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়, যাঁর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির সুরক্ষার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তবে এবার মায়াপুরে দেহ উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে বড় সাফল্য চাঁচল থানার পুলিশের বলে মনে করা হচ্ছে।

আমার ঘর থেকেও ছোট বাড়িতে থাকেন

প্রথম পাতার পর

কথায় ভাবনায় গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। সেইসময় সলমন খান, অনিল কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, মহেশ ভাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নাচেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এহেন দৃশ্য দেখে আপ্লুত শুধু এরাজ্য বা দেশের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বরাই নন, আপ্লুত, বিস্মিত দেশ-বিদেশ থেকে আসা অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালকরাও। ২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনালগ্ন এভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠল এদিন। এবারের উৎসবের 'ফোকাস কান্ট্রি' স্পেন। সেই দেশের ৬টি সিনেমা প্রদর্শীত হবে। মোট ৩৯টি দেশের ৭২টি ফিচার ফিল্ম, ৫০টি শর্ট ফ্লিম ও ডকুমেন্টারি দেখানো হবে।

শরীর খারাপ থাকার জন্য এবছর চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত হতে পারেননি 'বিগ-বি' অমিতাভ বচ্চন। মেয়ের ফিল্মের প্রচারের জন্য আসতে পারেননি শাহরুখ খানও। কিন্তু তাঁদের সেই ঘাটতি বুঝতে দেননি 'ভাইজান' থেকে 'এক-দো-তিন-চার'-এর নায়ক। আর এক 'বাঙালিবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহাও উপস্থিত ছিলেন এ প্রজন্মের যুবক-কিশোরদের হার্টথ্রব মেয়ে সোনাক্ষীকে নিয়ে। প্রবীণ পরিচালক মহেশ ভাট সহ বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, রাজ চক্রবর্তীরা মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন এদিন। ছিলেন বাংলার ব্র্যান্ড আম্বাসাডর তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

তবে এদিন সবাইকে চমকে দিয়ে নিখাদ বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখতে শুরু করেন 'বিহারিবাবু'। এই চলচ্চিত্র উৎসবে ফের আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে শমিত ভঞ্জের কথা বলেন। শমিতের 'আপনজন' সিনেমার হিন্দি রিমেক 'মেরে আপনে' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শত্রুঘ্ন। এই সিনেমাতেই ছিল 'ছেনু' (সিনেমাতে শত্রুঘ্নর নাম)-র বিখ্যাত সেই ডায়ালগ। যে আজও শত্রুঘ্নর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে আজ তাঁর থেকেও মেয়ে সোনাক্ষী বেশি কথা বলবেন বলে জানান শত্রুঘ্ন।

বাবা বাংলায় বললেও সোনাক্ষী কিন্তু হিন্দিতেই তাঁর বক্তব্য রাখেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তিনি যে রীতিমতো বিস্মিত সে কথা জানাতে ভোলেন না। এর আগে টেলিভিশনে ছাড়া মমতাকে তিনি কখনও দেখেননি। মমতাকে দেখে খুবই টাফ ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু এদিন কাছে আসার পর তাঁর সেই ধারণা ভেঙে গিয়েছে। সোনাক্ষীর কথায়, 'এখন দেখছি দিদি খুবই লাভলি। নরম স্বভাবের মানুষ।'

'এভারগ্রিন' অনিল কাপুর বাংলা সিনেমার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা তাঁর বক্তব্যের সময়ে তুলে ধরেন। পরিচালক মৃণাল সেন, অপর্ণা সেনের কথা উল্লেখ করেন বিশেষভাবে। মঞ্চেতে বলেই ফেলেন, 'অপর্ণা সেন আজ এখানে নেই। আমি ওঁর ছবির ভক্ত। কাজ করতে চেয়েছিলাম। একবার অডিশনও দিয়েছিলাম। কিন্তু চরিত্রটির ক্ষেত্রে আমার বয়স নাকি খুবই কম ছিল বলে আমাকে নেননি।' এরপরেই তাঁর আর্তি, 'এখন আমার অনেক বয়স হয়েছে অপর্ণাজি। এবার তো আমায় কাস্ট করুন।' প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বাংলার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সবার শেষে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে উল্লেখ করে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সিনেমার ভাষা সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন বলে মন্তব্য করেন মমতা। অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খান এবার আসতে পারেননি। সে কথা উল্লেখ করে মমতার আক্ষেপ, মিস করছি ওঁদের। সৌরভকে নিজের ভাইয়ের মতো বলে মন্তব্য করে মমতা জানান, 'ও এখন বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর।' তাঁর কথায়, বাংলা অনেক তারকা তৈরি করেছে। যাঁরা মুম্বইয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমরা টলিউড থেকে বলিউড সবাইকে ভালোবাসি। এরপরেই মমতা জানান। এবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার চলচ্চিত্র জগৎকে একটি সৃজনশীল ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

একঝাঁক বলিউড স্টারকে পেয়ে আবেগে ভাসেন মমতাও। তিনি অনিল কাপুরের একজন ভক্ত। তাঁর 'এক-দো-তিন-চার' গানের সিনেমা তিনিও দেখেছেন বলে জানান। এরপরেই সলমন, অনিল ও মহেশের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলায় এসে সিনেমা করুন। বাংলা এখন চলচ্চিত্রের পীঠস্থান। দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন সর্বত্রই শুটিং করার আদর্শ জায়গা, যে-কোনও জায়গায় এসে শুটিং করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। এরপরেই 'ভাইজান'কে বলেন, 'আমায় ওয়াদা করতে হবে।' স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় সলমন উত্তর দেন, 'ওয়াদা নিভানে কা? অউর নেহি নিভানে কা?' মমতা বলেন, 'আমাকে কথা দিতে হবে এখানে শুটিং করতে আসবেন।' দিদির সেই কথা রাখেন ভাইজান। বলেন, 'নিশ্চয়ই আসব।' মমতা সেইসময়ই সলমনকে আগামী বছর চলচ্চিত্র উৎসবে আসার নিমন্ত্রণ জানান। ভাইফোঁটাতে আসারও নিমন্ত্রণ করেন। বাংলার মতো অতিথিপরায়ণ আর কেউ নেই বলে স্মরণ করিয়ে মমতার বক্তব্য, এখানে আসুন। মজা করুন, হাসিখুশি থাকুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'দেওয়া নেওয়া' সিনেমাটি দেখানো হবে বলে ঘোষণা করেন মমতা। এই ছবিতে গাওয়া শ্যামল মিত্রের বিখ্যাত 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি' গানটির কথাও উল্লেখ করেন মমতা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ছাড়াও নুসরত জাহান, লিলি চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, সৃজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মত্ত বাইকবাহিনী

প্রথম পাতার পর

রায়গঞ্জ শহর এবং সংলগ্ন এলাকার রাস্তায় নিয়মিত নাকা চেকিং চলছে। ধারাবাহিক অভিযানও চালানো হচ্ছে। আগামীদিনেও বাইকচালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। উল্লেখ্য, রায়গঞ্জ শহরে বুক চিরে চলে গিয়েছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। পাশাপাশি রায়গঞ্জ-বালুরঘাট ১০-এ রাজ্য সড়ক, রূপাহার থেকে পানিশালা বাইপাস, বারদুয়ারি থেকে মধুপুর গ্রামীণ সড়ক, বারদুয়ারি থেকে বিন্দোল ভাটোলে যাওয়ার রাজ্য সড়ক। হেমতাবাদ থেকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চৈনগর যাওয়ার রাজ্য সড়ক সহ সর্বত্র দ্রুতগতির বাইকচালকদের দাপাদাপি লক্ষ করা যাচ্ছে। একসঙ্গে চার-পাঁচটি বাইক দ্রুতগতিতে পরপর ছুটে চলছে। আগে কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় জয় রাইডের প্রবণতা লক্ষ করা যেত। কিন্তু বর্তমানে রায়গঞ্জ খুব সহজ সরল গ্রামাঞ্চলেও তা চোখে পড়ছে। যা নিয়ে শহর সহ শহরতলির বাসিন্দারাও বিরক্ত। কিছু জায়গায় বাইকচালকদের আটকে ধমকও দেওয়া হচ্ছে। দৌরাত্ম্য না কমলে বাইক সহ আরোহীদের আটকে রাখা হবে এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বহুবার। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, সম্প্রতি শীতের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে। শীতের কুয়াশায় এমনিতেই গাড়ির গতি কম থাকে। এই অবস্থায় দ্রুতগতিতে বাইক চালালে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। হাই রোডে ট্রাকের তলায় বাইকচালকদের পিষ্ট হতে দেখা গিয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের হাতে বাইক না দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের সতর্ক করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮ বছরের কমবয়সি যুবকদের দ্রুতগতিতে বাইক ছোটাতে দেখা যাচ্ছে। এনিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হবে।

মাইনার্স ডে

খনিতে কাজ করা মাইনারদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে সাধুবাদ জানাতে ৬ ডিসেম্বর মাইনার্স ডে পালন করা হয়। পরিবারের থেকে দূরে থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য মাইনারদের 'স্যালুট'।

আবাসের টাকা মেলেনি, ত্রিপলের নীচে আশ্রয়

আমার পাড়া
পুরাতন মালদা পুরসভা, ওয়ার্ড ৫

সাকমোহন, তারাপুর, পিরোজপুরের একাংশ, শর্বরীপাড়ার একাংশ, কাটরাবাজার একাংশ, ঘোষপাড়া, মোগলটুলি, বেরোজগাড়া, তৈলমুণ্ডই, কুট্টিপাড়া, স্কুল রোড নিয়ে পুরাতন মালদার ৫ নম্বর ওয়ার্ড। এলাকায় পাঁচ হাজার বাসিন্দার মধ্যে ভোটার সংখ্যা ১৮০০। এই ওয়ার্ডে রয়েছে স্কুল, থানা, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এমনকি পুরসভা ভবনও। বেশিরভাগ বাড়িই গৌড়ীয় ইট দিয়ে তৈরি। নিকাশিনালা, আবর্জনা সাফাই, জমা জল ও পথবাতি নিয়ে এলাকায় সমস্যা নেই। তবে প্রধান সমস্যা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না পুরবাসী। আবাসের জন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে না। এছাড়া তিনবেলা পানীয় জল আসে না পুর এলাকায়। এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শুনলেন পুরাতন মালদার উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি জসিমুদ্দিন আহমেদ।

আমাদের ওয়ার্ডের ৬৬টি পরিবার হাউস ফর অল প্রকল্পে ঘর তৈরির অনুমোদন পেয়েছিলেন। তাঁরা বেশিরভাগ মানুষই প্রান্তিক পরিবারের। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েই তাঁরা ঘরবাড়ি ভেঙে কেউ ভাড়াবাড়িতে, কেউ খোলা মাঠে ত্রিপলের ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। মাত্র দুই কিস্তির টাকা পাওয়ার পর আর কারও অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তাঁরা প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে বাড়িভাড়া গুণছেন। পুরসভার বিষয়টি দেখা উচিত।

মাধবী দাস, এলাকাবাসী

শর্বরী এলাকায় বড় সমস্যা পানীয় জল। পুরসভার তরফে মাত্র দু'বেলা জল দেওয়া হয়। সকাল ও সন্ধেবেলায়। অথচ দুপুরে জলের প্রয়োজন বেশি। রান্নাবান্না, কাপড়কাচা, স্নানপর্ব সবকাজেই জল প্রয়োজন। আমরা এনিয়ে একাধিকবার পুরসভায় জানিয়েছি। কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেই। আমরা চাই, তিনবেলা জল দেওয়া হোক।

শুভাশিস পোদ্দার, এলাকাবাসী

পুরাতন মালদা।

সাধারণ পুর পরিষেবা বলতে যা বোঝায় সবই এই ওয়ার্ডের মানুষ পেয়ে থাকেন। পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে বিওসিতে জানিয়েছি। তারা বলছে, তিন বেলা জল দেবে। কিন্তু কবে থেকে দেবে তা বলছে না। এছাড়া ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়ন নিয়ে কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। পুর ভবনের সামনে থেকে লোলাবাগ পর্যন্ত মহানন্দা তীরবর্তী রাস্তার ধারে বড় ফুটপাথ তৈরি করা হবে। সুসজ্জিত রেলিং, বসার জায়গা, মিউজিক্যাল সিস্টেম থাকবে। এই কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। মন্ত্রী এই কাজের জন্য দ্রুত অর্থবরাদ্দ করবেন বলে জানিয়েছেন।

বশিষ্ঠ ত্রিবেদী, কাউন্সিলার

বকেয়ার দাবিতে বামেদের সভা

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি প্রদান সহ একগুচ্ছ দাবিতে মালদায় জনসভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নিয়েছে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের মালদা জেলা শাখা। আগামী ৭ ডিসেম্বর রথবাড়ি থেকে মিছিল করে এসে পোস্ট অফিস মোড়ে জনসভা করবে বামফ্রন্টের এই শ্রমিক সংগঠন। এনিয়ে মঙ্গলবার সিপিএমের জেলা কার্যালয় মিহির দাস ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।

বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, 'সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের মালদা জেলা শাখার তরফে আগামী ৭ ডিসেম্বর জনসভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মালদা জেলায় সাত লক্ষ ১১ হাজার ২৬১টি পরিবারের জবকার্ড রয়েছে। কিন্তু ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৩১ জন শ্রমিক বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। রাজ্য এনিয়ে কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে দোষ দিচ্ছে। দুই সরকারের টানাপোড়েনে শ্রমিকভাইদের ১০০ দিনের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাদে বাকি সব রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু রয়েছে। ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গে অনেক চুরি হয়েছে। আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, কেন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিক। তবে কোনওভাবেই এই প্রকল্প বন্ধ করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যাবে না। শুধুমাত্র মালদা জেলায় ৩৫৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। গোটা রাজ্যে বকেয়ার পরিমাণ দু'হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য, কেউই এই টাকা মেটাচ্ছে না। কেন্দ্র থেকে কোনও সরকারি অর্ডার না থাকলেও রাজ্য সরকার নিজে অর্ডার জারি করে ১০০ দিনের কাজ করেছে। কেন্দ্রের অনুমোদন না থাকায় এই টাকা রাজ্য সরকারকেই মেটাতে হবে। মূলত এসব নিয়েই আমাদের সমাবেশ। এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন সূর্যকান্ত মিশ্র, অমিয় পাত্র, নিরাপদ সরকার, তুষার ঘোষ প্রমুখ।

ভাওয়াইয়ায় রাজ্যে প্রথম বনশ্রী

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী, পাহাড়, বন, জঙ্গল তথা সরল, সহজ সাধারণ মানুষের। এবার সেই ভাওয়াইয়া গানকে সঙ্গী করে, রাজ্যের সেরা লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে জাতীয়স্তরের কলা উৎসবে অংশ নিতে চলেছে রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী বনশ্রী।

রায়গঞ্জের দেবীনগর দেবপুরীর বাসিন্দা বনশ্রী বিশ্বাস। রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের নবমের ছাত্রী সে। বাবা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও মা পুতুল বিশ্বাস বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। মা, বাবার সহযোগিতা ও লোকশিল্পী তরণীমোহন বিশ্বাস সহ পঞ্চানন বর্মা সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের শিল্পীদের কাছে তালিম নিয়েছে। কলা উৎসবে তাঁর লোকগান সকলের নজর কেড়েছে। বনশ্রীর সাফল্যে খুশি সাংস্কৃতিমহল। পঞ্চানন বর্মা সেবা সমিতির সম্পাদক শ্যামাপদ রায় জানান, 'বনশ্রী রাজ্যস্তরে ভাওয়াইয়া পরিবেশন করে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বনশ্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।' খুশি স্কুলের শিক্ষকরাও। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুমিতা সরকার বলেন, 'ও আমাদের স্কুলের গর্ব। ও ছোট থেকেই গান-বাজনা সহ একাধিক ক্ষেত্রে স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এবারের সাফল্য ওর নিজের কৃতিত্বকে আরও প্রসারিত করবে।' বনশ্রী বলে, 'সকলের সহযোগিতাতেই আগামীদিনে জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার আনতে চাই।'

বালুরঘাটে পরিকাঠামো পরিদর্শনে রাজ্য পরিবহণকর্তা

ফের চর্চায় বিমানবন্দর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : ভোট আসলেই বালুরঘাটে উসকে ওঠে উড়ান চলার সম্ভাবনা। ভোট পেরোলে আবার সেই সম্ভাবনা চাপা পড়ে যায়। সামনে লোকসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবেই তার আগে ফের একবার রাজ্য সরকারের তরফে বালুরঘাটে বিমান চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসেন রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সহ রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস সংস্থার (আরআইটিইএস) আধিকারিকরা। তিনজনের একটি দল এদিন বালুরঘাট বিমানবন্দরের পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। যদিও খবর, বালুরঘাট বিমানবন্দরের পরিকাঠামোগত বহু ঘাটতি রয়েছে। উড়ান চালাতে গেলে আরও একাধিক পরিকাঠামো প্রয়োজন। সেই জায়গা থেকে বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে উড়ান আদৌ চলবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েই গেল।

তবে, জেলা প্রশাসনের তরফে দাবি করা হচ্ছে বিমান চলার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। এই সংস্থার তরফে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই বালুরঘাট বিমানবন্দর পাবে উড়ান চালানোর লাইসেন্স।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মাহিনগরে রয়েছে বালুরঘাট বিমানবন্দর। প্রায় ১৫২ একর জমির মধ্যে রয়েছে ১৩৮০ মিটার রানওয়ে। বড়মাপের বিমান না চললেও ছোট বিমান চলতে পারবে। তবে বৃহৎ এলাকার বিস্তীর্ণ জমি, এয়ার স্ট্রিপ, প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ, এয়ার ট্রাফিক সহ বিমান পরিষেবার সমস্ত সুবিধাযুক্ত বালুরঘাট বিমানবন্দরটি দীর্ঘ দিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। প্রায় ৩৫ বছরের উপরে এই বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল করেনি।

বর্তমান রাজ্য সরকারের ১১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে বিমানবন্দরের ভেঙে যাওয়া রানওয়ে থেকে শুরু করে এয়ার স্ট্রিপ, প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ, এয়ার ট্রাফিক, স্ক্রু এবং পাইলটদের রেস্ট রুম, প্রয়োজন মতো রেস্তোরাঁ, রিফ্রেশমেন্ট কাউন্টার এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু একেবারে নতুনভাবে তৈরি হয়েছে।

বিমানবন্দর পরিদর্শন। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। –মাজিদুর সরদার

কিন্তু আধুনিকমানের পরিকাঠামো তৈরির পরেও বর্তমানে এয়ারপোর্টের রানওয়ে ছাড়া বাকি অংশ ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে ভয় পাবে। প্রকাশ্য দিবালোকে বিমানবন্দরে ঘুরছে শিয়াল। রানারওয়ের আশেপাশেও গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ, ঘাসে ঢেকেছে অন্যান্য এলাকা। অথচ পরিকাঠামো উন্নয়নের খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

যাই হোক না কেন, এদিন বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসেন রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক মানস গাঙ্গুলি ও রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিসের আধিকারিকরা। রাজ্য আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও রাজস্ব) সঞ্জয় পণ্ডিত প্রমুখ। বিমানবন্দর পরিদর্শনের পাশাপাশি পরিবহণ ও রাইটসের আধিকারিকরা জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করেন। এবং এনিয়ে আলোচনা করেন। এরপর আবার প্রতিনিধিদল বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসেন।

তবে উড়ান চালু করতে গেলে বেশ কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। বিমানবন্দর চত্বরে কোনও পুকুর বা ইটভাটা থাকার কথা নয়। কিন্তু বালুরঘাট বিমানবন্দরের ভেতরে বেশ কয়েকটি ডোবা ও পাশেই ইটভাটা রয়েছে। এছাড়াও পাশে রয়েছে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন।

বালুরঘাট বিমানবন্দর রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদল পরিদর্শন করাকে কেন্দ্র করে কটাক্ষ করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। তিনি বলেন, 'এটা আনন্দের কথা হলেও, এটা সবটাই লোক দেখানো। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার এই বিমানবন্দর চালুর চেষ্টা করছেন। এটাই শুধু শুনছি। বিমানবন্দর চালু করতে যা যা উদ্যোগ বা যা যা প্রয়োজন সেইসব কোনও কিছুরই উদ্যোগ দেখছি না। সামনে ভোট তাই হয়তো আবার উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য।' রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'উড়ান চালুর জন্য বালুরঘাট বিমানবন্দর যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। কিছু পরিকাঠামো হয়তো বাকি রয়েছে। সেটা খুবই নগণ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিমানবন্দর চালুর জন্য সবরকমভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।' অতিরিক্ত জেলা শাসক সঞ্জয় পণ্ডিতের দাবি, 'বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে উড়ান চালু সম্ভাবনা রয়েছে। জেলা শাসকের নির্দেশমতো আজ আমরা বিমানবন্দরে এসেছি। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর এবং রাইটসের কর্তারা বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন। বিমানবন্দরে আর কী কী প্রয়োজন তা নিয়ে তাঁরা রিপোর্ট দেবেন। সেই মতো পরবর্তীতে আমরা ব্যবস্থা নেব।'

তৃষ্ণা মেটাতে বেনেবৌ। মালদায় ছবিটি তুলেছেন কল্লোল মজুমদার।

জেলা শাসকের দপ্তরে ধর্নার হুমকি বিজেপির

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন যদি রায়গঞ্জ শহরে রোড ওভারব্রিজ তৈরির জন্য এনওসি না দেয়, তবে আগামীতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্না প্রদর্শন করবে বিজেপি। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের প্রাণকেন্দ্র থেকে ঠিক এই বার্তাই দিল বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ শহরের পুর বাসস্ট্যান্ড ও রেললাইনের ঠিক মাঝখানে বড় রাস্তার পাশে পথসভা করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। সেখানে গণস্বাক্ষর কর্মসূচিও পালন করে বিজেপি নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গত, রায়গঞ্জ শহরের যানজট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শহরের বাসিন্দাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী শহরে রেলের তরফে রোড ওভারব্রিজ তৈরি করতে রেল দপ্তরকে রাজি করিয়েছেন। ইতিমধ্যে রেলের ইঞ্জিনিয়াররা একাধিকবার রায়গঞ্জে এসে ওভারব্রিজ তৈরির বিষয়ে সার্ভেও করে গিয়েছেন। কিন্তু আদতে কাজ এগোয়নি। এর জন্য আঙুল তোলা হয়েছে রাজ্য সরকার তথা জেলা প্রশাসনের দিকে। বিজেপির তরফে বারবার বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার এনওসি দিচ্ছে না বলেই ওভারব্রিজ তৈরির কাজ আটকে রয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাসুদেববাবু বলেন, 'আমাদের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর উদ্যোগে রায়গঞ্জে রোড ওভারব্রিজ রেলের অনুমোদন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে রাজ্য সরকারের তরফে ওভারব্রিজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র বা এনওসি দেওয়া হচ্ছে না। গত অক্টোবর মাসে জেলা প্রশাসনকে রেলের তরফে এনওসি দিতে বলা হয়। অথচ জেলা প্রশাসন ও রায়গঞ্জ পুর প্রশাসন এনওসি দিতে ব্যাপক গড়িমসি করছে। এসবের বিরুদ্ধেই আমরা দলের তরফে আজ পথসভা এবং গণস্বাক্ষর অভিযানে নেমেছি।'

রোড ওভারব্রিজের অনুমতি দাবি

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস জানান, 'ওভারব্রিজ তৈরির জন্য শহরের রেললাইন সংলগ্ন শনি মন্দির এলাকা বন্ধ করে দিতে চাইছে রেল। এটা কখনও সম্ভব নয়। বাঙালিকে যদি বলা হয় ভাত খাওয়া যাবে না, তা কি কখনও সম্ভব! ঠিক তেমনই রোড ওভারব্রিজ তৈরি হলে শনি মন্দির এলাকার রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাহলে রেললাইনের এপারের লোক ওপারে যেতে পারবেন না। সেটা কোনওদিনও সম্ভব নয়।'

এপ্রসঙ্গে বাসুদেববাবু বলেন, 'এসব দেখার জন্য রেলের ইঞ্জিনিয়াররা আছেন। পুরসভা চাইলে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আলোচনাতেও বসতে পারে। কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত রায়গঞ্জ পুরসভা শুধু রাজনীতি করে চলেছে। মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। এভাবে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব নয়।'

এনিয়ে এদিন দিল্লি থেকে সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী ফোনে জানান, 'আমার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে শহরে রোড ওভারব্রিজ তৈরি করতে রেল দপ্তরকে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকার এনওসি দিতে উদাসীন। তাই দলের তরফে আন্দোলনে নামা হয়েছে। এনওসির দাবিতে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।'

মৃত্তিকা দিবসে মাটি রক্ষণাবেক্ষণে জোর রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জে পালিত হল মৃত্তিকা দিবস। এদিন রায়গঞ্জের উদয়পুরে মৃত্তিকা গবেষণাগারের সেমিনার হলে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে চাষযোগ্য মাটির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারে জোর দেন কৃষক ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। উত্তর দিনাজপুরের কৃষি রসায়নবিদ ডঃ সুব্রতকুমার ঘোষাল জানান, 'এ'বছর মৃত্তিকা দিবসের মূল থিম হল মাটি ও জল, দুই জীবনের উৎস। মাটি ছাড়া জীবন অচল। অথচ নানা কারণে মাটি আজ অসুস্থ। তাই সরকারি সহয়তায় মাটি পরীক্ষা, মাটির স্বাস্থ্য কার্ড তৈরির বিধান দেওয়া হচ্ছে।

আশা করছি, কৃষক বন্ধুরা মাটি রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভূগোলের শিক্ষিকা পর্ণামিতা রায় বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে মাটিকে পালন করা দরকার। সেও একটা জীব।' ডঃ কৌশিক নাগ রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে কৃষিজমিতে জৈব সারের ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, 'কৃষিজমিতে কৃষকের পায়ের ছাপ কম পড়ছে। তাই সব অসুস্থ হচ্ছে। পাশাপাশি, মাটি পরীক্ষাও কমছে। এজন্য নিয়মিত মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লকের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা তুষারকান্তি চৌধুরী, ডিডিএ ডঃ সফিকুল ইসলাম, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, কৃষিজীবী মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং দপ্তরের আধিকারিকরা।

হারানো / প্রাপ্তি

আমি জগদীশ মণ্ডল, পিতা – নগর বাসি মণ্ডল, ঠিকানা – গাজোল, মালদা। গত 1/12/23 তারিখে গাজোল শাখার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের আমার একটি M.I.S (No. 5187140032568) এই নম্বরের প্রমাণপত্রটি হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7501151729 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (M–104923)

ত্যাজ্য কন্যা

আমি আনন্দ ঘোষ, পিতা– ৺গীরেন্দ্র ঘোষ, সাং – মুরারীপুর, পোঃ– ত্রিমোহিনী, থানা– হিলি, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর। আমি গত ইং ৩০/১১/২০২৩ তারিখে বালুরঘাট কোর্টের এফিডেবিট বলে আমার অবাধ্য কন্যা লতা ঘোষকে ত্যাজ্য কন্যা ঘোষণা করিলাম। এখন থেকে আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক রহিল না। আমার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর আমার যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির কোন দাবীদার সে রহিল না। আমার উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচয় দিতে পারিবে না। (M–MM)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Sadikul Islam, সাং – চামাগ্রাম (নাজিরপুর), পোঃ – ছোটো সুজাপুর, থানা – কালিয়াচক, জেলা – মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার নং 93, Dt 08/01/2010) আমার নাম ও মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 24/11/23 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Md. Sadicul থেকে Md. Sadikul Islam ও মেয়ের নাম Mst Suhana Khatun থেকে Suhana Khatun করা হইল। (M–104922)

●

আমি অশোক কুমার ঘোষ, সাং + পোঃ অমৃতখণ্ডহাট, থানা– বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর। বর্তমান ঠিকানা ১/৪০৯, বিপি টাউনশিপ, ব্লক এস পাটুলি, পঞ্চশায়র, কোলকাতা– ৭০০০৯৪। ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম অশোক কুমার ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় অমুল্য কুমার ঘোষ, যা আমার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে উল্লেখিত আছে। কিন্তু আমার এবং আমার পিতার নাম ভুলবশত আমার জমির পর্চা জে.এল নং ২৭৪, খতিয়ান নং ৭০, মৌজা–শতখণ্ড, থানা বালুরঘাট, জেলা দঃ দিনাজপুরে দুলাল ঘোষ, পিতা– অমুল্য ঘোষ উল্লেখিত হয়েছে। ৫/১২/২৩ তারিখের বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশাবলে অশোক কুমার ঘোষ, পিতা– অমুল্য কুমার ঘোষ এবং দুলাল ঘোষ, পিতা– অমুল্য ঘোষ (বর্তমানে প্রয়াত) একই ব্যক্তি বলে গণ্য হইল। (M–SM)

চিতই পিঠে, মালপোয়ার রেকর্ড বিক্রি

নদিয়ার ঢেঁকি ধান ভানে মালদার খাদিমেলায়

বাপ্পা মালি

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : কথায় বলে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'। এক্ষেত্রে অবশ্য স্বর্গে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তবে নদিয়া থেকে ঢেঁকি এসেছে মালদায়। নদিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে পিঠের সম্ভার নিয়ে মঞ্জুরি, সুচিত্রা, উন্নতিরা এসেছেন মালদা জেলার খাদি মেলায়। সঙ্গে এনেছেন ঢেঁকি।

আট, নয় বছর ধরে এভাবেই বিভিন্ন মেলায় ঢেঁকি নিয়ে যান তাঁরা। মালদা ছাড়াও শিলিগুড়ি, বহরমপুর বিভিন্ন জায়গায় যান তাঁরা। ভোর চারটে থেকে শুরু হয় চালের গুঁড়ো করা। প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলো চাল ভাঙা হয়। তারপর তা থেকে সযত্নে পিঠে গড়েন। রসময়, চন্দ্রপুলি, পাটিসাপটা, চুষিপিঠে, চিতই পিঠে, মালপোয়া আরও কত কী! বিক্রিও হয়েছে রেকর্ড।

এবারের খাদিমেলায় পিঠেপুলির বিক্রি বেশ ভালো হয়েছে। চওড়া হাসি ফুটেছে তাঁদের মুখে। তখনও পিঠে বানানোর তোড়জোড় চলছে। কাজ করতে করতেই মঞ্জুরি মল্লিক জানালেন, 'শীতের মরশুমে বিভিন্ন জায়গায় পিঠেপুলির দোকান দিই। ৮-৯ বছর ধরে চলছে। এবারে মালদায় বিক্রি যথেষ্ট ভালো হচ্ছে। প্রতিদিন ৩০ হাজার টাকার কাছাকাছি আয় হচ্ছে।'

> শীতের মরশুমে বিভিন্ন জায়গায় পিঠেপুলির দোকান দিই। ৮-৯ বছর ধরে চলছে। এবারে মালদায় বিক্রি যথেষ্ট ভালো হচ্ছে। প্রতিদিন ৩০ হাজার টাকার কাছাকাছি আয় হচ্ছে।
>
> –**মঞ্জুরি মল্লিক**, বিক্রেতা

মালদা জেলার খাদিমেলায় সিল্ক, তসর, খাদি, রেশমের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে পিঠেপুলির দোকান। মেলার শেষদিন পর্যন্ত বিক্রিবাট্টায় সারা ফেলেছে এই পিঠেপুলির দোকান। প্রতিটি পিঠের দাম গড়ে ২৫ থেকে ৪০ টাকা। উন্নতি বিশ্বাসের কথায়, 'রোজ ভোর চারটে থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত চলে।'

কখনও বরাত ভালো থাকলে আশার চেয়ে বেশি পিঠে বিক্রি হয় তাঁদের। জোগান দিতেই হিমসিম খেতে হয়। এমনকি মেলা শেষ হওয়ার আগেই সমস্ত জিনিস শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘাটতি পড়েছে কাঁচামালেও। বাধ্য হয়ে চিত্তরঞ্জন মার্কেট থেকে কাঁচামাল কিনতে হয়েছে তাঁদের।

তাঁদেরই দলের একজন সুচিত্রা পাল। তাঁর উচ্ছ্বাস, 'মেলার ভিড়ে অনেকেই ঢেঁকি দেখাতে বাচ্চাদের নিয়ে আসছেন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই ঢেঁকি বর্তমান প্রজন্মের বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়ো সকলেরই নজর কেড়েছে। আমরা আবার এখানে আসতে চাই।'

শীত শীত সন্ধ্যা। তার মধ্যে এমন পিঠের সম্ভার! মুখে দিতেই ধোঁয়া ওঠে। এমন পরিবেশে সুস্বাদু পিঠে পেয়ে খুশি মেলায় আসা মানুষরাও।

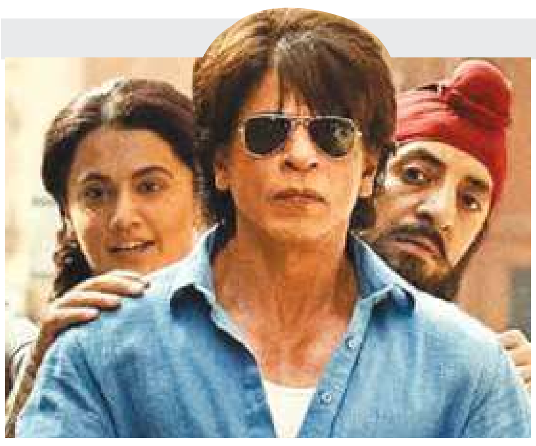

বহু প্রতীক্ষিত ডানকির ট্রেলার প্রকাশ্যে

শাহরুখ খান অভিনীত রাজকুমার হিরানি পরিচালিত বহু প্রতীক্ষিত 'ডানকি' ছবির ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। ট্রেলার দেখে বোঝা যায় ছবির বিষয় অবৈধ অভিবাসন। ছবির সারসংক্ষেপে লেখা হয়েছে, 'আলাপ করো হার্ডি এবং তার চার উল্লু দে পাঠ্‌ঠে–র সঙ্গে এবং দেখো তাদের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে যাবার গল্প'। ট্রেলারের শুরুতে দেখা যায়, এক কিশোর (ছোট শাহরুখ) পাঞ্জাবের এক গ্রামে এসে পৌঁছোয়। তারপরই আসেন বড় শাহরুখ এবং তাঁর 'চার উল্লু দে পাঠ্‌ঠে' দোস্ত যারা লন্ডনে যেতে চায়। অনেক বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে হার্ডি ঠিক করে তারা সীমা পার করবে যে করেই হোক। বাস্তবিকই তারা ভয়ংকর সব সমস্যা, বুলেট, এমনকী মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এই লন্ডন যাবার বেলায়। ট্রেলারে বয়স্ক শাহরুখকে দেখা যায়, যে ছবির গল্প ২৫ বছর পর শেষ করবে বলে কথা দেয়। তাঁর ফ্যানরা স্বাগত জানিয়েছেন ট্রেলারকে এবং রায় দিয়েছেন এই ছবি ব্লকবাস্টার হচ্ছেই। ছবিতে ভিকি কৌশল ক্যামেও চরিত্রে আছেন। অনেকে তাঁকে ট্রেলারের সেরা অংশ বলে চিহ্নিত করেছে। ডানকি–তে এই দুই তারকা ছাড়া আছেন তাপসী পান্নু, বোমান ইরানি প্রমুখ।

চলে গেলেন 'ফ্রেডরিক্স'

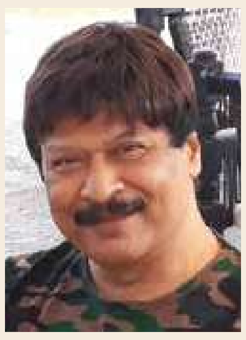

বিখ্যাত ধারাবাহিক সিআইডি–র ফ্রেডরিক্স চলে গেলেন। তাঁর আসল নাম দীনেশ ফারনিশ। গত ২ ডিসেম্বর থেকে তিনি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে ছিলেন। সোমবার মধ্যরাতে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। জানা গিয়েছে, মাল্টি অর্গান অকেজো হওয়ার করণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সিআইডি ধারাবাহিকের এই অভিনেতা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর কমিক টাইমিংয়ের জন্য, বিশেষ করে এসিপি প্রদ্যুম্নর সঙ্গে তাঁর মজার তর্কাতর্কি দর্শকদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সোমবার খবর রটেছিল দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর সহ অভিনেতা দয়ানন্দ শেট্টি, যিনি সিআইডি–তে ইন্সপেক্টর দয়া–র চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনি জানিয়েছিলেন, 'দীনেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়নি। ও ভেন্টিলেশনে আছে। চিকিৎসকেরা ওকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তবে ওর কী হয়েছে, তা আমি এখন বলব না।' দীনেশ তারক মেহেতা কা উলটা চশমা–তেও নিজের চরিত্র মানে ফ্রেডরিক্স হয়েই এসেছিলেন। এছাড়া, সরফরোশ ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল আমির খানের সঙ্গে।

সাইক্লোনে আটক আমিরকে উদ্ধার

চেন্নাইয়ে সাইক্লোন মিগজাউম মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ভয়ংকর বৃষ্টিতে রাজ্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই জলমগ্ন মানুষদের সঙ্গে কারাপক্কম শহরে আটকে পড়েছিলেন অভিনেতা আমির খান ও বিষ্ণু বিশাল। উদ্ধারকর্মীরা তাঁকে ও বিষ্ণুকে উদ্ধার করেন। বিষ্ণু তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়েছেন। তিনি দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। একটিতে আমির খানকে এবং আর একটিতে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গাট্টাকে দেখা যাচ্ছে। বোটের ওপর তাঁরা বসে আছেন। বিশাল ছবিগুলোর সঙ্গে লিখেছেন, 'ফায়ার ও রেসকিউ ডিপার্টমেন্ট আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করেছেন... তামিলনাড়ুর সরকারকে ধন্যবাদ।'

মনোজদের শুরু

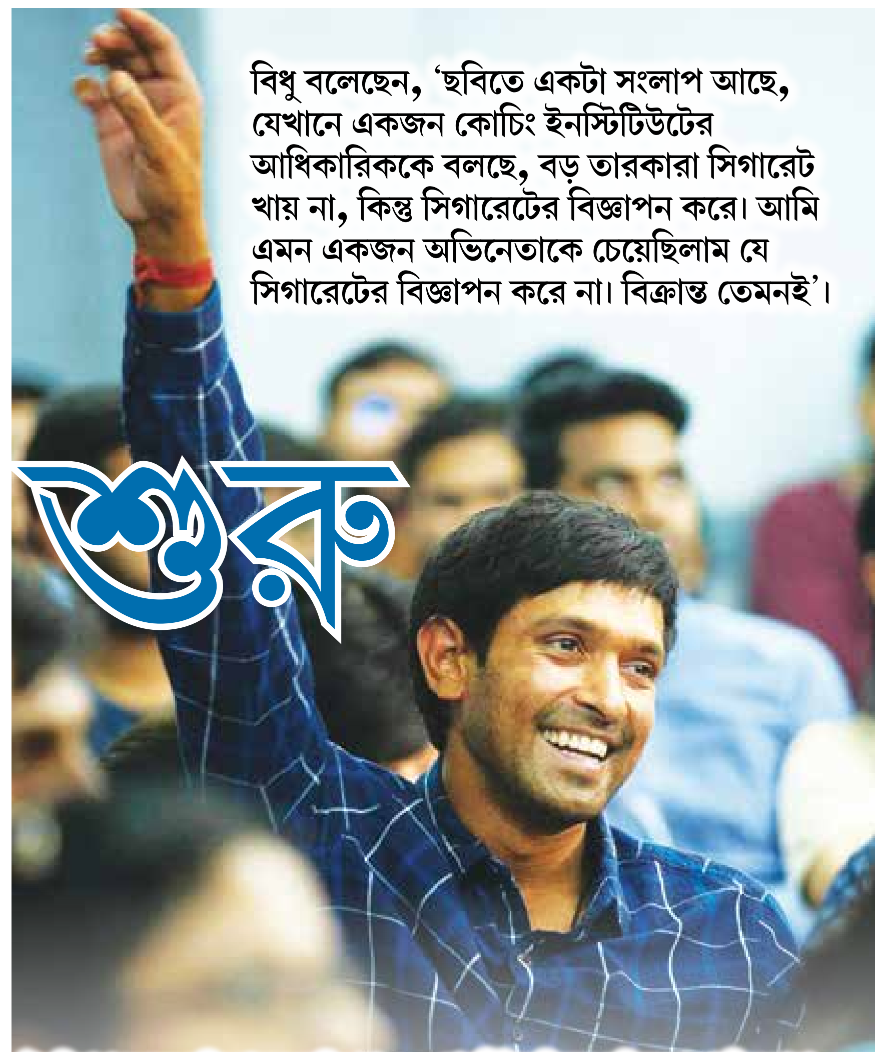

বিধু বলেছেন, 'ছবিতে একটা সংলাপ আছে, যেখানে একজন কোচিং ইনস্টিটিউটের আধিকারিককে বলছে, বড় তারকারা সিগারেট খায় না, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে। আমি এমন একজন অভিনেতাকে চেয়েছিলাম যে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে না। বিক্রান্ত তেমনই'।

চেনা ভারতের অচেনা ছবি 'টুয়েলভথ ফেল'। হিন্দিমাধ্যমে পড়ে আসা মনোজকুমার শর্মার সরকারি অফিসার হবার সত্যি ঘটনা নিয়ে তৈরি ছবি। অস্কারে পেয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি।

শবরী চক্রবর্তী

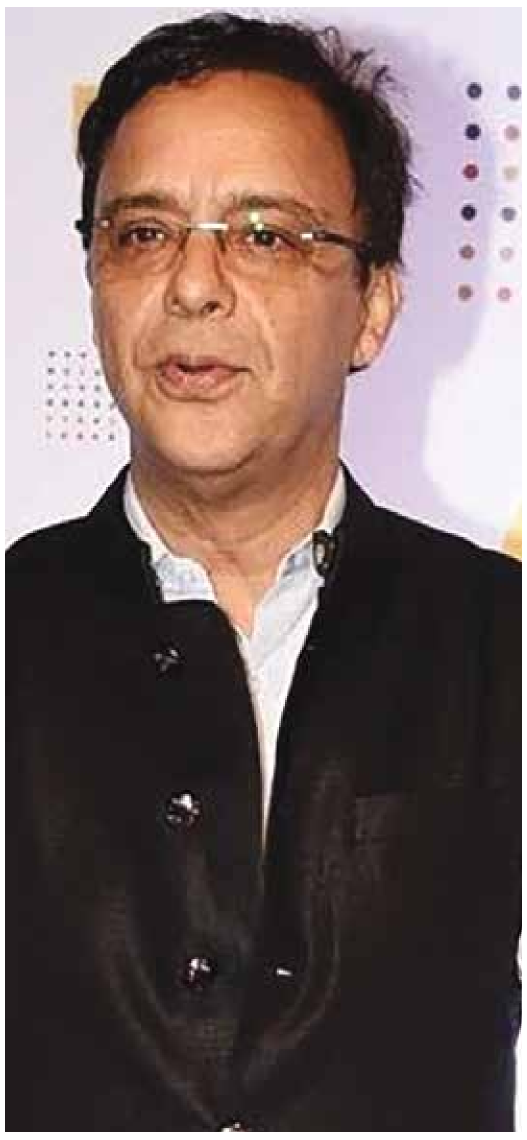

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্রদের মানসিকতা, তাদের সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অথবা মানাতে না–পারা অথবা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গুলি মেরে শুধু মানবিক হয়ে মানুষের ভিতর মিশে যাওয়া –এসবই পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়ার বরাবরের প্রিয় বিষয়। সিনেমা বানানোর জন্য সামাজিক এই বিষয়ের সঙ্গে শিল্প মিলিয়ে নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন তিনি। সেই ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক উপহার 'টুয়েলভথ ফেল'। মনোজ কুমার শর্মা নামক এক অতি সাধারণ মানুষের যিনি পড়াশোনা করেছেন হিন্দি মাধ্যমে, তাঁর আইপিএস অফিসার হবার জন্য জেদ, লড়াই, ব্যর্থতা এবং তা ঝেড়ে ফেলে আবারও উঠে দাঁড়ানো এবং ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি এই 'টুয়েলভথ ফেল'। প্রধান ভূমিকায় বিক্রান্ত মাসে। ছবি এবং তাঁর অভিনয় ভালো রিভিউ পেয়েছে। ছবি ইতিমধ্যেই ৫০ কোটির সীমা পার করে ফেলেছে, তাও এমন সময়ে যখন সলমন খানের 'টাইগার ৩' বাজারে রয়েছে। এর মাঝেই টুয়েলভথ ফেল দৌড়োচ্ছে। ভারতের ভিতরের ছবি আছে এই সিনেমায়। মধ্যবিত্ত–নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকারি চাকরির জন্য আকাঙ্ক্ষা, মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছে, তাতে ব্যর্থতা এবং আবার নতুন করে লড়াই করা এবং সাফল্য পাবার এই চলমান ইতিহাসের বিরাট ল্যান্ডস্কেপ পর্দায় ফুটে ওঠা দেখতে মানুষ হলে ভিড় করছেন।

পরিচালক ধন্যবাদ জানিয়েছেন দর্শকদের ছবিকে এই উচ্চতা দেবার জন্য।

আরও খবর, 'টুয়েলভথ ফেল' ২০২৪ সালের অস্কারের জন্য ভারতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ট্রি হিসেবে জমা পড়েছে। এই খবর দিয়েছেন ছবির প্রধান অভিনেতা বিক্রান্ত স্বয়ং।

ছবির বিষয় যতই বাস্তবের হোক, তাতে আত্মা মেশাতে চান বিধু। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন রোমান্টিক ছবি করিয়ে হিসেবে। তাতে বিনোদন মেশাতেন, তবে তা শিল্পচেতনার ভেলভেটে মুড়ে। এইজন্য আবার মনোজ শর্মার জীবন নিয়ে ছবি করেছেন, যিনি আইপিএস অফিসার হবার পথে বাধা সরিয়েছেন কোনওভাবেই নিজের সততার ইতিহাসকে কলুষিত না করে। বিধু বলেছেন, 'এই ঘটনা সিনেমার বিষয় হবে কিন্তু তা দেখলে যেন কখনও সিনেমা মনে না হয়, এমনভাবেই এই ছবি বানাতে হবে। ছবির মাধ্যমে আমি সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের বলতে চাই, জীবনে ব্যর্থতা যেন তোমার ভিতরের শক্তিকে নষ্ট করে দিতে না পারে। যে কোনও পরিস্থিতিতে আবার শুরু করার জন্য তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। জীবনে হতাশার কোনও জায়গা নেই।'

এই সূত্রেই তিনি মনোজ কুমার শর্মার মতো এক আইপিএস অফিসারের জীবনের গল্প বলতে আগ্রহী হন। তাঁর এই লড়াই নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন অনুরাগ পাঠক। বিধু অনুরাগের সঙ্গে এবং বিকাশ দিব্যাকৃতির সঙ্গে মিলে ছবির স্ক্রিপ্ট লেখেন। বিকাশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করান। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এইসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০–৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে আসেন। ফলে সারা ভারতের এই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন হয়, তা কম লোকই জানেন। এই অচেনা ছবিটা বিধু টুয়েলভথ ফেল–এ তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিধু বলেছেন, 'আমি ক্লাস সিক্সে ইংরেজি অক্ষর চিনেছি। হিন্দিতে সাহিত্য পড়েছি। আমার জীবনের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে আমার বাবা–মার মাধ্যমে। বাবা সামান্য ইনশিয়োরেন্স এজেন্ট। তাঁরা আমার প্রেরণা। আর প্রেরণা পেয়েছি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়িজির কাছ থেকে। তাঁর কবিতা 'হার নেহি মানুঙ্গা' এই ছবির থিম হয়ে গিয়েছে। হিন্দি মাধ্যম থেকে এসে নিষ্ঠুর না হয়েও যে সেরা হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত নজির এই মানুষটি। ছবিতে রাজনীতিকদের একটা অংশকে আমি কী চোখে দেখি, তাও উঠে এসেছে। বাজপেয়িজি একজন রাজনীতিক ছিলেন, ছবিতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।' ছবির প্রধান ভূমিকায় আছেন বিক্রান্ত মাসে। কেন এমন নির্বাচন?

শিক্ষার্থীদের ৩০–৪০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে আসেন। ফলে এই পরীক্ষায় পাশ করা তাদের পক্ষে কতটা কঠিন, তা কম লোকই জানেন। 'টুয়েলভথ ফেল' সেকথাই বলে।

বিধু বলেছেন, 'বিক্রান্ত হয়তো বড় তারকা নয়। কিন্তু এই চরিত্রে ওকেই দরকার ছিল। ছবিতে একটা সংলাপ আছে, যেখানে একজন কোচিং ইন্সটিটিউটের আধিকারিক মনোজকে বলছে, বড় তারকারা সিগারেট খায় না, কিন্তু সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে। আমি এমন একজন অভিনেতাকে চেয়েছিলাম যে সিগারেটের বিজ্ঞাপন করে না। নাহলে আমার ছবিটা মিথ্যে মনে হত।'

ছবিতে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বিক্রান্ত বলেছেন, 'এই চরিত্রের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে কারণ এটি রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার। বিধুজি চম্বলে নিয়ে গিয়ে রোদে পুড়িয়ে আমার চামড়া ট্যান করিয়েছেন। ৮ কেজি ওজন কমাতে হয়েছে। এখনকার ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে হয়েছে। একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসে, তাদের লড়াইটাই পর্দায় তুলে আনতে হয়েছে।'

মনোজের মতোই রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার শ্রদ্ধা যোশি। তিনি আইআরএস অফিসার। ছবিতে তিনিও আছেন। এই চরিত্রে আছেন মেধা শংকর।

'টুয়েলভথ ফেল' পঞ্চম সপ্তাহেও দারুণভাবে দৌড়োচ্ছে। ব্যবসা করেছে ৫০ কোটিরও বেশি এবং এখনও ব্যবসায় মন্দা আসার লক্ষণ নেই।

ছবি এখনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করেননি বিধু। এর কারণ দেখিয়ে বলেছেন, 'হয়তো কোটি টকার ওপর ক্ষতি হল, কিন্তু আমারই তো টাকা। ছবি ট্যাক্স ফ্রি হতে পারত কিন্তু রাজনীতির আরও একটি কুৎসিত দিক উঠে এসেছে ছবিতে, সেই জন্যই ট্যাক্স ফ্রি হবে না।'

মুন্নাভাই 'নকল' ডাক্তার হয়ে রোগ সারিয়েছিল। মনোজ 'আসল' অফিসার হয়েছে। মুন্না শেষ করে ফেলেছে। মনোজ শুরু করেছে। মুন্নাভাইদের যেখানে শেষ, সেখানেই তো—

মনোজদের শুরু!

'KIFF নয় ভেবেছিলাম KISS', উৎসব জমিয়ে দিলেন সলমন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের এবার ২৯–এ পা। নেতাজি ইন্ডোরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবার মঞ্চে হাজির ছিলেন সলমান খান। রীতিমতো 'দাবাং' মেজাজে মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ান তিনি। রাখঢাক না করেই বলেন, তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের আসল নাম হল 'কিস'। এমন বক্তব্যে স্বাভাবিক ভাবে দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান ওঠে। ভাইজানের কথায়, 'আশ্চর্যের বিষয় হল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নাম প্রকৃতপক্ষে কিফ, কিন্তু আমি ভেবে বসেছিলাম কিস। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাহ! কি দারুণ নাম! কিন্তু না এটা কিস নয়। দূর থেকে পড়েছিলাম, তাই বোধহয় ভুল পড়েছিলাম।'।

এখানেই থেমে থাকেননি সলমন। তিনি যোগ করেন, 'এখানে এসে আমি খুবই খুশি, খুবই এনজয় করছি।' তাঁকে দেখে অত্যুৎসাহী দর্শকদের হইহল্লা এবং গলা ফাটাতে দেখে তিনি বলেন, 'এভাবেই আপনারা চেঁচাতে থাকুন, যাতে আমাকে কথা বলতে না হয়, কারণ আমার বলার আর কিছু নেই। এখানে উপস্থিত প্রায় সবাই আমার সিনিয়র। আমার বলার কথাগুলো ওঁরাই বলে দিয়েছেন। যা যা বলব বলে ভেবে এসেছিলাম, সব ওরা বলে দিয়েছেন। 'কেমন আছেন?' ব্যস, এইটুকুই বলতে চাই'।

একইসঙ্গে মেগাস্টার যোগ করেন, 'এই ফেস্টিভ্যালে ২১৯ ফিল্ম দেখানো হবে। ২৩টি সিনেমা হলে দর্শকরা তা দেখবেন। এটা আমার দেখা সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।' ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সলমন এরপর সোজা মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। বলেন, 'আমি শুনেছিলাম, দিদির বাড়ি অনেক ছোট। আমি সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম। আমার ছোট ঘর, তার মধ্যে আমার মা বাস্তু মেনে সব এদিক–ওদিক করে রাখেন। একদিন বাবা বলেন, এবার একটা পজিশনই বাকি আছে। বিছানাটা লম্বা করে রাখো, যাতে তোমার ছেলে এসে দাঁড়িয়ে শুতে পারে। আবার উঠে কাজে যেতে পারে। তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম দিদির বাড়ি। গিয়ে দেখলাম, আমার ঘরের থেকেও ছোট। আমি সত্যিই ঈর্ষান্বিত হয়েছি যে কী করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের কোনও ব্যক্তি এত ছোট ঘরে থাকতে পারে! উনি আমায় শিখিয়েছেন কীভাবে সাধারণভাবে থাকতে হয়'।

উল্লেখ্য, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সলমান খানের পাশাপাশি অনিল কাপুর, মহেশ ভাট, শত্রঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু উজ্জ্বল মুখ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন সলমান খান। ভাইজানের উৎসাহ–উদ্দীপনায় উৎসবের থিম সঙে তাঁর সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী সহ অনিল কাপুর, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা প্রমুখ।

উৎসবের সাত দিনে নন্দন চত্বর সহ ২৩টি সিনেমা হলে ৩৯টি দেশের ২১৯টি সিনেমা দেখানো হবে। এবছর ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। সিনেমার ফোকাস অস্ট্রেলিয়া।

কাজ পাইনি তরুণ মজুমদার, মৃণাল সেনের ছবিতে

কলকাতায় এসে বললেন অনিল কাপুর। কলকাতার ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি অন্যতম অতিথি। ৪৪ বছর আগে প্রথমবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি নতুন, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজ তিনি সফল নায়ক, ব্যস্ত অভিনেতা, পরপর ছবি করছেন। তবু সেদিনের সেই 'নতুন অভিনেতা' অনিলকে আজও মনে আছে তাঁর। কথায় কথায় বললেন, 'তখন তরুণ মজুমদার হিন্দিতে বালিকা বধূ বানাচ্ছেন। এই ছবির জন্য অডিশন দিয়েছিলাম রীতিমতো ধুতি পরে। পাশ করতে পারিনি। মৃণাল সেন আর অপর্ণা সেনের কাছেও রোল চেয়েছিলাম। পাইনি।' অনিল জানিয়েছেন, কলকাতায় লুচি–মাংস অবশ্যই খাবেন, তবে মেপে, কারণ সকলেই জানেন তিনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। কলকাতায় পাঁচতারা হোটেলে কলকাতার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিলেন তিনি, সঙ্গে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও ছিলেন। ঋতু বলেন, তিনি অনিল–মাধুরীকে আবার পর্দায় দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। অনিল তাঁর ছবি এবং অভিনয় নিয়েও জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর কাজের প্রশংসাও করেছেন। ঋতু বলেন, 'খুব ভালো সময় কাটল। ওঁর কাজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস।'

ফাইটারে দীপিকার লুক

ফাইটার ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনের চরিত্র মিনাল রাঠোর–এর 'লুক' প্রকাশ্যে এল। ছবিতে তিনি স্কোয়াড্রন লিডার বা আর্মি হেলিকপ্টার পাইলট। ফ্যানরা আপ্লুত তাঁকে দেখে। নানা মন্তব্যের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর ছবিতে হার্ট ও আগুনের ইমোজি পাঠিয়ে সেই ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি এই লুক তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন।

পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, তিনি সোজা তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে, চোখে রোদচশমা, তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে এই পোশাকে এবং দৃষ্টিতে।

আবার আসছে সিল্ক স্মিতার বায়োপিক

তামিল ও তেলুগু ছবির কুইন অফ সেনসুয়ালিটি অভিধায় বিখ্যাত অভিনেত্রী সিল্ক স্মিতার বায়োপিক হচ্ছে পুনরায়। পরিচালক জয়ারাম। খোলামেলা এবং পর্দায় আগুন জ্বালানো এই অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করবেন চন্দ্রিকা রবি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত চন্দ্রিকা একজন অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী এবং মডেল। তিনি অস্ট্রেলিয়াতে জন্মেছেন। পড়াশোনাও ওখানে। তারপর অভিনয় নিয়ে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচিতি হয় ২০১৮ সালের কমেডি ছবি ইরুত্তু আরাইল মুরত্তু কুত্থু থেকে। সম্প্রতি তাঁকে ভীরা সিমহা রেড্ডি নামের তেলুগু ছবিতে দেখা গিয়েছে। এর আগে ২০১১ সালে মিলন লুথারিয়া পরিচালিত ছবি ডার্টি পিকচার সিল্ক স্মিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। ২ ডিসেম্বর ছবি মুক্তি পায় বিশ্বজুড়ে, এই দিনই সিল্কের জন্মদিন। বিদ্যা বালান, ইমরান হাশমি, নাসিরুদ্দিন শাহ, তুষার কাপুর প্রমুখ রয়েছেন এই ছবিতে। তুমুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ছবিটি বিশ্বজুড়ে ১১৭ কোটি টাকা ব্যবসাও করেছিল।

আবার বললেন সৌরভ

বিরাটকে নেতৃত্ব থেকে সরাইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কিছু ঘটনা চিরকালীন। কিছু বিষয় শেষ হয়েও শেষ হয় না!

ঠিক যেমন ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট কোহলি বনাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি থাকার সময়ই বিরাট টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন। সেই সময় থেকেই সৌরভ বনাম কোহলি নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। কে ঠিক, কে মিথ্যা বলেছিলেন সেদিন– এখনও অজানা দুনিয়ার। কিন্তু তার মধ্যেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ অনেক আগেই স্পষ্ট করেছিলেন, বিরাটকে তিনি নেতৃত্ব থেকে সরাননি।

ফের সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হল আজ মহারাজকে। দাদাগিরির মঞ্চে মহারাজ ফের কোহলিকে নিয়ে সরব হলেন। অতীতের তিক্ত বিষয় নিয়ে নতুনভাবে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, 'আগেও অনেকবার বলেছি, আজ আবার বলছি, বিরাটকে আমি নেতৃত্ব থেকে সরাইনি। ও নিজে আর নেতৃত্বে আগ্রহী ছিল না। সেটা জানার পর ওকে বলেছিলাম, তুমি যখন আগ্রহী নও, তখন টি২০-র পাশে সাদা বলের ক্রিকেটের নেতৃত্বই ছেড়ে দাও। কোথাও একটা আমার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।'

বিরাট টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়ার পরই রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতে হিটম্যান রাজি ছিলেন না। তাঁকে রাজি করানোর নেপথ্যেও রয়েছেন মহারাজ। সৌরভ আগেও জানিয়েছিলেন, রোহিতকে জাতীয় দলের নেতৃত্বের জন্য রাজি করাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা করেছিলেন। ফের সেই একই কথা নতুনভাবে তুলে ধরে মহারাজ দাদাগিরির মঞ্চে বলেছেন, 'রোহিত শুরুতে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

সেই সময় আমি ওর সঙ্গে কথা বলি। ওকে রাজি করাই। মনে রাখবেন, বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে জাতীয় দলকে সঠিক দিশা দেখানোর দায়িত্বও সেই সময় আমার ছিল। ঠিক সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমি।' নিন্দুকেরা বলে থাকেন, সেই ঘটনার সময় থেকেই সৌরভ বনাম কোহলি সম্পর্কের রসায়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যা আজও বদলায়নি। এমনকি দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও নেই বলেই খবর। যদিও সৌরভ বা কোহলি, কেউই স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি আজ পর্যন্ত। যদিও কোহলি-সৌরভ নিয়ে জল্পনা আজও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে প্রবলভাবেই রয়েছে। থাকবেও আগামীদিনে।

অনুষ্টুপের শতরানে প্রি-কোয়ার্টারে বাংলা

বাংলা–২৪২/৯ পাঞ্জাব–১৯০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়নরা এভাবেই সঠিক সময়ে জ্বলে ওঠেন। জানেন কখন পারফর্ম করতে হয়। অনুষ্টুপ মজুমদার প্রমাণ করে দিল, ওর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি।

করণ লাল আগামীর বাংলা ক্রিকেটের তারকা। ওর মধ্যে বড় মঞ্চে সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু আর একটু সময় দিতে হবে ওকে।

সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলেরই। আজ পাঞ্জাবকে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর ছেলেদের বলেছি, আবেগে ভেসে যাওয়ার কিছুই ঘটেনি। এখনও পথ চলার অনেক বাকি। সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ।

বক্তার নাম লক্ষ্মীরতন শুক্লা। পরিচয় সবারই জানা। মুম্বইয়ের থানের মাঠে পাঞ্জাবকে ৫২ রানে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করার কিছু সময় পর বাংলার কোচকে যখন ফোনে ধরা গেল, এভাবেই আগামীর বার্তা দিয়ে রাখলেন লক্ষ্মীরতন। কঠিন পরিস্থিতিতে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা দল। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ। ১১৬ বলে করা

> উইকেটে ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। জানতাম, একটা দিক ধরে রাখতে পারলে রান করা সম্ভব। সেটাই করেছি। করণও দারুণভাবে সাহায্য দিয়ে গেল।
> –অনুষ্টুপ মজুমদার

তাঁর অপরাজিত ১১১ রানের ইনিংস সাম্প্রতিককালে সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলার সেরা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম) একাই দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে। আর ব্যাট হাতে করণ লাল দারুণ সাহায্য করল ওকে।' সপ্তম উইকেটের জুটিতে অনুষ্টুপ-করণের ১৪৫ রানের পার্টনারশিপে ভর দিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৪২/৯ করেছিল বাংলা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে রানরেট ভালো করে নক আউটের লক্ষ্যে থাকা পাঞ্জাব আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে ডুবে গেল। বাংলার বোলারদের দাপটের সামনে শেষ পর্যন্ত ১৯০ রানে অলআউট হয়ে ৫২ রানে ম্যাচ হারল পাঞ্জাব। রাজকোটে আগামী ৯ ডিসেম্বর গুজরাটের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলবেন অনুষ্টুপরা।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। তাই পরিস্থিতির কথা ভেবে আগামীর লক্ষ্যে আজ অতিরিক্ত ব্যাটার নিয়ে প্রথম একাদশ গড়েছিল বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। দুই ওপেনার শাকির হাবিব গান্ধি (০), অভিষেক পোড়েলরা (৯) রান পাননি আজ। তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক সুদীপ ঘরামিও (২৬) ব্যর্থ। একসময় ৮৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা দল। সেখান থেকেই দলকে ভরসা দিলেন অনুষ্টুপ-করণরা (৬৬)। মূলত তাঁদের ব্যাটে ভর দিয়েই ২৪২/৯-এর ভদ্রস্থ, তথা লড়াকু স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলা দল। জবাবে রান তাড়া করতে গিয়ে অভিষেক শর্মা (১৬), মনদীপ সিংরা (২৭) চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু মহম্মদ কাইফ (৩১/২), শাহবাজ আহমেদ (৫৩/৩), আজই অভিষেক হওয়া কৌশিক মাইতিদের (৩৬/৩) সামনে তাঁদের লড়াই ব্যর্থ হয়। সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ে বাংলা ক্রিকেটের 'ক্রাইসিসম্যান' অনুষ্টুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'উইকেটে ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। জানতাম, একটা দিক ধরে রাখতে পারলে রান করা সম্ভব। সেটাই করেছি। করণও দারুণভাবে সাহায্য দিয়ে গেল।'

বিজয় হাজারে ট্রফি

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে বাংলার জয়ের দুই নায়ক– করণ লাল (বাঁয়ে) ও অনুষ্টুপ মজুমদার। মঙ্গলবার থানেতে পাঞ্জাবকে হারানোর পর।

তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় বোর্ড

হার্দিকের জন্য ১৮ সপ্তাহের বিশেষ রুটিন

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : হার্দিক পান্ডিয়াকে মাঠে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ। তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঝুঁকি এড়াতে ১৮ সপ্তাহের দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ রুটিন তৈরি করা হল হার্দিকের জন্য। সেই মাফিক বাড়তি নজর থাকবে ফিটনেসের ওপর।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচে (১৯ অক্টোবর) চোট পান। তারপর থেকে মাঠের বাইরে। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কোনও দলে নেই। খবর, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে হয়তো ফিরতে পারেন হার্দিক। যে লক্ষ্যে ১৮ সপ্তাহের হাই পারফরমেন্স প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এনসিএ।

আগামী মার্চ পর্যন্ত দৈনন্দিন রুটিন। এরমাধ্যমে হার্দিকের শারীরিক অবস্থা প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হবে। কার্ডিও, স্ট্রেংথ ট্রেনিং, বিশ্রাম, রিকভারি, ফাংশনাল ট্রেনিং-সবকিছুই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই রুটিনে। অতীতে জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুলদের জন্যও এই ধরনের পদক্ষেপ করেছে এনসিএ। এবার হার্দিক।

ফাইনালে ঘরের মাঠে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ। ক্ষতে প্রলেপ দিতে টি২০ বিশ্বকাপ আপাতত পাখির চোখ। লক্ষ্যপূরণে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে বদ্ধপরিকর ভারত। হার্দিক পান্ডিয়ার ভূমিকা নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বোর্ড চাইছে তার আগেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে হার্দিককে ফেরাতে।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, টি২০ ফর্ম্যাটে হার্দিকের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সেকথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে। বোর্ড চাইছে একশো ভাগ ফিট করেই ওকে মাঠে ফেরানো নিশ্চিত করতে। বিশেষ রুটিন সেই ভাবনার ফসল।

চোট থাকলেও দাদা ক্রুণালের সঙ্গে হাসিখুশি হার্দিক পান্ডিয়া।

গত কয়েক বছর ধরেই চোটআঘাত ভোগাচ্ছে হার্দিককে। পিঠের অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে লম্বা প্রতীক্ষার পর মাঠে ফিরেওছিলেন। বাংলাদেশ ম্যাচে ফের চোট। আশা করা হয়েছিল বিশ্বকাপের শেষদিকেই হয়তো মাঠে নেমে পড়বেন। কিন্তু তা হয়নি। বোর্ড চাইছে আফগানিস্তানের হোম সিরিজে হার্দিককে ফেরাতে। তবে অপর একটি সূত্রের দাবি, আইপিএলেই হয়তো প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্তা আবার দাবি করেছেন, পিঠের সমস্যা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ম্যাচের চোটটা আলাদা। দুইটি চোটের মধ্যে কোনও যোগসূত্র নেই। কামব্যাকের পর ছন্দেও ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হার্দিক, ভারতের। ফের চোট পেয়ে বসল।

বিশ্বকাপ আক্ষেপ যায়নি গিলের

মধ্যরাতে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে দল

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : নতুন লক্ষ্য। নতুন চ্যালেঞ্জ।

মঙ্গলবার মাঝরাতে যে উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। টি২০, ওডিআই এবং টেস্ট। পূর্ণাঙ্গ সফরে তিন সিরিজেই প্রোটিয়া ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। ১০ ডিসেম্বর প্রথম টি২০ ম্যাচ। তিন ম্যাচের যে সিরিজের অংশ নিতে বেঙ্গালুরু থেকে রাত ২টা নাগাদ দল রওনা দেয়।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে তারুণ্যের আধিক্য টি২০ টিমে। যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিংদের ভিড়ে রয়েছেন শুভমান গিলও। দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি উইকেটে প্রতিপক্ষের পেস-শক্তির বিরুদ্ধে গিলের ব্যাট নিশ্চিতভাবে ভরসার জায়গা।

মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন লক্ষ্যে নামার প্রাক্কালে গিলের মন যদিও ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল-হারেই আটকে। তরুণ ওপেনারের অকপট স্বীকারোক্তি, গোটা বছর ভালো কাটলেও, কাপ হাতছাড়া সেই ফুরফুরে মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়া থেকেই ছন্দে শুভমান। ২৯টি ম্যাচে ৬৩.৩৬ গড়ে ১৫৮৪ রান করেছেন। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে কাপ হাতছাড়ার আক্ষেপ।

অভিনেতা অনশুল গর্গ, ডিরেক্টর রাঘব শর্মার সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন শুভমান গিল।

শুভমান বলেন, 'আমার জন্য দুর্দান্ত বছর। কিন্তু বিশ্বকাপ হাতছাড়া পুরো মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে। অবশ্য সামনের বছরেই আরও একটা বিশ্বকাপ। আমরা সবাই এখন সেদিকে তাকিয়ে। বিশ্বকাপের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর তো রয়েইছে। আমাদের জন্য অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজই নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ।'

শুভমানের মুকুটে এবার আইপিএল অধিনায়কের পালকও। গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিক পান্ডিয়া যোগ দিয়েছেন। শূন্যপদে শুভমানকেই অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে গুজরাট। বছর চব্বিশের গিলের জন্য বড় দায়িত্ব। যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গুজরাট টাইটান্সের মতো দলকে নেতৃত্ব দেওয়া গর্বের। আমি মুখিয়ে আছি। আশাকরি অনেক কিছু শেখার সুযোগ হবে। অভিজ্ঞতা আর শিক্ষাটা কাজে লাগিয়ে নিজেকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হব।'

বিশ্বের একনম্বর র‍্যাংকিং ওডিআই ব্যাটার গিল আপাতত মুখিয়ে টি২০ সিরিজের দিকে। জানান, বিশ্বকাপের পর মাঝে ছুটির মাঝেও ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। গত ৮-৯ দিন ২-৩ ঘণ্টা জিম করেছেন। আশাবাদী ১০ তারিখ প্রথম টি২০ ম্যাচ থেকেই নিজের কাজ শুরু করে দিতে পারবেন।

ওয়ার্নারকে কটাক্ষের কারণ ফাঁস জনসনের

মেলবোর্ন, ৫ ডিসেম্বর : পারথে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। তবে প্যাট কামিন্সদের প্রস্তুতি নয়, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমাজ আপাতত সরগরম মিচেল জনসনকে নিয়ে। তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি টেস্ট সিরিজের মঞ্চ সাজিয়ে দেওয়ায় দিন দুয়েক আগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন জনসন। ওয়ার্নারকে এহেন আক্রমণের কারণ মঙ্গলবার ফাঁস করলেন প্রাক্তন অজি পেসার।

জনসন জানিয়েছেন, ওয়ার্নারের উপর রাগের কারণ লুকিয়ে আছে এপ্রিল মাসের একটি মেসেজে। ওয়ার্নারের সেই মেসেজে নাকি খুব খারাপ কথা লেখা ছিল। ওয়ার্নারের প্রাক্তন সতীর্থ জনসন বলেছেন, 'ওয়ার্নারের থেকে একটি মেসেজ পেয়েছিলাম আমি। সেটা ব্যক্তিগত মেসেজ ছিল। আমি তারপর ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেটাই হয়তো আমাকে ওয়ার্নারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাতিয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে, ওয়ার্নারের মেসেজটি আমার ভালো লাগেনি। সেখানে এমন কিছু বলা হয়েছিল যা সঠিক নয়। কী কথা হয়েছিল সেগুলি বলব না। ওয়ার্নার তা নিয়ে কথা বলবে কি না, সেটা ওর ব্যাপার। কিন্তু সেই মেসেজে এমন কিছু লেখা ছিল যা দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম।'

অনুশীলনে ঝগড়া সরফরাজ-শাকিলের

নতুন অধিনায়ক, ম্যানেজমেন্ট এলেও পাকিস্তান ক্রিকেট রয়েছে সেই আগের অবস্থাতেই। বুধবার থেকে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে মঙ্গলবার অনুশীলনের মাঝে ঝামেলায় জড়ালেন প্রাক্তন অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ ও ব্যাটার সাউদ শাকিল। ঠিক কী বিষয় নিয়ে দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে বোঝা যায়নি। তবে শাকিলকে বলতে শোনা যায়, 'কতদিন আর আমাকে দিয়ে কাজ করাবে?' জবাবে সরফরাজ বলেন, 'তোমাকে আমি কোনওদিন কিছু করতে বলিনি। কাউকে কিছু বলতেও বলিনি। যাঁর সঙ্গে কথা বলার তাঁর সঙ্গেই বলেছি।' দুইজনের এদিনের ঝামেলা টেস্ট সিরিজে পাক ড্রেসিংরুমে প্রভাব ফেলে কি না সেটাই দেখার।

সোনার ছেলে বেলিংহাম

তুরিন, ৫ ডিসেম্বর : সেরা অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলারের শিরোপা কোপা ট্রফি জয় করেছিলেন। এবার ইউরোপের সেরা অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলার নির্বাচিত হয়ে গোল্ডেন বয় অ্যাওয়ার্ড জয় করলেন জুডে বেলিংহাম। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৪৮৫। যা মোট ভোটের ৯৭ শতাংশ। ওয়েন রুনি ও রাহিম স্টার্লিংয়ের পর গোল্ডেন বয় নির্বাচিত হওয়া তৃতীয় ইংলিশ ফুটবলার বেলিংহাম। শুধু তাই নয়, রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে প্রথম গোল্ডেন বয় হওয়ার নজিরও গড়লেন তিনি। চলতি মরশুমেই বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে লস ব্লাঙ্কোস শিবিরে নাম লেখান বেলিংহাম। রিয়ালের হয়ে ১৭টি ম্যাচে ১৫টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর। শিরোপা জয়ের পর জুডে জানালেন, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ইংল্যান্ড কিংবদন্তি রুনি তাঁর বাল্যসময়ের থেকে অনুপ্রেরণা। যদিও জয়ের পর তিনি মনে করছেন, জামাল মুসিয়ালা, রাসমুস হোজলুন্ড, লেভি কলউইন ও ওয়ারেন জাইরে-এমেরি এবছর শিরোপা জয়ের যোগ্য। আয়োজকদের তরফে শিরোপার ভবিষ্যৎ বিজেতা নিয়ে করা প্রশ্নে জুডে বলেছেন, 'আমি তিনটি নাম বলব। প্রথমে আরদা গুলের। ও অসাধারণ খেলোয়াড়। আমরা ওকে নিয়ে অনেক উচ্ছ্বসিত। এছাড়া আমার পুরোনো সতীর্থ বরুসিয়ার জেমি বাইনো-গিটেন্স। এবং সবশেষে আমার ভাই জোবে (বেলিংহাম)।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচে নামার আগে জগিংয়ে দীপ্তি শর্মার সঙ্গে খোশমেজাজে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

স্মৃতিদের থেকে ভয়ডরহীন ক্রিকেট চাইছেন অমল

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : রাত পেরোলেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে নামছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সিনিয়ার দলের হেড কোচ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন অমল মুজুমদার। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে নামার আগে স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কাউরদের ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ডাক দিলেন তিনি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অমল বলেছেন, 'আমি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট ভালোবাসি। স্মৃতি, হরমনদের থেকেও এই ধরণের ক্রিকেট আশা করছি। শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগেজ আগে থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করে। ওদের বলেছি, নিজেদের ক্রিকেটের ধরণ যেন না বদলায়। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। ফলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।' ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতীয় মহিলা দলের বোলিং কোচ হয়েছেন ট্রয় কুলি।

ঈশানকে নিয়ে 'খেলা' চলছে, অভিযোগ জাদেজার

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : কখনও দলে, কখনও বাদ। আবার সুযোগ পেলেও নির্দিষ্ট কোনও ব্যাটিং অর্ডার নেই। ভালো খেলার পরও টিম কম্বিনেশনের অজুহাতে ঈশান কিষানকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হচ্ছে একের পর এক ম্যাচে। আজ যা নিয়ে নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অজয় জাদেজা। প্রাক্তন তারকার মতে, সদ্যসমাপ্ত অজি সিরিজে পাঁচটা ম্যাচে খেলিয়ে ঈশানকে সেট হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। যদিও উলটোটাই দেখা গিয়েছে।

বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের মেন্টর হিসেবে সফল জাদেজার দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে হাতেগোনা কয়েকজনের দ্বিশতরান রয়েছে ওডিআইয়ে। তাদের একজন ঈশান। অথচ, শুধু পরীক্ষায় চলছে ঈশানের। ভারতীয় ক্রিকেটে এই সমস্যাটা নতুন নয়। চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বারবার প্রত্যাখ্যানের রোগের শিকার হচ্ছেন ঈশানের মতো খেলোয়াড়রা।

বিশ্বকাপে শুভমান গিলের অনুপস্থিতিতে ঈশান কয়েকটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু টিম কম্বিনেশনের অজুহাতে ফের রিজার্ভ বেঞ্চে। জাদেজার দাবি, তিনি ঈশানের খেলার ভক্ত। ঝাড়খণ্ডের বাঁহাতি তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটারের ব্যাটিং ভালোবাসেন। কিন্তু যা চলছে, ঈশানের প্রতিভা নিয়ে কার্যত খেলা করা হচ্ছে।

বলেছেন, 'বিশ্বকাপের কথা বাদ দিন। আপাতত সামনের দিকে তাকানোর পালা। কিন্তু ৫ ম্যাচের টি২০ অজি সিরিজেও ঈশানকে নিয়ে ভাবনায়

শ্রেয়সের শক্তি নিয়ে কথা হোক : কাইফ

কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেখানেও একই হাল। প্রথম তিনটি ম্যাচে খেলানো হল। রানও করেছে। তারপর বসিয়ে দেওয়া হল। তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল!' এরপর ঈশানের দ্বিশতরানের প্রসঙ্গ টেনে নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তোলেন জাদেজা। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাদের ভারতীয় দলে কজন খেলোয়াড় রয়েছে, যার ওডিআই ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে? এতকিছুর পরও ঈশান প্রস্তুত নয়! তাহলে কবে প্রস্তুত হবে? পরীক্ষানিরীক্ষা কি অনন্তকাল ধরে চলবে?'

বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার নিয়েও আঙুল তুললেন রাহুল দ্রাবিড়দের দিকে। জাদেজার যুক্তি, প্যাট কামিন্সরা পরিস্থিতি বুঝে বারবার পরিকল্পনা রদবদল করেছে। কখনও তিন নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকেও খেলিয়েছে। ওপেনিং কম্বিনেশন পরিবর্তন করছে। সেখানে ভারত একটা স্ট্র্যাটেজি আঁকড়ে ধরে বসেছিল।

মহম্মদ কাইফের মুখে আবার শ্রেয়স আইয়ারের প্রশংসা। পঞ্চম ম্যাচে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ৩৭ বলে শ্রেয়সের ৫৩ রানের ইনিংসে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। কাইফের দাবি, অতীতে শ্রেয়সের দুর্বলতা (শর্টপিচ ডেলিভারির বিরুদ্ধে) নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। সমালোচনার মুখে ফেলা হয়েছে। এবার সময় এসেছে ওর শক্তি নিয়ে আলোচনা হোক। দুর্বলতা নিয়ে আঙুল না তুলে সবার জন্য কাইফের পরামর্শ, সবার উচিত শ্রেয়সের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহ জোগানো।

ভুবিকে নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নেহেরা-আকাশ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : আশঙ্কার মেঘ দীর্ঘদিন ধরেই জমছিল।

আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দলে সুযোগ না পাওয়া কি সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর লাগিয়ে দিল? একঝাঁক নতুন প্রতিভা নিয়ে আগামীর ভাবনা, আলোচনার মাঝেও একদা 'সুইং কিং' ভুবনেশ্বর কুমারের বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আশিস নেহেরা, আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তনরা। নেহেরা বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনটি আলাদা দল। লম্বা তালিকায় বেশিরভাগ খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছে। শুধু একটা নামই ঘুরছে আমার মনে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। একঝাঁক পেসার সুযোগ পেলেও ভুবনেশ্বর কুমার নেই। ভারতের হাতে এই মুহূর্তে নতুন বলে বিকল্প আছে। অর্শদীপ সিং, মুকেশ কুমাররা রয়েছে। হয়তো তাই ভুবি নেই।'

আকাশ চোপড়ার মতে, তাঁরা নির্বাচক নন। তাই কারও কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা চূড়ান্ত কিছু বলার ক্ষমতাও নেই তাঁদের। ফলে

মাহির সঙ্গে রোহিতের তুলনা শ্রীসান্তের

ভুবনেশ্বর কুমার

ভুবনেশ্বর কেন বাদ, আর সুযোগ পাবেন কি না, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের দরজা আদৌ খোলা আছে কি না, এসব নিয়ে কিছু বলা কঠিন। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই ভুবনেশ্বরের জন্য সঠিক নয়। ভারতীয় দল এবং ভুবির মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে। যা সরানো সহজ নয়।

আকাশের কথায়, 'সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মোটামুটি সাফল্য পেয়েছে ভুবনেশ্বর। আইপিএলেও খারাপ করেনি। কিন্তু তারপরও কোনও ভারতীয় দলেই সুযোগ মেলেনি। ওডিআই ফর্ম্যাটে ভুবনেশ্বরকে নেওয়া হবে না, সেই ইঙ্গিত অনেক আগেই ছিল। কিন্তু এখন টি২০-তেও ব্রাত্য। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনারের মতে, একঝাঁক পেসার উঠে এসেছে। নির্বাচকরা তাদেরকে নিয়েই এগোতে চান। সেই ভাবনারই ফল ভুবির দিকে না তাকানো।'

শান্তাকুমার শ্রীসান্ত আবার রোহিত শর্মার মধ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনির মিল পাচ্ছেন। তাঁর মতে, 'মাহির মতোই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ক্ষুরধার মস্তিষ্ক হিটম্যানের। ফাইনালে হারলেও গোটা বিশ্বকাপে দারুণভাবে দলকে সামলেছে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। অধিনায়কের গণ্ডি ছাড়িয়ে সতীর্থদের কাছে রোহিত বন্ধু, ভাই। একজন অধিনায়কের যা অন্যতম বড় গুণ।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ বিভান বণিক (তোজো) তোমার তৃতীয় জন্মদিনে থাকল আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। **– ঠা, বাবা, মা, পিসি, দাদা, দিদি, পিসুন ও তোমার প্রিয়জনেরা।** মিলপাড়া, ধূপগুড়ি।

বিজয়ওয়াড়ায় আটকে বাংলার প্যাডলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'–এর জের। জাতীয় জোনাল টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আটকে পড়েছে বাংলার টেবিল টেনিস দল। ২৯ নভেম্বর শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে সোমবারই শেষ করে দেন প্রতিযোগিতা পরিচালনকারীরা।

দলের কোচ অভিজিৎ রায়চৌধুরী বলেছেন, 'এখানে সেভাবে কিছু হয়নি। তবে ফেরার সব ফ্লাইট ও ট্রেন বাতিল হয়ে গিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর পঞ্চকুলায় উত্তর জোনাল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তার আগে একদিনের জন্য সবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকেই সরাসরি চলে যেতে হবে। শেষমুহূর্তে ট্রেনের রিজার্ভেশন নিয়ে চিন্তায় আছি।'

'মিচাং' বিপর্যস্তদের পাশে ওয়ার্নার, অশ্বীন

এদিকে বন্যা বিপর্যস্তদের পাশে তারকা ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার বলেছেন, 'চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গা যেভাবে বন্যা বিপর্যস্ত, তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। বিপর্যস্তদের পাশে আছি। যাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়ান। আমি যেভাবে সাহায্য করা সম্ভব, করতে রাজি।' ভূমিপুত্র অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বীনও জানান, 'আরও একদিন সকলে লড়াই করুন। বৃষ্টি থামলেও উদ্ধারকাজে সময় লাগবে।'

ফিরছেন মনবীর, নেই দিমিত্রিস

বদলার ম্যাচে আজ নামছে মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আইএসএলের শুরুতেই টানা পাঁচ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড নিয়ে ওড়িশা কাঁটার খোঁচায় দগদগে মোহনবাগান।

দিন দশেকও হয়নি ওড়িশার কাছে এই যুবভারতীতেই ২–৫ গোলের হারের লজ্জা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। হুয়ান ফেরান্দো ও তাঁর ছেলেরা জানেন, ফের না জেতা পর্যন্ত এই আলোচনা থামবে না। তাই বুধবার নতুনকরে শুরু করতে মরীয়া সবুজ–মেরুন শিবির। যাই হোক না কেন, হুয়ান ফেরান্দো অবশ্য তাঁর নিজস্ব ছক থেকে বেরোতে রাজি নন। তিনি বলেই দিলেন, 'বিশেষ কিছু পরিবর্তন করছি না। একই পদ্ধতিতে খেলাব। দেখুন জিততে গেলে একটা নিজস্ব ছক থাকতে হয়। আমি জানি সবাই ওই ম্যাচে আমাদের গোল খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আমাদের সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা আছে। একটা হল, ঘরে বসে ওই হার নিয়ে ভেবে যাও। আর নাহলে সামনের দিকে তাকাও। আমরা এই দ্বিতীয়টাই করতে চাই।' গোল খেয়েছেন বলে চার ডিফেন্ডারে চলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা যে তাঁর নেই, সেকথাও বুঝিয়ে দেন। নিজস্ব ছকে আটকে থাকার কারনটা অবশ্য বোঝা গেল, অনুশীলনের সময়ে। ফিট হয়ে গেছেন মনবীর সিং। দলসূত্রের খবর, তিনি বুধবারের ম্যাচে প্রথম একাদশেই থাকছেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বসতে হবে আশিস রাইকে। ডানদিকে মনবীর খেলবেন। একইভাবে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে এএফসি কাপের ম্যাচে প্রথম একাদশে না থাকা অনিরুদ্ধ থাপাও এবার শুরু করবেন। আর তাঁর থাকা এবং না থাকার মধ্যে তফাৎটা এখন কোচ থেকে সতীর্থ, সকলেই বুঝতে পারছেন। মনবীর ফিট হয়ে গেলেও দিমিত্রিস পেত্রাতোস এখনও ফিজিক্যাল ট্রেনারের কাছেই ট্রেনিং করছেন। ফলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আর এই জায়গাতেই যেন ওড়িশার থেকে খানিকটা পিছিয়ে মোহনবাগান। দলে দুই প্রাক্তন বিশ্বকাপার ও ইউরো কাপার থাকা সত্ত্বেও গোলমুখে দিশেহারা ফেরান্দোর দল। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে গোল না এলে পয়েন্ট খুইয়ে আসতে হত। ফেরান্দো অবশ্য সবসময় বলেন, 'আমার দলে কে গোল করল, সেটা বড় কথা নয়। স্ট্রাইকাররা জায়গা তৈরি করেছে বলেই তো ব্রেন্ডান (হামিল) আর আশিস (রাই) গোল পেয়েছে।' তবে জিততে হলে ডিফেন্ডার নয়, দলের স্ট্রাইকারদেরই গোল পেতে হবে এটা জানেন ফেরান্দোও। একইসঙ্গে তিনি যাই বলুন না কেন, প্রতিপক্ষ দলে রয় কৃষ্ণা ও দিয়েগো মৌরিসিওর মত জোড়া ফলার পাল্টা উত্তর এখনই নেই মোহনবাগানে। জেসন কামিন্স ও আর্মান্দো সাদিকু দুজনেই অত্যন্ত সাদামাটা এখনও পর্যন্ত। এই ডিসেম্বর পর্যন্তই সাদিকুকে দেখে নেওয়ার মেয়াদ। এর মধ্যে কিছু করতে না পারলে বিদায় নিতে হবে এই আলবেনিয়ানকেই। তাই বুধবারের ম্যাচে তাঁকেই রাখা হচ্ছে প্রথম একাদশে। তিনি ব্যর্থ হলে কামিন্স পরে নামবেন। এই ম্যাচে সের্জিও লোবেরার দলে ফিরছেন মোরতাদা ফল। নিশ্চিতভাবেই যা বাড়তি সুবিধা দেবে ওড়িশা এফসিকে। তবু লোবেরা বলছেন, 'আগের ম্যাচে মোহনবাগান হেরেছে বলে বাড়তি উদ্যোগ থাকবে ওদের। তাছাড়া ওরা অনেক বড় বাজেটের দল। ভাল ভাল ফুটবলার রয়েছে দলে। তাই এএফসি কাপে কী হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে সামনে তাকাতে চাই।'

তিনি যাই বলুন না কেন, চাপ যে মোহনবাগানের উপরেই, সেটা নিশ্চিতভাবে জানেন লোবেরাও। আর সেই চাপ নিয়ে অনিরুদ্ধ থাপা–সাহাল আব্দুল সামাদরা ভাল খেলে জয় তুলে নিতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

আইএসএলে বুধবার
এটিকে মোহনবাগান
বনাম **ওড়িশা এফসি**
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
ম্যাচ শুরু : রাত ৮টা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

চোট সারিয়ে ফিরে ওড়িশা এফসি ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মনবীর সিং। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : ডি মণ্ডল

মহেশ কোথায় বল দেবে, না দেখেও বুঝতে পারি : নন্দ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ডুরান্ড কাপে গ্রুপ পর্যায়ের ডার্বির পর আবার ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল।

বোরহা হেরেরা–ক্লেইটন সিলভা যদি শুরুটা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষটা হল এক তামিল যুবকের মাধ্যমে। কাকতালীয় হলেও এই নন্দকুমার শেখরই ছিলেন ডার্বি জয়ের কারিগর। মাঝে কিছুটা হলেও তাঁর খানিকটা অফ ফর্ম যাচ্ছিল। দলও হারিয়েছিল জয়ের রাস্তা। ফের তিনি এবং ইস্টবেঙ্গল, একসঙ্গে জয়ের রাস্তায়। গোল পেয়ে এবং দলকে জিতিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি নন্দ, 'দারুণ লাগছে আইএসএলের ম্যাচে স্কোরশিটে নিজের নাম তুলতে পেরে। তবে তার থেকেও বেশি খুশি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–কে হারিয়ে দলকে জয়ের রাস্তায় নিয়ে আসতে পেরেছি বলে। সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

তাঁকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ। সম্ভবত নন্দ নিজেও বুঝতে পারছিলেন, গোলে ফিরতে না পারলে নিজের জায়গা হারাতে হতে পারে। তাই মাঠে তাঁর বাড়তি তাগিদ দেখানো স্পষ্ট। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এসে গোল পেয়েছেন। নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখলেন না তিনি, 'পরে নেমে দুটি গোল পাওয়ায় আরও বেশি ভালো লাগছে। বলতে পারেন, দলের জয় নিশ্চিত করতে পারায় আমার অবদান আছে বলে খুশি হয়েছি।' তাঁর সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিংয়ের বোঝাপড়া নজরে পড়ার মতো। প্রথম গোলটাও তিনি পেলেন মহেশের ক্রস থেকে। এই নিয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া অসম্ভব ভালো। ও আগে যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলত তখন থেকেই ওকে চিনি। পরবর্তী সময়ে এখানে এবং জাতীয় দলে আমরা সতীর্থ। এখন এতটাই ভালো নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া যে ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারি, কোথায় বলটা রাখবে বা ও কীভাবে জায়গা নেবে। আমরা সাজঘরেও অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটাই বলে পরস্পরকে বুঝতে সুবিধা হয়। এর ফলে আমাদের দুজনেরই প্রতিপক্ষ বক্সে সুবিধা হয়।'

তিন ম্যাচে হার ও ড্রয়ের পর এরকম একটা বড় ব্যবধানে জয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসটা বেশি। নন্দ বলছিলেন, 'আমাদের কাছে এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ আমরা হঠাৎই জয়ের রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তিনটে ম্যাচ হারা ছাড়াও ড্র হয় শেষটা। ফলে জয়ে ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। নর্থইস্ট মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু ম্যাচটা আমাদের ঘরের মাঠে হওয়ায় খানিকটা সুবিধা হয়। এখন আমাদের জয়ের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।' পরবর্তী ম্যাচ লিগের ১১ নম্বর দল পাঞ্জাব এফসি–র বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তবু যেহেতু তাঁর দল এখনও ধারাবাহিক নয় তাই কার্লোস কোয়াদ্রাত মনে করেন, 'ফুটবলে সব ম্যাচেই একটা চাপ থাকে। তবে আমরা ভীত নই। চাপটাকে সদর্থক ভঙ্গিতে দেখতে হবে। শুরু থেকেই চাপের মোকাবিলা করার মনোভাব দেখাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

নর্থইস্ট ম্যাচের পর তাঁর দলের সমস্যা অবশ্য খেলার থেকেও বেশি চোট–আঘাত। শনিবারের ম্যাচে হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা তো বটেই বোরহাও খেলতে পারবেন কি না প্রশ্ন রয়েছে। খাবরার বুধবার স্ক্যান হলে পরিষ্কার হবে কতদিন তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

জোড়া গোলের পর নাওরেম মহেশ সিং (বাঁয়ে) ও মন্দার রাও দেশাইকে নিয়ে সেলিব্রেশন ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখরের (মাঝে)।

কলকাতা ম্যারাথনে বিশ্ববন্দিত অ্যাথলিটরা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কলকাতা ম্যারাথনের জৌলুস বাড়াতে বিশ্বের অন্যতম সেরারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ১০ কিলোমিটার মহিলাদের বিভাগে বিশ্বরেকর্ডের মালকিন ইথিওপিয়ার ইয়ালেমজার্ফ ইয়েহুয়াল এবং পুরুষদের বিভাগে দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী কেনিয়ার ড্যানিয়েল সিমিউ ইবেনিও। ১৭ ডিসেম্বরে হতে যাওয়া রেসে পুরুষদের এলিট বিভাগে ১১ জন ও মহিলাদের এলিট বিভাগে ১০ জন অ্যাথলিট অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে মোট ৯ জন কেনিয়া, ৮ জন ইথিওপিয়া, ২ জন ইরিত্রিয়া ও ১ জন করে উগান্ডা ও নেদারল্যান্ডসের অ্যাথলিট আছেন।

ইতিহাস পাক মহিলা ক্রিকেট দলের

দুনেদিন, ৫ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেটের সোনালি দিন। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টি২০ ম্যাচে ৭ রানে জেতার পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ রানে জিতে ৩ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে পাক মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতলেন আলিয়া রিয়াজ, ফাতিমা সানারা। পাশাপাশি ২০১৮ সালের পর ঘরের বাইরে সিরিজ জিতলেন তাঁরা। প্রথমে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে ৭ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায় কিউয়িরা। ফাতিমা ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জয়ী ইটাহার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে মঙ্গলবার ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ১১২ রানে বিদ্রোহীকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে জিতে ইটাহার ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২১৭ রান করে। দেবাশীষ রায় ৪৯ ও ম্যাচের সেরা অজয় রায় ৪০ রান করেন। পুলক সিংহ ২৭ রানে ২ উইকেট লাভ করেন। জবাবে বিদ্রোহী ২৬.৩ ওভারে ১০৫ রানে আটকে যায়। দীপেশ দাস করেন ৩৩ রান। অজয় ৩৩ রানে ২ উইকেট তুলে নেন। ভালো বোলিং করেছেন সত্যজিৎ রায় (১৫/৪)। বুধবার খেলবে আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ও অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব।

পতিরামের জয়

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৯ উইকেটে সিংহ ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সিংহ টসে হেরে ২৬.৩ ওভারে ৬৭ রানে অলআউট হয়। অশোক সরকার ১৫ রান করেন। তাপস সরকার ৩ রানে, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ রানে ও প্রদুন্য সরকার ১৯ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে পতিরাম ১০.৫ ওভারে এক উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রদুণ্য ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন। সন্দীপ দাসের অবদান ১৩। সুব্রত সরকার ১৫ রানে পেয়েছেন ১ উইকেট। বুধবার খেলবে বুনিয়াদপুর কেআইটিএম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও মডার্ন ক্লাব।

দ্বিতীয় সৌনাভ

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের রাজ্যস্তরের ক্যারাটেতে দ্বিতীয় হল রায়গঞ্জের সৌনাভ সাহা। ৩–৪ ডিসেম্বর আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব–১৯ বিভাগে নেমেছিল সে। সৌনাভ উত্তর দিনাজপুর স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণার্থী। তার সাফল্যে খুশি অ্যাকাডেমির সচিব শিবু কর্মকার।

জয়ী কান্দোল

সামসী, ৫ ডিসেম্বর : এনজিএইচএইচ ইউনাইটেড ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে মঙ্গলবার কান্দোল আদিবাসী আদর্শ ক্লাব ২–০ গোলে ইটাহার সিধু কানু সংঘকে হারিয়েছে। গৌড়িয়া–হাজাতপুর ফুটবল মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা ঝোলো টুডু। অন্যটি আত্মঘাতী। শুক্রবার খেলবে মালদা বায়ার একাদশ ও দক্ষিণ শহর মারাঙ্গ ক্লাব।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in